মাল্যবান।

(পৌরাণিক নাটক)

21 JUL 22.

শ্রীঅভয়চরণ দত্ত প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ ভূষণচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ হাজরার
যাত্রা-সম্প্রদায়ে যশের সহিত অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩২৭ সাল।

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

মাল্যবান

(৩৭)

যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহাই সম্মুখে ধরিলাম।
প্রবীণ নাট্যকার হারাধন রায় প্রণীত—
নাট্যজগতের অক্ষয় কীর্ত্তি—

অভিনয়-শিক্ষা

অভিনয় শিখিতে ও শিখাইতে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইতে, পোষাক পরিতে ও পরাইতে, স্থানবিশেষে বিবিধ রসের অবতারণা করিতে, কোথায় কিরূপ ভাবে প্রবেশ ও প্রস্থান করিতে হয়, মোট কথা অভিনয় সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার শিক্ষা করিতে ইহার ন্যায় দ্বিতীয় গ্রন্থ আর নাই। প্রত্যেক অভিনেতা ও নাট্যামোদী মাত্রেরই পাঠ্য।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী।
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

Printed BY AMRITA LALL SIRCAR AT
"KATTAYANI PRESS"
39-1 *Shibnarayan Dass Lane.*
CALCUTTA.

THE COPy-RIGHTS OF THIS DRAMA
ARE THE PROPERTy OF THE PROPRIETORS
OF THE
DIAMOND LIBRARY.

মাল্যবান।

(পৌরাণিক নাটক)

21 JUL 22.

শ্রীঅভয়চরণ দত্ত প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ ভূষণচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ হাজরার
যাত্রা-সম্প্রদায়ে যশের সহিত অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩২৭ সাল।

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ রায় প্রণীত—

কালচক্র বা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ

সুপ্রসিদ্ধ "গণেশ-অপেরা-পার্টির" অভিনয়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী।

এই নাটকে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের প্রতিযোগিতা, ব্রহ্মশাপে সৌদাসের রাক্ষস-বৃত্তি, ক্ষমাশীল বশিষ্ঠের শতপুত্র ধ্বংস, পুত্র-শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর হৃদয়-ভেদী বিলাপ, পতি-বিরহিনী মদয়ন্তীর গঙ্গাসাধনা, প্রতিহিংসা-পাগলিনী অদৃশ্যন্তীর উত্তেজনা, বিধবা বশিষ্ঠ-পুত্রবধূগণের মর্ম্মবিদারক শোক-সঙ্গীত, গঙ্গাজল স্পর্শে সৌদাসের পুনর্মুক্তি, পরাশরের রক্ষসত্র প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ঘটনা লেখকের সুনিপুণ তুলিকাস্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই সেই তারক, কিঙ্কর, বাণেশ্বর, ক্রোধ, কুমতি, গঙ্গা, গায়ত্রী, গীতা প্রভৃতি আছে, আর আছে সেই রসিক-চূড়ামণি পঞ্চামৃত ও ষোলকলা। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। ছয় খানি নয়নরঞ্জন চিত্র-সম্বলিত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ রায়ের অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত—

আর একখানি হৃদয়োন্মত্তকারী ঘটনা-বৈচিত্র্যময় পৌরাণিক নাটক

পৃথিবী

সুপ্রসিদ্ধ "গণেশ-অপেরা-পার্টির" গৌরবময় অভিনয়। এই নাটকেই প্রতিষ্ঠানপতি অঙ্গের বিরুদ্ধে মৃত্যুর ভীষণ ষড়যন্ত্র, অঙ্গরাজের নির্ব্বাসন, পৃথিবীবক্ষে বেনের অবাধ স্বেচ্ছাচার, মাতৃমন্ত্র-দীক্ষিত কাঞ্চিপুররাজ অচলেন্দ্রের মহান্ স্বার্থত্যাগ, বেনের বিরুদ্ধে অভিযান, পৃথু-অর্চ্চির অভাবনীয় উৎপত্তি প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় ঘটনার অপূর্ব্ব সমাবেশ। ইহাতেই সেই নিষ্কাম ঋষি অঙ্গিরা, সাধক যোগময়, স্বেচ্ছাচারিণী সুনীথা, পরদুঃখকাতরা স্নেহময়ী অলকা, হাস্য-রসাবতার চিন্তারাম, পতিপ্রাণা প্রাণময়ী, মোহ, ভ্রান্তি, জলদ বিজলীর সুমধুর গীত-লহরী প্রভৃতি সবই আছে। নাটকখানি ভাব-সম্পদে ও গীতি-মাধুর্য্যে অতুলনীয়—প্রাণোন্মাদকর—চিত্তদ্রাবী। "অমৃতবাজার", "নায়ক" প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রসংশিত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

যাঁহার পুণ্যফলে,

যাহার ঐশ্বরিক ভক্তি-কামনায়

আজ আমি নাট্যরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি,

সেই পুণ্যময় সরল প্রকৃতি ধর্ম্মভীরু

পরলোকগত পিতৃদেব

শ্রীনাথচন্দ্র দত্তের

পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে

এই সামান্য নাটকখানি

উৎসর্গ করিলাম।

নূতন নাটক । নূতন নাটক !! নূতন নাটক !!!

সুকবি শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিক প্রণীত—

অতিকায়

(প্রসিদ্ধ শ্রীচরণ ভাণ্ডারী ও ত্রৈলোক্যতারিণীর যাত্রাসম্প্রদায়ে মহা সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।)

তরণী পতনে বিভীষণ ও সরমার হৃদয়ভেদী বিলাপ, অতিকায়ের অসীম রাম-ভক্তি, প্রতিকায়ের অতুলনীয় ভ্রাতৃ-প্রীতি, অতিকায় কর্তৃক সীতার পদবন্দনা, মেঘনাদের উত্তেজনাপূর্ণ তীব্র তিরস্কার, পিত্রাদেশে ভক্তবীর অতিকায়ের যুদ্ধে গমন, লক্ষ্মণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম, অতিকায়ের পতন ও ছিন্নমুণ্ডের রাম নাম উচ্চারণ প্রভৃতি ঘটনাবলীতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইবে। ইহার এক একটী করুণ সঙ্গীত যেন স্বর্গের পবিত্র মন্দাকিনীধারা। ইহাতেই সেই অকম্পন, রুক্ষ, কম্প, দাস্ত-মালা, হাস্যরসিক ধুরন্ধর প্রভৃতি সবই আছে। (সচিত্র) মূল্য ১৷০ টাকা।

প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত—

ঘটনাবৈচিত্র্যময় নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক—

চিত্রাঙ্গদা

[প্রসিদ্ধ ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে অভিনীত।]

ইহাতেই সেই মণিপুর-সেনাপতি চণ্ডসিংহের ভীষণ চক্রান্ত, নির্ব্বাসিত চণ্ডসিংহের ভীলসর্দ্দারবেশে দস্যুবৃত্তি, গুপ্তাঘাতে বভ্রুবাহনের প্রাণ-সংহারের চেষ্টা, অর্জ্জুনের প্রতি জাহ্নবীর জ্বালাময় অভিশাপ, বভ্রুবাহন কর্তৃক অর্জ্জুনের যজ্ঞাশ্ব ধৃতকরণ, বভ্রুবাহনের লাঞ্ছনা, ভীম কর্তৃক অর্জ্জুনকে তীব্র তিরস্কার, পিতা-পুত্রে মহাসমর, বভ্রুবাহন কর্তৃক পিতৃহত্যা, উলুপীর স্বামীভক্তি, চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ভেদী বিলাপ, মণিস্পর্শে অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবনলাভ, গীতচ্ছলে ভজা পাগলার জ্ঞানময় উপদেশ প্রভৃতি আছে। আর আছে সেই কল্পনা-কাননের পরিজাত কুসুম "শোভা"—যাহার এক একটী গানে প্রাণে সুধাবর্ষণ করিবে। (সচিত্র) মূল্য ১৷০ টাকা।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মন্তব্য।

মাল্যবান উপাখ্যানটি সম্পূর্ণ পৌরাণিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত। রামায়ণ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ হইতে আবশ্যকীয় উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি নাই এবং রামায়ণ বর্ণিত ইহার যে জীবনী, তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত। কৈশরে মাল্যবানের দুষ্কর তপশ্চারণ, সুপ্রসন্ন বিরিঞ্চির নিকট বরলাভে স্বর্গাধিকার এবং পরিশেষে পাপের অপরিহার্য্য পরিণামে দারুণ অধঃপতন; এই কয়েকটী প্রকৃত স্থূল ঘটনার উপর এই বৃহৎ নাটকের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। এতাদৃশ অভিনব যৎসামান্য শাস্ত্রীয় সত্য উপাদানে নাটকীয় অভাব পূর্ণ করা এক প্রকার অসম্ভব। মাল্যবানের সবিস্তর ইতিবৃত্ত অনুসন্ধিৎসু হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কুত্রাপি আশানুরূপ তত্ত্বাবলী আবিষ্কার করিতে পারি নাই, তজ্জন্য বাগ্দেবীর প্রিয় সখী কল্পনাদেবীকে স্মরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি; কারণ নাট্যকারগণ সত্যের শৃঙ্খলে কখনও আদ্যোপান্ত আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। ইদানীং নাট্য-জগতে কল্পনার স্রোত একরূপ ধারাবাহিক ও অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে যে, এবম্বিধ স্রোতের স্থায়িত্ব যে বর্ত্তমান সমাজের রুচিমূলক ও অনুমোদিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আভিনয়িক সুবিধা ও সাফল্যলাভের জন্য যেমন অনেকানেক কাল্পনিক বিষয় এই নাটকের স্থান বিশেষে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তেমনি আতিশয্য আশঙ্কায় আবার কয়েকটি সত্য ঘটনাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনন্ত করুণার্ণব ভগবৎ-মহিমা প্রচারেচ্ছা আমার হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং সেই মহদিচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া কেবল স্বকীয় ভাবোচ্ছ্বাস কল্পনার তুলিকায় চিত্রিত করতঃ নাট্যামোদী জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা গুণগ্রাহী উদার পাঠকবৃন্দেরই বিচার্য্য।

বিনীত—

গ্রন্থকার।

নূতন নাটক! নূতন নাটক!! নূতন নাটক!!!

পণ্ডিত হারাধন রায়ের শেষ কীর্ত্তি—

তাম্রধ্বজ

[শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হইতেছে]

সেই বীর, ভক্তি ও করুণ রসাত্মক নাটক। ইহাতে দেখিবেন—শিখিধ্বজের হরিভক্তি, বালক তাম্রধ্বজের নন্দদুলাল-সাধনা, শিখিধ্বজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের ষড়যন্ত্র, তাম্রধ্বজের জীবননাশের চেষ্টা, ভোলানাথের সাহায্যে তাম্রধ্বজের জীবনরক্ষা, তাম্রধ্বজ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের যজ্ঞাশ্ব ধৃত করণ, তাম্রধ্বজের করে ভীমার্জ্জুনের ভীষণ পরাজয়, কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক শিখিধ্বজের দানপরীক্ষা, শিখিধ্বজের নিজ দেহ-পাতে প্রার্থীর প্রার্থনাপূরণ, তেজচন্দ্র ও আহ্লাদীর শোচনীয় পরিণাম, কমলার অদ্ভুত পতিভক্তি, কুমুদ্বতী ও প্রেমানন্দের হরিভক্তিময় অপূর্ব্ব সঙ্গীত। আর সেই অবিদ্যা, হিংসা, মোহিনী, মন্তকার, মাংসপাচক, মৎসপাচক প্রভৃতি সবই আছে। নাটকখানি সর্ব্বত্র যশের সহিত অভিনীত। মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীযুক্ত নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—

শ্রীবৎস-চিন্তা।

(রসিক চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত গদাধর ভট্টাচার্য্যের দলে অভিনীত।)

সেই শনি লক্ষ্মীর বিবাদ, শনির পরাজয়, সৌতিরাজের সহিত যুদ্ধ, শ্রীবৎসের রাজ্যচ্যুতি, কাঠুরিয়া বেশে বনে বনে ভ্রমণ, দেবতাদের ষড়যন্ত্র, শিবদুর্গার যুদ্ধোদ্যোগ, ভদ্রাবতীর সহিত শ্রীবৎসের বিবাহ, রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি ঘটনা সম্বলিত। ইহাতেই সেই সমরেন্দ্র, সত্যবান, সমরসিংহ, চুড়ালা, ফুলটুসী প্রভৃতি সবই আছে। প্রত্যেক গানই মর্ম্মস্পর্শী। মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত, "শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর" যাত্রাদলে অভিনীত—

সমুদ্র-মন্থন—মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীরামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত, "সত্যম্বর চাটুর্য্যের" দলে অভিনীত—

সিন্ধুগৌরব বা বাচস্পতি—মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর" দলে অভিনীত—

দুষ্মন্ত-কীর্ত্তি—মূল্য ১॥০ টাকা।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, পবন, বরুণ, যম, শনি, জয়ন্ত,
জয়সেন, মাতলি, নন্দী, গরুড়, নারদ, ধাতা,
বিধাতা, সত্য, ধর্ম্ম।

সুকেশ	লঙ্কাধিপতি।
মাল্যবান	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
সুমালী	ঐ মধ্যম পুত্র।
মালী	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
উন্মত্ত	মাল্যবানের পুত্র।
তুম্বুরু	রাক্ষসাচার্য্য।
শবর	ছদ্মবেশী মহাদেব।
কাল, মৃত শিশু	ছদ্মবেশী নারায়ণ।
কর্ম্মানন্দ	ছদ্মবেশী কর্ম্ম।
শিষ্যদ্বয়	ছদ্মবেশী জয়ন্ত ও শনি।
সাধুগণ	ছদ্মবেশী শিবানুচরগণ।

কাপালিক, সন্ন্যাসী, ভগ্নদূত, মালী, গোলকবাসীগণ, দেবগণ, বিপ্রগণ,
সাধুগণ, দেববালকগণ, ঋষিবালকগণ, বৈষ্ণব-বালকগণ,
শিষ্যগণ, বন্দীগণ, সভাসদ্গণ, রাখালবেশে
দেববালকগণ, ছয় নারায়ণ
ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ধরাদেবী, সচী, রতি।

দেববতী	...	...	...	মাল্যবানের মাতা।
সুন্দরী	...	...	...	ঐ স্ত্রী।
অনলা	...	...	...	ঐ কন্যা।
বসুদা	...	...	...	মালীর স্ত্রী।
নিকষা	...	...	...	সুমালীর কন্যা।
শবরী	...	...	...	ছদ্মবেশিনী দুর্গা।
মোহিনী	...	...	...	ছদ্মবেশী নারায়ণ।

নিয়তি, সহমৃত্যু, অতিথিনী, সন্ন্যাসিনী, মালিনী, আত্মহত্যা,
পাপিনী, দেববালিকাগণ, সঙ্গিনীগণ, যোগিনীগণ,
মোহিনীবেশে ষড়রিপুগণ, রণরঙ্গিনীগণ,
অপ্সরাগণ, বারাঙ্গনাগণ
ইত্যাদি।

মাল্যবান।

BENGAL LIBRARY
1/6 OCT

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসধাম।

শিব ও বিষ্ণু।

বিষ্ণু। শঙ্কর!

শিব। লীলাময়!

বিষ্ণু। আমার উদ্দেশ্য কি জান?

শিব। হা! হা! এ প্রশ্ন শুনে কোন্ ব্যক্তি হাস্য সম্বরণ করতে সক্ষম?

বিষ্ণু। কেন আশুতোষ?

শিব। কেন নয়! তোমার উদ্দেশ্য যদি জান্‌তে পার্‌তো, তা হ'লে হতভাগ্য শঙ্কর সাধের কৈলাশ ত্যাগ ক'রে শ্মশানবাসী হবে কেন?

বিষ্ণু। তা হ'লে সত্য সত্যই তুমি জান না?

শিব। হাঁ, তবে এক পক্ষে জানি বটে। কেন না তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে সরোবরে ও চাতককে কল্পতরুর মূলে গমন কর্‌তে হয়। সরোবর কখন পিপাসার্ত্তের নিকট বা কল্পপাদপ কখন প্রার্থীর নিকট গমন করে না। কিন্তু ভক্তহৃদয়বিহারী প্রণবরূপি! তুমি যখন অযাচিতভাবে এ [illegible]

নিকট আগমন করেছ, অনুমান হয় এই চিরপিপাসু ভোলার মন-ভৃঙ্গকে তোমার ঐ পরম পূত পদ-পঙ্কজের মধুদানে কৃতার্থ করা একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিষ্ণু। শঙ্কর! তুমি আমি কি বিভিন্ন? হরি, হর কি অভেদাত্মা? উভয় শব্দ তো একই হৃ ধাতু হ'তে উৎপন্ন। শব্দগত ও আকৃতিগত বৈষম্য ভিন্ন ধাতুগত কোন বৈষম্য নাই। আর শব্দগত বা আকৃতিগত বৈষম্যে শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টত্ব সূচিত হয় না। সুতরাং আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান, তোমার অতি রঞ্জিত ভাষা ভিন্ন আর কি বলা যেতে পারে?

শিব। তোমায় আমায় প্রভেদ নাই? তুমি দাতা, আমি ভিক্ষুক,—তুমি সাধ্য বস্তু, আমি সাধক,—তুমি চন্দ্রিমা, আমি চকোর,—তুমি মেঘ, আমি চাতক,—তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র,—তোমায় আমায় প্রভেদ নাই?

বিষ্ণু। তাই যদি হয়, তা হ'লে তুমি আমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হ'লে না শ্রেষ্ঠ হ'লে? বলি ভিক্ষুকের দ্বারা তো দাতা নাম প্রতিষ্ঠা,—সাধকের দ্বারা সাধ্য বস্তুর মাহাত্ম্য প্রতিপাদন,—কামীর দ্বারা কাম্য বস্তুর গৌরব বর্দ্ধন। আরও দেখ, আলোকের গরিমা অন্ধকারমূলক, সুখের গরিমা দুঃখমূলক, ভাবের গরিমা অভাবমূলক এবং পুণ্যের গরিমা পাপমূলক। আশুতোষ! আলোকের প্রাধান্যের জন্য অন্ধকার, সুখের গৌরবের জন্য দুঃখ, ভাবের স্ফূর্ত্তির জন্য অভাব এবং পুণ্যের বিকাশের জন্য পাপ কলঙ্কের ডালি-মাথায় ক'রে বিরোধী ধর্ম্মের পদানুসরণ ক'চ্ছে।

দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। না, আমি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না।

বিষ্ণু। বল সতি! তোমার কি অভিপ্রায়।

দুর্গা। প্রভেদ নাই তোমার মুখে সত্য, কিন্তু প্রভেদ আছে তোমার ব্যবহারে।

বিষ্ণু। কোন্ ব্যবহারে আমার প্রভেদ দেখেছ শঙ্করি ?

দুর্গা। সমুদ্র-মন্থন কথা তোমার স্মরণ হয় তো ?

বিষ্ণু। বিলক্ষণ।

দুর্গা। তাতে দেবরাজ কি পেয়েছিল ?

বিষ্ণু। ঐরাবৎ, উচ্চৈঃশ্রবাঃ পারিজাত।

দুর্গা। তুমি ?

বিষ্ণু। লক্ষ্মী আর এই কৌস্তুভরতন।

দুর্গা। তাতে সুধা উঠেছিল নয় ?

বিষ্ণু। হাঁ,

দুর্গা। সে সুধা খেয়েছিল কারা ?

বিষ্ণু। কেন, দেবতারা সকলে।

দুর্গা। শঙ্কর—এই পাগল মহেশ ?

বিষ্ণু। শঙ্কর—শঙ্কর—শঙ্কর! [অধোবদনে অবস্থান]

দুর্গা। কৈ, নিরুত্তর কেন ? তবে বুঝি শঙ্কর দেবতা নয় ?

বিষ্ণু। শঙ্কর দেবতা নয় ? শঙ্কর যে দেবের দেব মহাদেব।

দুর্গা। যাক্, সুধা তো পেলে না, তার উপর আবার বিষপান করতে হ'লো। নারায়ণ! এটা কি প্রভেদের বিলক্ষণ প্রমাণ নয় ?

বিষ্ণু। শিবে, যদি অশিবনাশন শুভঙ্কর শিব সেই বিশ্ববিধ্বংসকারী বিষ উদরস্থাৎ না করতো তা হ'লে কি সৃষ্টির অস্তিত্ব রক্ষিত হ'তো ? দারুণ বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে এই বিরাট সৃষ্টি পলকে প্রলয় প্রাপ্ত হ'তো। যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য কর্ম্মে অগ্রসর হয়েছিল। মহাশক্তি শূলী ভিন্ন সে হলাহল পানে কে সমর্থ ছিল ? সেই মহৎ কার্য্যের জন্যে পিনাকী নীলকণ্ঠ ও মৃত্যুঞ্জয় নামে অভিহিত হ'য়ে ত্রিজগতে স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান ক'চ্ছে।

দুর্গা। যাক্ ও কথা; কিন্তু নারায়ণ শিবকে শ্মশানবাসী কর্‌লে কেন? কণ্ঠহার, হাড়ের মালা,—অঙ্গভূষণ, ভুজঙ্গগণ,—অঙ্গরাগ, চিতা-ভস্ম,—পরিধান, বাঘাম্বর। মাঠের ষাঁড় ধ'রে বাহন ক'রে দিয়েছ; আর কপালে দিয়েছ আগুন জেলে, আর নানারকম সুগন্ধ ফুল থাক্‌তে বেছে বেছে ধুতুরার ফুলটি প্রদান করেছ। তাতেও বুঝি মনের মত সাজান হয় নাই, তাই ভিক্ষার ঝুলিটি পর্য্যন্ত কাঁধে দিয়েছ। বেশ সাজাতে শিখেছ হরি! পাগলকে কি এই ভাবে ভোলাতে হয় হরি! সকলে আমার ভোলাকে পাগল ভোলা বলে, তাতে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বড় আঘাত লাগে।

বিষ্ণু। ছলনাময়ী আদ্যাশক্তি! আজ আবার এ কি ছলনা? শ্মশান অতি পবিত্র স্থান—শ্মশান সমদর্শী—শ্মশানে সকল জ্বালা নিবৃত্তি হয়, তাই ত্রিলোচন শ্মশান শান্তিময় বাসের উপযুক্ত স্থান ব'লে মনোনীত করেছে। অস্থি নির্ম্মিত বজ্রের সাহায্যে ইন্দ্র এককালে অসুরকুলকে পরাজিত ও অসুররাজকে নিধন ক'রে স্বর্গ উদ্ধার করেছিল। তা হ'লে বল দুর্গে! অবলা বালাকণ্ঠসুশোভিনী ঈষৎ তাপ মলিনা আমার এই ফুলমালা হ'তে ধূর্জ্জটীর অস্থিমালা কি অধিকতর আদরণীয় নয়? ভুজঙ্গ আমার বাহন গরুড়ের ভক্ষ্য, আত্ম রক্ষায় মহেশের শরণাগত; শরণাগত ভীত আশ্রিতকে নিজের দেহের অঙ্গাভরণ স্বরূপে আশ্রয় দিয়ে শরণাগত-বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদান ক'চ্ছে। তারপর অসুরকুল বিনাশ কল্পে আর একবার দেবরাজকে বৃষভ রূপ ধারণ কর্‌তে হয়েছিল। তা হ'লে শম্ভুকে বৃষ-বাহন বলে, তাতে গৌরব বৈ কলঙ্ক নাই। মণি-মাণিক্য, রূপ-লাবণ্য, ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য সকলের পরিণতি একমাত্র ভস্ম; তাই মহাযোগী মহাদেব বিভূতি অঙ্গে মেখে সাধারণকে শিক্ষা দিচ্ছে,—নর অমর, কেউ যেন রূপ-লাবণ্যে ধন-যৌবনে আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে কুপথগামী হ'য়ো না।

শঙ্করের জটাজালে শান্তিদায়িনী জাহ্নবী, ললাটে জ্বালাময়ী ভীষণ বহ্নিরাশি। জল ও অনল পরস্পর বিরোধী; জলের তাপ নিবারক শৈত্যগুণ আর অনলের ভীষণ দাহিকাশক্তি,—এক শক্তি প্রশান্ত অপর শক্তি প্রচণ্ড'—একটি ভীতিনাশক, অন্যটি ভীতিদায়ক। এর তাৎপর্য্য এই যে স্বধর্ম্ম-ত্যাগী অনাচারী উৎপীড়ককে দগ্ধ কর্‌বার জন্য শিব কপালে অনল ধারণ করেছে, আর সেই অত্যাচার-অনলে দগ্ধ স্বধর্ম নিরত উৎপীড়িতের জ্বালা নিবারণ কল্পে হর শিরে মন্দাকিনী পালন ক'চ্ছে।

শিব। সতি! হরির সঙ্গে বৃথা কেন বাদানুবাদ? আমাদের এমন কি প্রতিভা আছে যে তর্কে ওঁকে পরাস্ত করি। পরাস্ত কর্‌তে চাই না হরি! আমরা যেন চিরদিন তোমার কাছে পরাস্ত হ'য়ে থাকি। তবে হে ভূতভাবন ভগবান! ত্রিতাপ-তাপিত শান্তি-সুখহৃত নিরাশ হৃদয়-মরু মধ্যে যেন শোকতাপহারী সুশীতল শান্তি-সুধাস্রাবী তোমার ঐ অমূল্য হরিনামে পাগল হ'য়ে থাকি। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! বল্ রে পাখী, হরিবোল,—বল্ রে পশু, হরিবোল,—বল্ রে জগৎ, হরিবোল—বল্ রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, হরিবোল!

বিষ্ণু। শঙ্কর! এইবার আমার সংকল্প শ্রবণ কর্।

শিব। বল হৃষীকেশ!

বিষ্ণু। ঐ আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পাচ্ছ কি?

ধরাদেবীর প্রবেশ।

ধরাদবী। নারায়ণ! আমার ভার দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হ'চ্ছে। সৃষ্টির বাহুল্য হেতু স্থানাভাব। আমি ভারাক্রান্তা হ'য়ে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছি; শীঘ্র আমার ভার লাঘব কর। আমি বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, আমায় মুক্ত কর।

বিষ্ণু। মা! তোমার ভার লাঘবের জন্য আমি শক্তি ও শম্ভুর সঙ্গে পরামর্শ স্থির করছি।

ধরা। তা হ'লে আমি এখন চ'ল্‌লাম।

[ধরাদেবীর প্রস্থান।

বিষ্ণু। শঙ্কর! ধরাভারহরণ আমাদের প্রধান উপলক্ষ্য রইল। সেই উদ্দেশ্যসাধন-পথে নর ও অমর সমাজে নীতি প্রচার ও লীলা প্রতিষ্ঠা, বিশেষতঃ ইন্দ্রের অভিমান চূর্ণ একান্ত আবশ্যক। তা হ'লে সাম্যনীতির বিপর্য্যয় আশু অবশ্য কর্ত্তব্য।

শিব। কি উপায়ে সাম্যনীতির বিপর্য্যয় সংঘটিত হবে?

বিষ্ণু। কেন? দেব রাক্ষসের মধ্যে একটা ঘোর সংঘর্ষের অবতারণা কর্‌তে পার্‌লেই হয়। দেব পক্ষে আমি স্বয়ং ও রাক্ষস পক্ষে শক্তি সহ তুমি।

শিব। বেশ যুক্তি স্থির করেছ। কিন্তু সে সংঘর্ষের ফলাফল কি স্থির করেছ?

বিষ্ণু। দাম্ভিক দেবরাজ দেবগণ সহ যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হবে। স্বর্গচ্যুত হ'য়ে কিছুকাল অশেষ দুর্গতি ভোগ কর্‌বে। তোমার সাহায্যে বঞ্চিত হ'য়ে পরিশেষে আমার শরণাগত হবে। আমি দেবগণকে উদ্ধার কর্‌বো। মাল্যবানকে নিধন না ক'রে তাকে পাতালপুরে প্রেরণ কর্‌বো। যক্ষরাজ কুবের কিছুদিন লঙ্কার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাক্‌বে।

শিব। কিন্তু বিনা কারণে দেব, রাক্ষসের মধ্যে কি প্রকারে সংঘর্ষ সাধিত হবে?

বিষ্ণু। কারণ আমি নির্দ্দেশ করেছি। রক্ষনন্দন মাল্যবান এখন কিশোর; সুনির্ম্মল শুভ্র সুধাকর পুলকিত ধবল ধরণীর মত পুণ্যালোকোজ্জ্বল তার পবিত্র হৃদয়ে এখন পর্য্যন্ত পাপের উত্তপ্ত ছায়া পতিত হয় নাই।

ঐ দেখ ভূতনাথ! সেই পরদুঃখকাতর রক্ষকুমার লঙ্কার সুবিশাল প্রান্তরে একাকী উদাস ভাবে উপবিষ্ট। প্রশান্ত হৃদয়-সরোবরে তার সেই স্ফুটনোন্মুখ স্থির মানস-ইন্দিবর চিন্তার প্রবল প্রবাহে বৃন্তচ্যুত হ'য়ে সুদূর সাগরে গিয়ে পড়েছে, যেন নরঘাতী রত্নাকরের সেই জড় দেহ মাত্র প'ড়ে আছে ; মন গিয়ে পূর্ণব্রহ্ম রামে মিলিত হয়েছে। প্রতিদিন বালক এই ভাবে ঐ প্রান্তরে এসে ভাবতরঙ্গে ভাস্‌তে থাকে। এই সুযোগে মায়া দ্বারা ঐ প্রান্তরে একটা মায়ারাজ্য বিস্তার করান হবে। মৃত বা মৃতসংকল্প অসংখ্য জীব পরিদৃশ্যমান আকস্মিক প্রলয় বন্যা—নন্দন বিনিন্দিত ফলফুলভরা মনোহর মায়া-কানন ভীম ঝঞ্ঝামুখে চূর্ণীকৃত—এক প্রান্ত সূর্য্যতাপে দগ্ধীভূত—একপ্রান্ত মহাশ্মশানে জনশূন্য—রক্তপাত, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার পরিপ্লাবিত জনপদ। এইরূপ অত্যাচারে তুলিকায় একটি সুনিপুণ মায়া-রাজ্য মায়ার দ্বারা চিত্রিত করান হবে। সেই মায়া-দৃশ্য দৈব-অত্যাচারের পরিচায়ক হবে। তুমি জনৈক সন্ন্যাসী হবে ও শক্তি সন্ন্যাসিনী রূপে তোমার সহধর্ম্মিণী হবে, আর আমি মৃত শিশুরূপে তোমার স্কন্ধে বাহিত হবো। সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্যে বালক মর্ম্মাহত হ'য়ে কালের উপর জাতক্রোধ হ'য়ে আমাদের সুপরামর্শ গ্রহণে উৎসুক হবে। সেই সুযোগে আমরা বিরিঞ্চিসাধনা ও বাসববিজয় বর লাভের কথা উল্লেখ কর্‌বো ; তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

শিব। এ সংকল্প মন্দ নয়। ছলনাময়ে সকলই সম্ভবে !

শিব। তা হ'লে চল শম্ভু, মায়াকে প্রেরণ করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

লঙ্কাপ্রান্তর—মায়ারাজ্য।

মায়া ও সহচরীগণ।

মায়া। ওলো সঙ্গিনিগণ! আজ যে নারায়ণের এক নূতন খেয়াল চেপেছে।

১ম সহচরী। খেয়াল চাপে না কখন? তিনি তো খেয়াল নিয়েই আছেন।

২য় সহচরী। কি খেয়াল সখি? বটপাতায় শুয়ে একার্ণবে ভাসতে, না মাছ, কুমীর, বরাহরূপ ধর্‌তে?

৩য় সহচরী। কাণের মলা দিয়ে মধুকৈটভ দৈত্য সৃষ্টি কর্‌তে, আর শেষে তাদের তাড়নে অস্থির হ'তে?

৪র্থ সহচরী। তা হ'তে পারে। ঠাকুর দেবতার মর্জ্জি বোঝা ভার। এই দেখ না শিব ঠাকুরকে কেউ যদি আস্ত বেলগাছ দিয়ে প্রহার করে, অমনি ব'লে বসে,—এমন ভক্ত কে রে, বর গ্রহণ কর্।

৫ম সহচরী। তারপর গণেশ ঠাকুরটি একটা কলাগাছ বে ক'রে বস্‌লো। তাই বলি, দেবতারা সবই পারে। তাতে কাণের মলা দিয়ে যে আবার মধুকৈটভ সৃষ্টি কর্‌বে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

মায়া। না—না, তা নয়। তবে তাঁর আদেশ হয়েছে, এই বিশাল প্রান্তরে একটা মায়ারাজ্য রচনা ক'রে দিতে হবে।

৬ষ্ঠ সহচরী। এ খেয়ালে আর নূতনত্ব কি?

মায়া। নূতনত্ব আছে বৈ কি।

১ম সহচরী। কি নূতনত্ব দেবি ?

মায়া। এ রাজ্য মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যের তুলিকায় চিত্রিত হবে না। দৈব-অত্যাচারের ভীষণ তুলিকায় এ রাজ্য চিত্রিত হবে। মায়া-বন্যা, তাতে শত সহস্র মৃত বা অর্দ্ধমৃত জীব ভাসমান,—সুন্দর কানন প্রলয়-ঝড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ শ্রীভ্রষ্ট,—একপ্রান্ত অনাবৃষ্টি হেতু ঘোর মরুভূমি,—অন্য ধার অতিবৃষ্টি হেতু জলপ্লাবিত। এইরূপ অত্যাচারের অভিনয় দেখাতে হবে।

১ম সহচরী। না, ভেবেছিলাম এইবার দিন কতক ব'সে থাক্‌বো।

২য় সহচরী। হাঁ, ব'সে থাক্‌বার ভাগ্যটি পেয়েছিস্ বটে। বলি, কোন্ দিন ব'সে থাকতে পেয়েছিস্ বা ভাল ক'রে দু দণ্ড কথা কইতে পেয়েছিস্ ?

মায়া। তা মিছে নয়। সৃষ্টির প্রথম হ'তে আমরা নারায়ণের কাজে নিযুক্ত হয়েছি। অবিশ্রান্ত তাঁর আজ্ঞা পালন ক'রে আস্‌ছি। তিনি প্রলয়-নীরে ভেসে ভেসে পৃথিবী সৃষ্টি কর্‌লেন,—তারপর জীব, জন্তু সৃষ্টি কর্‌লেন। সৃষ্টিক্রিয়া তো তিনি কর্‌লেন; তারপর যাতে সৃষ্টি বাড়ে, জীব সমাজবদ্ধ হ'য়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, সে ভারটা পড়্‌লো এই ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো হতভাগিনী মায়ার উপর।

৩য় সহচরী। তোমার উপর কি ক'রে দেবি!

মায়া। আঃ কপাল, এইটে আর নিজে থেকে বুঝ্‌তে পারলে না! নারায়ণ না হয় গর্ভে সন্তান দিলেন, ভূমিষ্ঠ পর্য্যন্ত না হয় করালেন; কিন্তু কি ক'রে সেই সন্তান পালন হয়, সে বিষয়ের ভার আর নিলেন না। আমাকে পাঠালেন; আমি প্রসূতির হৃদয়ে গিয়ে অধিষ্ঠিত হই। আমার কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে সেই প্রসবিনী সন্তানকে দুগ্ধরূপে নিজের শোণিত দান করে,—নির্ব্বিকারে সন্তানের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করে। যদি মায়া না থাক্‌তো, সমাজ-গঠন হ'তো না, সৃষ্টি বৃদ্ধিও হ'তো না। এই মায়া

সমাজের বন্ধন—এই মায়া ভালবাসার গ্রন্থি। তা না হয়, একবার কোন রকম ক'রে সমাজ-বন্ধন করলাম, তাতে বরাবর চল্‌লো, তা তো হবে না। অনেক ক'রে সৃষ্টিকার্য্য পূর্ণ হ'লো, এমন সময় ভগবানের ইচ্ছা হ'লো, সব ধ্বংস হোক্।

৪র্থ সহচরী। নিজে সৃষ্টি ক'রে আবার নিজে ধ্বংসের ব্যবস্থা করেন! এ রকম ধ্বংসের কারণ কি?

মায়া। নূতন সৃষ্টির জন্য। প্রতি কল্পান্তে সৃষ্টির লয় সংঘটন হয়। জীব, জন্তু, উদ্ভিদাদি—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি পর্য্যন্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়,— এ বিশাল পৃথিবী একার্ণবে পরিণত হয়। এই সর্ব্বজনীন ধ্বংসের নাম মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ের পর আবার নূতন সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। নারায়ণকে মহাবিষ্ণুরূপে প্রলয়-পয়োধিতে অবস্থান করতে হয়। নাভি-দেশ হ'তে এক পদ্ম উৎপন্ন হয়। সেই অদ্ভুত পদ্মে সমাসীন চতুর্মুখ ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত হন। তিনি দক্ষ, ভৃগু, প্রভৃতি সাতাশ জন প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। সেই সকল প্রজাপতি হ'তে সৃষ্টি বিস্তার হ'তে থাকে। আর যাতে তাঁর সৃষ্ট জীব পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, তার জন্য আমার সৃষ্টি। এখন এস, আগে তাঁর কথামত কার্য্য করি। বোধ হয়, কোন পুরবাসী এইদিকে আস্‌ছে। আমাদের আর অপেক্ষা করা উচিৎ নয়।

সহচরীগণ—

গীত—[নৃত্যসহ]

বৃথা কাজে কাজ কিরে ভাই সময় ব'য়ে যায়।
দাঁড়াও বল্লে সূয্যি ঠাকুর ফিরে কি তাকায়॥
মরুমাঝে মরীচিকা, বনভাগে বিভীষিকা,
রাজশিরে অহমিকা কিবা ধন্ধ তায়,—

মায়াজালে কি না পারি, জনপদ বন করি,
শ্মশান করি সোণার পুরী, চেনা ভারি দায়।
রজ্জু-ভ্রম সর্পে বটে, গিরি ভ্রম নদীতটে,
তুলসী জ্ঞান বিরাট বটে, সাধু শঠতায় ;—
রচি চারু মায়াপুরী, সৃজি তাহে মহামারি,
হইল বিলম্ব ভারি, চল না যাই ত্বরায়॥

ধীর পদবিক্ষেপে মাল্যবানের প্রবেশ।

মাল্যবান। [স্বগত] পুণ্যময়ী মা আমার বড়ই কাতরা। তিনটি সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আমি মাত্র গৃহে আছি। অনুজদ্বয় বিরিঞ্চিসাধনায় গৃহত্যাগী। আমিও শীঘ্র মায়ার বন্ধন ছিন্ন ক'রে তাদের পথাবলম্বী হবো। কিন্তু সম্মুখে একি অত্যাচার-বিভীষিকা! পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গময় ভীষণ জলপ্লাবন, রাশি রাশি জীবজন্তুকে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য প্রান্তে অনাবৃষ্টি জনিত কৃশানুপ্রতিম ঘোর মরুভূমি! ওকি! অদূরে সুন্দর শ্যামল বিটপীরাজি ভীম ঝঞ্ঝামুখে চূর্ণীকৃত! উঃ, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এ সব কি দৈব-অত্যাচার? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, এ অত্যাচার কেন?

মৃত শিশু স্কন্ধে লইয়া জনৈক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। তীব্র রোদে তুমি একেবারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ। এস, ঐ বৃক্ষতলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিগে। বল হরি, হরি বোল!

সন্ন্যাসিনী। নাথ! শ্মশান আর কত দূরে?

সন্ন্যাসী। না, আর বেশী দূর নাই; সন্নিকট হয়েছে।

মাল্যবান। [স্বগত] এ আবার কি দৃশ্য! রুক্ষ আলুলায়িত

কেশ শিশুকে স্কন্ধে আরোপ ক'রে সস্ত্রীক এ মহাপুরুষ কে ? [প্রকাশ্যে] তোমরা কোথায় যাবে গা ?

সন্ন্যাসী। শ্মশানে।

মাল্যবান। কি ভয়ানক কথা! তোমার কাঁধে ও শিশুটি কি নিদ্রিত ?

সন্ন্যাসী। হাঁ, নিদ্রিত—নিদ্রিত—চিরনিদ্রিত! বালক! বালক! সাধের সুখ-শিকল কেটে পালিয়েছে; শুধু এই তার শূন্য পিঞ্জর মাত্র প'ড়ে আছে।

সন্ন্যাসিনী। বালক! দুরন্ত কাল আমার কুসুম-কোরকের বোঁটা কেটে দিয়েছে—আমার চোখের তারা উপড়ে নিয়েছে। বালক! বালক! আমি পাগলিনী মণিহারা ফণিনী। আমি এক পুত্রবতী, ঐ পুত্র আমার জীবনের সম্বল ছিল। আমার গৃহ শূন্য হ'লো,—আমাকে মা ব'লে ডাকা জন্মের মত ফুরালো।

মাল্যবান। কেঁদ না মা! [সন্ন্যাসীর প্রতি] আগন্তুক! শিশুটি কিসে মারা গেল ?

সন্ন্যাসী। সহসা জ্বরাক্রান্ত হ'য়ে।

মাল্যবান। কি আশ্চর্য্য! মৃত্যুর কি নির্দ্দিষ্ট সময় নাই ?

সন্ন্যাসী। বালক! শীতাবসানে তরু পত্রহীন হয়, শারদান্তে শস্য পরিপক্ক হ'য়ে থাকে, পূর্ণিমার পরে এক এক ক'রে চন্দ্রের কলাক্ষয় হয়। সকল বস্তুর এক একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু কালের কোন নিরূপিত সময় নাই।

মাল্যবান। সত্যই তো পিতা মাতা জীবিত থাকতে পুত্রের অকাল মৃত্যু!

সন্ন্যাসী। কি বল্‌বো বালক, দুরন্ত কাঁচা পাকা বিচার করে না।

ধর্ম্মনামধারী নির্ম্মল ভক্ত সংসার-কাননে সতৃষ্ণ নয়নে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাছা বাছা ফুলগুলি সর্ব্বাগ্রে আত্মসাৎ করে।

মাল্যবান। তা হ'লে তো এটা কালের ভয়ানক অত্যাচার।

সন্ন্যাসী। অত্যাচার নয়? পঞ্চম বর্ষীয় শিশু আমার, পাপ কারে বলে, জানে না। দস্যু কোন্ অপরাধে একে হরণ করলে?

মাল্যবান। ঘোর অবিচার।

সন্ন্যাসী। বল্‌তে চাই না জীব অমর হোক্; কিন্তু স্থবীর পিতা মাতা জীবিত থাক্‌তে সুকুমার পুত্র কি জন্য অপহৃত হয়?

মাল্যবান। বল মহাপুরুষ! এর কোন প্রতিকার আছে কি না?

সন্ন্যাসী। প্রতিকার আছে বৈ কি, তবে—

মাল্যবান। তবে কি?

সন্ন্যাসী। সে প্রতিকার দুঃসাধ্য।

মাল্যবান। দুঃসাধ্য হোক্, অসাধ্য নয় তো?

সন্ন্যাসী। তা নয়।

মাল্যবান। তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই যমের দর্প চূর্ণ কর্‌বো। বল গুরুদেব! আমার উপায় ব'লে দাও।

সন্ন্যাসী। বৎস! যম একা কেন? আজকাল সকল দেবতাই একটু একটু অত্যাচারী হয়েছে। ঐ যে ঝটিকাহত বন দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওটা পবনের অত্যাচার! ঐ যে বন্যা দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওটা বরুণের অত্যাচার! ঐ যে শস্যশূন্য মরু দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওটা বাসবের অত্যাচার! ঐ যে শুষ্ক ওষধি দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওটা সূর্য্যদেবের অত্যাচার।

মাল্যবান। ও সকল দেবতার অভিভাবক কে?

সন্ন্যাসী। চতুরানন পিতামহ ব্রহ্মা।

মাল্যবান। তিনি কি কোন প্রতিকার করেন না?

সন্ন্যাসী। তিনি বৃদ্ধ, তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাতও করে না।

মাল্যবান। কি আশ্চর্য্য! দেবতারা কি এত দাম্ভিক? আজ আমি তোমাকে গুরু ব'লে মান্‌ছি। গুরুদেব! আমায় পথ দেখিয়ে দাও; যাতে আমি জগতের হিত সাধন কর্‌তে পারি, তা কর্‌বোই কর্‌বো।

সন্ন্যাসী। তা হ'লে বৎস! তোমাকে সংসারাশ্রম চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ কর্‌তে হবে।

মাল্যবান। তাতে আমি পশ্চাৎপদ নই।

সন্ন্যাসী। তবে শোন কুমার! তোমাকে মেরু পর্ব্বতে যেতে হবে। যতদিন না ব্রহ্মা প্রসন্ন হ'য়ে তোমাকে বরদান করেন, ততদিন তোমাকে অটলভাবে ধ্যানমগ্ন থাক্‌তে হবে। পরিশেষে সুপ্রসন্ন ধাতা বর দিতে চাইলে, তুমি বাসব-বিজয় বর প্রার্থনা কর্‌বে। কিন্তু বৎস! এই কর্ম্ম-সাধন-পথে তুমি পদে পদে বিঘ্ন প্রাপ্ত হবে। তুমি আমাকে গুরুদেব ব'লে সম্বোধন করেছ, তাই তোমাকে একটি মন্ত্র দিয়ে যাই। বল তারা—তারা—তারা।

মাল্যবান। তারা—তারা—তারা।

সন্ন্যাসী। আবার বল।

মাল্যবান। তারা—তারা—তারা। আঃ মরি রে, কি মধুর নাম!

সন্ন্যাসী। বৎস! বিপদকালে ঐ নাম স্মরণ কর্‌লে, আর কোন বিপদ থাক্‌বে না। এখন আমি পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উপায় করিগে।

মাল্যবান। আমি আপনার কাছে দীক্ষা গ্রহণ কর্‌লাম, আমার কাছে তো দক্ষিণা নাই!

সন্ন্যাসী। তোমার অচলা গুরুভক্তি আজ আমি দক্ষিণা স্বরূপ গ্রহণ কর্‌লাম। [পত্নীর প্রতি] এস পত্নি!

[উভয়ের প্রস্থান।

মাল্যবান। অনেক বিলম্ব হ'চ্ছে, না জানি মা আমার কতই ভাব্‌ছেন।

হুক্কাহস্তে তুম্বুরুর প্রবেশ।

তুম্বুরু। [স্বগত] শাস্ত্রালাপে বহুদিন অতিবাহিত করেছি, এখন কিছুকাল রাজনৈতিক ব্যাপারে সংলিপ্ত থাকি। বৃদ্ধ রাজদম্পতি অতি উদার স্বভাব। কুমারগণের শিক্ষার ভার আমাতে অর্পণ করেছেন। আমিও সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ, যথাসাধ্য তাদের কল্যাণ কামনা কর্‌বো; কেন না রাজানুগ্রহ এখন আমার প্রধান উপজীবিকা। যাই হোক্‌, রাজকুমার গেল কোথায়? ঐ অনতিদূরে নব পল্লবিত একটা অভ্রভেদী বৃক্ষ পরিলক্ষিত হ'চ্ছে! ঐ পর্য্যন্ত গমন কর্‌ছি। উঃ! রৌদ্রও ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর ভাব ধারণ কর্‌ছে! এ সময় আমার এই শত গ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ আতপত্র একমাত্র প্রতিকার আর চিরানুগত পদলেহী আমার পাদুকাযুগল পদরক্ষণে একমাত্র সহায়। তার পর শীতলাম্বুরাশি-গর্ভিনী শ্বেতনীলাভ ধূমপুঞ্জউদ্গারিণী শ্রমনাশিনী আমার চির সহচরী এই হুক্কাদেবীর ওষ্ঠাধর চুম্বিত ক'রে দ্বিগুণ উৎসাহে গমন কর্‌বো। [হুক্কায় টান দিয়া] আঃ! যেন মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হ'লো!

মাল্যবান। হৃদয়-অম্বুধি বিচঞ্চল হ'লো আচম্বিতে!
চিন্তা-উর্ম্মি উঠি পুঞ্জে পুঞ্জে,
কেন রে মথিছে ঘোরাঘাতে?
জড়তার ভীম ছায়া কেন রে সহসা
ঢাকিল উজ্জ্বল চিত!
কবন্ধের দল যথা ভেদি ভূমিতল
যূথে যূথে ভ্রমে অন্ধকারে,

তেমতি চৌদিকে হেরি নিরাশার ছবি।
হাসে খল খল,
ঘূর্ণে রক্ত আঁখি,
ব্যঙ্গভাবে ঘোরারবে দিয়ে করতালি,
তাণ্ডবিছে বিকট ভঙ্গিতে !
সংকল্প শিথিল প্রায়,
একি হায় ! না পারি বুঝিতে।

তুম্বুরু। [স্বগত] ঐ বটে আমাদের রক্ষকুলরবি ! সুকেশ-হৃদয়-বৃন্তের অর্দ্ধস্ফুটন্ত পারিজাত ! ঐ তো বটে সে সুধাংশুর স্নিগ্ধ ক্রান্তি বিজড়িত মূর্ত্তি ! ঐ তো সেই তপ্ত কাঞ্চনলাঞ্ছিত মোহন কলেবর ! ঐ সেই ইন্দিবর বিনিন্দিত সুচারু নেত্র ! ঐ সেই অনুরাগ উদ্দীপিত সরল কটাক্ষ ! ঐ সেই জ্যোৎস্না সম হাসিভরা নিখুঁৎ বদনমণ্ডল ! ঐ সেই সৃষ্টিনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা কুমার মাল্যবান বটে ! বৎস অমূল্য নিধি ! আজ রাজভবন শূন্য ক'রে এ বিজন প্রান্তরে কেন ?

মাল্যবান। [প্রণাম করিয়া] আচার্য্যদেব ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

তুম্বুরু। বৎস ! চিরজীবী হও।

মাল্যবান। আপনার এ স্থানে আগমনের কারণ কি ?

তুম্বুরু। বেলাধিক্যে সন্দিহান রাজমাতা তোমার অনুসন্ধানে প্রেরণ করেছেন।

মাল্যবান। এ সংবাদ মন্দ নয়। আমিও অচিরে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌তাম, যাই হোক্‌, প্রচণ্ড রৌদ্রে আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন,—উষ্ণ বাষ্প দর দর ভাবে বিগলিত হ'চ্ছে ! আসুন, এই ব্যজন সঞ্চালনে আপনার পথ-শ্রান্তির কিয়দংশ অপনোদন করি। [ব্যজন করণ]

তুম্বুরু। আঃ! যেন সমস্ত ভ্রান্তি একেবারেই অপসারিত হ'লো। আহা বৎস! তোমার উদার ব্যবহারে আমি যারপর নাই পরিতুষ্ট হয়েছি। চির-তমপরিপূর্ণ উদ্ধত রাজ-পরিবারে এ রকম বিনয়-উৎসের উৎপত্তি অতি বিরল। বৎস! তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক্! তোমাকে আর ব্যজন করতে হবে না। পুষ্পের কোমলতায় গঠিত ঐ কমনীয় করপল্লবে ব্যজনবৃন্তের সংঘর্ষে বিষম বেদনা জন্মাতে পারে; তুমি নিবৃত্ত হও। আমারও উপাস্যা দেবীর উপাসনার সময় উপস্থিত।

মাল্যবান। কে আপনার উপাস্যা দেবী?

তুম্বুরু। এ প্রশ্নের উত্তর আপাততঃ পরিহাসব্যঞ্জক ব'লে মনে হ'তে পারে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা' নয়। অন্যান্য দেবতার ন্যায় হুক্কাও আমার উপাস্যা দেবী। ইনি এই অধম তুম্বুরু-কুটীরে আশৈশব সাকার রূপে অধিষ্ঠিতা। এঁর মহাপ্রসাদে কি অপূর্ব্ব মহাশক্তি আছে, গলাধঃকরণ কর্‌বা মাত্রই এক নব জীবনের আবির্ভাব হয়। এস সর্ব্বলোক-প্রশংসিতে! জ্ঞানদে! সুখদে! মোক্ষদে! তোমার মহাপ্রসাদ সেবনে আমি নূতন জীবন লাভ করি। [হুক্কায় টান দিয়া] আঃ, ধন্য তুমি দেবি! এ মর্ত্ত্য-ধামে যে ব্যক্তি তোমার আরাধনা না করে, তার জীবনধারণ বৃথা। যাক্, তারপর বল্‌ছিলাম কি, রাজকুমার! তোমার মন মধ্যে বোধ হয় কোনরূপ ভাবান্তর হ'য়ে থাক্‌বে; মুখ-প্রতিভায় ও নয়ন-কটাক্ষে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'চ্ছে।

মাল্যবান। যথার্থই ভাবান্তর হয়েছে। তবে যে দৃশ্য মায়া-দর্পনে নিদারুণ বা মর্ম্মস্পর্শী হ'তে পারে, কিন্তু বিবেক-মুকুরে অতি সুন্দর—অতি মহৎ—অতি স্বর্গীয়। সে সংকল্প—পুরুষকারের সাহায্যে দৈববর-সংগ্রহ এবং তদুপলক্ষে গৃহবর্জ্জন—বনবাস।

তুম্বুরু। গৃহবর্জ্জন—বনবাস! কি বল্‌লে কুমার? ক্ষণিক অদর্শনে যার মাতা পিতা অর্দ্ধ মৃতপ্রায়, সেই তুমি তা'দিগকে একবারে পরিত্যাগ ক'রে যাবে? অতুল ধন-রত্ন পরিপূর্ণ শান্তিময় সংসারে কি এই ভীষণ বিচ্ছেদ-বহ্নি প্রজ্বালন করা উচিত?

মাল্যবান। আচার্য্যদেব! জনৈক সন্ন্যাসী আমার চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছেন। আমি অচিরে মেরুপর্ব্বতে প্রস্থান কর্‌বো।

তুম্বুরু। বৎস! "সর্ব্বেষাং আশ্রমানাংহি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্" অর্থাৎ চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ ব'লে কথিত আছে। আর তা' ছাড়া বয়সানুসারে সন্ন্যাসধর্ম্ম এখন তোমার পক্ষে প্রশস্ত নয়।

মাল্যবান। ধর্ম্মার্থীরা কালাকালের বিচার করে না। অফুটন্ত ফুল কি দেবতারা গ্রহণ করেন না?

তুম্বুরু। ধন্য তোমার জ্ঞানবিকাশ! তুমি যে নির্ব্বিঘ্নে চতুরাননের প্রসন্নতা লাভ কর্‌বে, সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তবে তোমার মাতা পিতা একে তোমার অনুজদ্বয়ের বিচ্ছেদানলে দগ্ধীভূত হচ্ছেন, তোমার বিচ্ছেদে সে অনল আরও ভীষণ ভাবে প্রজ্বলিত হবে। তাই তো ভাব্‌ছি।

মাল্যবান। কি কর্‌বো? সবই নিয়তির খেলা! এ মাংসাস্থি গঠিত মাল্যের এমন শক্তি নাই যে, নিয়তির সে গতিরোধ করে। বিশেষতঃ, যদি আমি পিতা মাতার মায়া-বন্ধনে বদ্ধ থাকি, তা' হ'লে এ কর্ম্মময় জগতে আমি পরীক্ষা দিতে পারি কৈ? বসুন্ধরা এখন শান্তিময়, তাতে আমি একটা তরঙ্গ উত্তোলন কর্‌বো,—দেখ্‌বো, সে তরঙ্গ কোন্ পথ দিয়ে কোথায় গিয়ে বিলীন হয়! যান্ দেব! পিতা মাতাকে বল্‌বেন, মাল্য বিদায়ের জন্য সত্বর আপনাদের নিকট উপস্থিত হবে।

তুম্বুরু। তবে তুমি বিলম্ব ক'রো না। [স্বগত] সেবাপরায়ণ উদর-

দেব ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। চল, এইবার তোমার ভোগের ব্যবস্থা করি গে। আহা, বালকের মুখে সাধু ভাষা কেমন মধুর —কেমন লালিত্যময়! ঐ ভাষায় আমি বালককে শিক্ষিত করেছি। এতে কি স্বভাব দোষ সংঘটিত হয়েছে? কেন,—অভ্যাসে তো সবই হয়—অভ্যাস যে দ্বিতীয় স্বভাব।

[প্রস্থান করিতে করিতে পুনরাবর্ত্তন।]

মাল্যবান। কেন দেব! আবার ফিরে এলেন?

তুম্বুরু। বৎস! আমার জ্ঞানদায়িনী হুক্কাদেবীর কথা স্মরণ ছিল না।

[হুক্কা লইয়া কিয়দ্দূর গমন ও পুনরাবর্ত্তন।]

মাল্যবান। আবার ফির্লেন যে?

তুম্বুরু। বৎস! চমৎকারা চিন্তায় উদ্বিগ্নমনা হ'য়ে আমার বহু যত্নের আতপত্রটি ফেলে গিয়েছি।

[আতপত্র লইয়া প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

গীত।

কর্ম্মানন্দ। কর্ম্ম কর রে দু' বেলা।
কর্ম্মের তরে ভবে আসা কর্ম্মে কেন হেলা?
সংসার জলধি মাঝে (ঐ যে) মত্ত উর্ম্মিমালা,
দিন থাক্‌তে ওরে কর্ম্মী ভাসাও কর্ম্মের ভেলা।

মাল্যবান। ঠিক কথা বলেছ ভাই। হাঁ ভাই! তোমার নাম কি?

কর্ম্মানন্দ। কর্ম্মানন্দ। কর্ম্মেই আমার আনন্দ, সেই জন্য আমার নাম কর্ম্মানন্দ।

মাল্যবান। হাঁ ভাই কর্ম্মানন্দ! তোমার হাতে ও দুটো কি?

কর্ম্মানন্দ। ফল।

মাল্যবান। ও ফলের নাম কি ভাই?

কর্ম্মানন্দ। সুফল আর কুফল।

মাল্যবান। হাঁ ভাই কর্ম্মানন্দ! ও দুটো ফল দু' রকম কেন?

কর্ম্মানন্দ। এ জগতের পদ্ধতিই এই রকম। এই দেখ না, সু আর কু দুটো রকম। এইরূপ পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ, আঁধার আলোক প্রভৃতি যুগ্ম বাক্যসকল পরস্পর বিপরীত। সেইরূপ সুকর্ম্মী ও কুকর্ম্মী ভেদে দুটি সম্প্রদায় আছে। দু'জনার মনোরঞ্জনার্থে এই দু' রকম ফল রেখেছি।

মাল্যবান। ফল দু'টি আমায় দেবে ভাই?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পেতেছি ফল বিলাইতে সংসারের মেলা,
যোগ্য না হইতে চাও এ তো বড় জ্বালা।
ফলের তরে ওরে অবোধ কেন রে উতলা,
এই ফল নিয়ে খেল্‌বো কত রং বেরংয়ের খেলা।

মাল্যবান। তবে কি এখন পাবো না?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সাগরতল ভিন্ন কোথায় থাকে রত্নশালা,
সহজ ব্যাপার তা' হ'লে কি সে রতন তোলা।

মাল্যবান। আচ্ছা ভাই! কি কর্‌লে এ ফল পাওয়া যায়?

কর্ম্মানন্দ। সংকল্পিত বিষয়ে সিদ্ধ হ'লে।

মাল্যবান। ঠিক্?

কর্ম্মানন্দ। হাঁ।

মাল্যবান। অন্যথা হবে না?

কর্ম্মানন্দ। কিছুতেই নয়।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

চল্‌লাম এখন আমি রে ভাই আমার আছে অনেক চেলা,
কর্ম্ম কোথায় ব'লে ডাকে: ঐ শোন্ না রে কার গলা॥

[প্রস্থান।

মাল্যবান। নিয়তি—নিয়তি মাগো নিত্যলীলাময়ি!
না জানি ললাট-পটে কিবা ভবিতব্য
চিত্রিত করেছ হায় বসিয়া বিরলে!
সর্ব্বশক্তিময়ি ওমা ললাটবাসিনি!
পোষিণু হৃদয়ে এক নবীনা কল্পনা।
দেখিস্ জননি, যেন বিদায় সময়
পিতা মাতা দোঁহাকার নয়ন-আসারে
মুছিয়া না যায় মোর সাধের কল্পনা!
এই মিনতি করি তব পদে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

সুকেশ ও দেববতী।

সুকেশ। কৈ রাণি! পুত্র কৈ?

দেববতী। তাই তো! এত বেলা হ'লো, ফির্‌ছে না কেন?

সুকেশ। ভাল, এতক্ষণ তুমি আমাকে কোন কথা বল নাই কেন?

দেববতী। তুম্বুরু ঠাকুরকে খুঁজে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

সুকেশ। ঠাকুর ফেরে নাই?

দেববতী। না।

সুকেশ। এও তো এক মহা বিভ্রাট!

দেববতী। রাজা! দুটি পুত্র তো ঐ ভাবে চ'লে গেছে। এও কি সেই পথের পথিক হ'লো!

সুকেশ। রাণি! তোমার অনুমান যথার্থ। জ্যোতির্ব্বিদগণ ভাগ্য গণনা ক'রে যা' যা' বলেছিল, এখন সেগুলো এক এক ক'রে মিল্‌ছে দেখ না? হায়! কি বল্‌বো তোমাকে? পদ্মহীন সরোবর যেমন শোভা-শূন্য—চন্দ্রহীন আকাশ যেমন জ্যোতিশূন্য—আর গন্ধহীন কিংশুক যেমন আদরশূন্য, পুত্রহীন লোকের জীবন ঠিক সেইরূপ শোভাশূন্য—আশাশূন্য—ঘোর অশান্তিময়! কিন্তু করুণাময়ী জগদম্বা মা ভবানীর প্রসাদে আমাদের সে অভাব পূর্ণ হয়েছিল। যদি হয়েছিল, তা' হ'লে হে অনন্তরূপিনী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরি! তোমার কৃপায় অমূল্য নিধি হস্তে পেয়ে আজ আবার কোন্ অপরাধে হারা হই?

দেববতী। হায় বিধাতঃ! আমার হৃদয়-সরোবরে তিনটি কমল-কোরক ছিল,—বিষ-লতায় তিনটি অমৃত ফল ফলেছিল। সম্প্রতি আমি দু'টি হারা হয়েছি; তাতেই আমি অন্ধ হ'য়েছি—তাতেই আমি খঞ্জ হ'য়ে আছি। তথাপি আমার একটি সম্বল ছিল; সেটা আমার কাল মেঘে ক্ষীণ বিদ্যুল্লতা—সাগর-সিঞ্চিত মহারত্ন—জীবন-মরু মধ্যে আশা-মরীচিকা। তাতেও আমি বঞ্চিত হ'লাম! না, আমার ভ্রম হ'চ্ছে; সে যে আমায় অত্যন্ত ভক্তি করে—আমাকে না ব'লে কেমন ক'রে চ'লে যাবে! আবার ভাব্‌ছি, যদি না যাবে, তবে ফির্‌ছে না কেন? উঃ, সে চাঁদমুখখানা অনেকক্ষণ দেখি নাই! প্রাণ হু-হু ক'রে উঠ্‌ছে—হৃদয় কাঁপ্‌ছে—আর যে দাঁড়াতে পার্‌ছি না,—আমায় ধর রাজা!

সুকেশ। রাজ্যৈশ্বর্য্যে হোক্ বা বল বিক্রমে হোক্, আমি সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য। তথাপি রাণি! অদৃষ্টের বিদ্রূপ কটাক্ষে এই সসাগরা ধরা যেন প্রতি পলকে শূন্যময় দেখ্‌ছি। জীবন যেন একটা বিশাল মরুভূমি, দুশ্চিন্তা-নলে প্রতিক্ষণ জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছে। তবে কেন আমি অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট নিঃস্ব কুটীরবাসীর প্রতি ধনগর্ব্বে ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করি? তবে কেন আমি রুক্ষ নিবিড় জটাজুটধারী শ্মশ্রুপীড়িত আজানুলম্বিত ছিন্নবাস-পরিহিত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করি? প্রভেদ কোথায়? দীপনির্ব্বাপিত অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাচ ও কাঞ্চনের যেমন সমান আদর,—তেমনি অশান্তির প্রবল তাড়নে উৎপীড়িত ধনী ও নিঃস্ব এ উভয়ের তুল্য অবস্থা। হায়, জীবনের সার সম্পদ সুখ! তোমার কৃপালাভের জন্য কে না লালায়িত? তোমাকে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন কর্‌বার জন্য, তোমাকে ষোড়শোপচারে পূজা কর্‌বার জন্য কে না তৎপর? কিন্তু হে নলিনীদল জলস্থায়ী সুখ! তুমি যে কোন্ নিভৃত পরম পবিত্র স্থানে অবস্থান কর,—কোন্ স্বর্গীয় উপাদানে তোমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর্‌লে তুমি তাতে জাগ্রত হও, তা' কে বল্‌তে পারে?

দেববতী। মন বল্‌ছে যায় নাই ; তবে ঠাকুর ফির্‌ছে না, সেই জন্যই অমঙ্গল আশঙ্কা প্রতিক্ষণ বাড়্‌ছে।

সুকেশ। ঐ না তুম্বুরুদেব এই দিকে আস্‌ছে ? বোধ হয়, সমাচার কুশল। নিরুদ্বেগ ধীর পদসঞ্চারে ও হাস্যরেখা-প্রকটিত মুখমণ্ডল দর্শনে বিলক্ষণ অনুমান হ'চ্ছে, কুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

দেববতী। কৈ—কৈ সে ঠাকুর ?

তুম্বুরুর প্রবেশ।

তুম্বুরু। রাণী মা ! ভয় নাই।

দেববতী। বল ঠাকুর ! আমার মাল্য কোথায় ?

তুম্বুরু। আছে জননি।

দেববতী। কৈ, তোমার সঙ্গে তো নাই ! ঠাকুর গো ! আমার বাছাকে এনে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও, আমি মর্ম্মে মরে আছি। দাও—দাও ঠাকুর, আমার চক্ষের নিধি এনে দাও। আমি কেবল আমার বুক বেঁধে আছি, কিন্তু হৃদয়-সাগর আর স্থির থাক্‌তে পারে না। নিরাশার ভীষণ ঝঞ্ঝা চারিদিক থেকে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছে ! প্রলয় তুফান ! ক্ষীণ সাহস-তরণী অচিরে জলমগ্ন হয় যে !

তুম্বুরু। ঐ দেখ চিন্তামণি ! কুমার এই দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে।

সুকেশ। না আচার্য্য ! ও তো আমার মাল্য নয় ! ও যে জনৈক ঋষি-কুমার। দেহে কোন রাজপরিচ্ছদ নাই—পরিধান কাষায় বস্ত্র—করে একটা কমণ্ডলু। না, সত্যই তো আমার শরৎশশী কুমার মাল্য। আয়—আয় জীবনসর্ব্বস্ব ! আয় রে সুকেশ-ভবনের পদ্মরাগ ! আয়—আয়—দেববতীর অঞ্চল-নিধি ! আলিঙ্গনদানে তোর জীবন্মৃত পিতামাতাকে জীবন দান কর্।

মাল্যবানের প্রবেশ।

মাল্যবান। বাবা! বাবা! মা! মা! এই যে আমি এসেছি।

দেববতী। এসেছিস্ প্রাণাধিক? এতক্ষণ পরে তোর মাতা পিতার কথা মনে পড়েছে? আয় বাপ, তোর শীতল অঙ্গ স্পর্শ ক'রে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি। [মাল্যকে ক্রোড়ে ধারণ।]

মাল্যবান। মা! বিলাপ কেন মা? আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার ব্রত পূর্ণ হয়। পিতা! পিতা! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার সংকল্প সিদ্ধ হয়।

সুকেশ। বৎস! তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, যেন চিরজীবী হ'য়ে সুশাসনে প্রজার মনরঞ্জন করতে পার।

মাল্যবান। পিতা! আমার দীক্ষাগুরু ব্রহ্মার্চ্চনার উপদেশ দিয়েছেন, আমি গৃহত্যাগী হ'য়ে মেরুপর্ব্বতে গমন করবো।

সুকেশ। এ্যাঁ! তাই তো! একি বেশ! এ যে দীন হীন কাঙ্গাল-বেশ! এ বেশ যে সত্য সত্যই গৃহত্যাগীর বেশ! তবে কি তুই একান্তই আমাদিগকে পরিত্যাগ করবি?

দেববতী। কি কথা শুনালি বাছা! শিরে বজ্রাঘাত করলি? তোকে পাবার জন্যে যে কত যাগ-যজ্ঞ সাধ্য-সাধনা করেছি, তা' আর তোকে কি ব'লে বোঝাবো? জানেন সেই সর্ব্বান্তর্য্যামিনী মা ভগবতী। ওমা শঙ্করি! আজ কেন দাসীর প্রতি নিদয় হ'লি মা! দুঃখহরা তারা! জানিস্ তো মা, অশ্রুপাতে তোর কৃপালাভ করেছিলাম। ওমা কৃপাময়ি! এই হত-ভাগীকে কাঁদাবার জন্য কি কৃপাদান করেছিলি? কাঁদি মা, তাতে ক্ষতি নাই,—কিন্তু ভয় হয়, পাছে জ্ঞানহারা হ'য়ে তোর অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক আরোপ করি।

তুম্বুরু। মাল্য! আমি তোমাকে কিছু বল্‌তে চাই।

মাল্যবান। বলুন আচার্য্যদেব!

তুম্বুরু। বল্‌ছি এই যাগযজ্ঞ তপস্যাদি রাজপদ লাভের জন্যই তো! সেই দুর্লভ ফল তুমি এখনই সম্ভোগ ক'র্‌ছো। তবে আবার কেন সে অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি কর্‌বে? বয়োবৃদ্ধি বশতঃ তোমার পিতামাতাকে সত্বর রাজকার্য্য হ'তে অবসর গ্রহণ কর্‌তে হবে। রাজ্যভার তোমাকে অর্পণ ক'রে বাণপ্রস্থ অবলম্বন কর্‌বেন। এক্ষেত্রে তোমার গৃহস্থাশ্রমী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বৎস! তোমাকে আর অধিক কি বল্‌বো? তোমার জন্মোপলক্ষে মহারাজ একেবারে মুক্তহস্ত ছিলেন—রাজকোষ উন্মুক্ত ছিল—দ্বিজগণ ভূরি ভোজনে যৎপরোনাস্তি আপ্যায়িত হয়েছিল। আমরা ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, উদরদেব আমাদের অশান্তির কেন্দ্রস্থল। উদর চরিতার্থ হ'লে আমাদের আর কোন আক্ষেপ থাকে না। বৎস! আমি সরল প্রাণে বল্‌ছি,যেমন "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা" অর্থাৎ পিতা প্রীত হ'লে যেমন সকল দেবতা প্রীত হন্,তেমনি আমাদের এই বিশ্বপ্রাণী উদরদেব প্রীত হ'লে সকল অভাব পূর্ণ হয়। তাই বলি কুমার! তুমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌লে তোমার পিতামাতার ঘোর ভাবান্তর উপস্থিত হবে। আমার কর্ম্মচ্যুতি ঘট্‌বে এবং তা' হ'লে এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের অন্নটাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবে। বৎস! ব্রহ্মহত্যা ক'রো না।

সুকেশ। মাল্য, ক্ষান্ত হ' বাপ! তুই চ'লে গেলে জান্‌বি, তোর এই জরাগ্রস্ত পিতা মাতা হা পুত্র হা পুত্র ব'লে জন্মের মত ইহলোক হ'তে অস্তমিত হবে।

মাল্যবান। পিতা! পর্ব্বতনিঃসৃতা নদী যখন সাগর উদ্দেশে প্রধাবিত হয়, তখন তার গতিরোধ কর্‌তে যাওয়া আর অনুতাপকে আহ্বান করা একই কথা নয় কি?

সুকেশ। অহো, তবে কি আমাদের এ অজস্র বাক্যবারি বর্ষণে তোর পাষাণময় সংকল্প কোন মতে দ্রবীভূত হ'লো না?

মাল্যবান। পিতা! হৃদয়ে যে বিষম আঘাত লেগেছে!

সুকেশ। আঘাত? কার রে এতদূর যোগ্যতা? কে রে প্রবল পরাক্রান্ত বিশাল লঙ্কাধিপ সুকেশনন্দনের হৃদয়ে আঘাত প্রদান করেছে?

মাল্যবান। পিতা! দেবগণের ভীষণ অত্যাচারে আমার মর্ম্মে বড়ই আঘাত লেগেছে।

সুকেশ। দেবগণের অত্যাচার না অনুগ্রহ?

মাল্যবান। না পিতা! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দেবগণের অত্যাচার।

সুকেশ। কোন্ দেবতা অত্যাচারী?

মাল্যবান। কেন, ইন্দ্র অত্যাচারী—চন্দ্র অত্যাচারী—বায়ু, বরুণ, কুবের, যম সকলেই অত্যাচারী।

সুকেশ। বৎস! অধিক কি, দেবগণের অনুগ্রহ না থাক্‌লে এ বিশ্ব-বাসী জীবগণ কখন জীবিত থাকৃতে পার্‌তো না। ইন্দ্র যদি বারিবর্ষণ না কর্‌তেন, তা' হলে কি মাতা বসুন্ধরা এরূপ তরুলতাময়ী এবং শস্যশালিনী হ'তে পার্‌তেন? সূর্য্যদেব যদি কিরণ বিকীরণ না কর্‌তেন, তা' হ'লে ঐ সকল তরুলতা কি কখন শ্রীমান না সজীব থাক্‌তে পার্‌তো? তা' হ'লে কি ধরিত্রী চিরহিমময়ী ও তমসাচ্ছন্না থাক্‌তেন না? যদি পবনদেব বায়ু বিস্তরণ না কর্‌তেন, তা' হলে কি জীবজন্তুগণ মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'তো না? যদি কাল মৃত্যুর বিধানে জীবক্ষয় না কর্‌তেন, তা' হলে কি জন্মা-ধিক্যে পৃথিবীতে স্থানাভাব হ'তো না? নির্ব্বিকার হুতাশন যদি গলিত জীবজন্তুর মলমূত্রাদি গ্রহণ না কর্‌তেন, তা হ'লে কি বসুমাতা কলুষময়ী ও রোগময়ী হ'য়ে জীবধারণের সম্পূর্ণ অযোগ্য হ'তেন না? তা' হ'লে বল বৎস! জীবগণের প্রতি দেববৃন্দের অশেষ অনুরাগ—অসীম অনুগ্রহ।

মাল্যবান। অগ্রে আমার অনুকূল ধারণা ছিল বটে, কিন্তু এখন প্রতিকূল। বাসবের প্রকোপে ভীষণ করকাসহ অকাল বৃষ্টিপাতে যখন ধরা জলপ্লাবিতা হন, পবনের দাম্ভিকতায় ভীম ঝঞ্ঝামুখে যখন শত সহস্র অট্টালিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে ধরাশায়ী হয়,—সূর্য্যদেবের প্রখর ময়ুখমালায় যখন এই শস্যশ্যামলা ধরা দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়,—বৈশ্বানরের লোল রসনাবিস্তারে যখন সর্ব্বস্ব ভস্মে মাত্র পরিণত হয়,—শনৈশ্চরের বিরূপ কটাক্ষে যখন জীব ঘোর দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়,—কৃতান্ত কর্ত্তৃক মাতৃ-অঙ্কশায়া স্তন্যপায়ী নিরীহ শিশুর আয়ুক্ষয় ও চক্ষু-কর্ণ-দশনহীন মল মূত্রাদিতে অবলুণ্ঠিত স্ত্রী-পুত্রাদির বাক্যবাণে জর্জ্জরিত জরাজীর্ণ স্থবির জনের আয়ুবৃদ্ধি দেখে দেবগণের প্রতি আমার সে ধারণা দূরীভূত হয়েছে। তাই স্থির করেছি, কঠোর তপস্যায় পদ্মযোনীকে লাভ ক'রে প্রতিকারের কোন উপায় উদ্ভাবন কর্‌বো

সুকেশ। বুঝেছি, তুই একান্তই আমাদিগকে পরিত্যাগ কর্‌বি।

মাল্য। হাঁ পিতা! কর এ অধীনে
হৃষ্টমনে সম্মতি প্রদান,—
যাই আমি বিরিঞ্চি-সাধনে।
মা! মা!
অধম তনয় তব ও রাজীব পদে,
মুক্তকরে মাগিছে বিদায়।
ক্ষম মোর অপরাধ,
দাও মাথে পদধুলি,
দোঁহে মিলি কর আশীর্ব্বাদ,
মনোসাধ যেন পূর্ণ হয়।

দেববতী। যাও রে বাছনি!
ভবানী কৃপায়, পূর্ণ তোর হবে মনস্কাম।

সুকেশ। যাও তবে গুণমণি !
গণি নাহি আর পরমাদ।
আশীর্ব্বাদ করি অকাতরে,
অচিরে হইবে তব ব্রত উদ্যাপন।

মাল্যবান। [সকলের পদধুলি লইয়া
চলিল এ দীন এবে নির্ভীক অন্তরে,
যথাকালে আসিবে ফিরিয়া।
তারা—তারা—তারা !

গীত।

তারা নামের নিশান তুলে আমি চলিলাম কর্ম্মপথে,
আমি হৃদাসনে, ও চরণে পূজিব বিধিমতে।
তারা যে মোর নয়নতারা, হারা হ'লে দিশেহারা,
আমি হয়েছি তায় মাতোয়ারা, আর কিছু নাই চিতে।

[গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

সুকেশ। এস সকলে, পুত্রের কল্যাণ কামনায় মা ভবানীর কাছে পুষ্পাঞ্জলি দিই গে।

[সুকেশ ও দেববতীর প্রস্থান।

তুম্বুরু। এ অভিনয়ের যবনিকা তো পতন হ'লো, এখন ঐ সঙ্গে সঙ্গে এ শর্ম্মার বিদায় ঘট্‌লে তো মহা বিভ্রাট ! যাই হোক্, "যৎ ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি," যা ঘট্‌বার, তা' ঘট্‌বে,—"চিন্তয়া কিং" চিন্তা ক'রে কি হবে ! বেলা অধিক হয়েছে, উদরদেব উগ্র মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছে। এখন রাজপুত্রের কল্যাণার্থে পূজার্চ্চনাদি ক'রে রাজ-দম্পতির চিত্তবিনোদন করি গে। তা' হ'লে অভীষ্ট পূর্ণ হ'তে পারে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নন্দন।

ইন্দ্র।

ইন্দ্র। নন্দন আনন্দময় শান্তির নিলয়!
এ হেন সুরম্য স্থানে ক্ষণিক বিরামে,
দূরে যায় শোকতাপ,
অতুল উল্লাসে ভেসে যায় মন
কোন্ শান্তি পারাবারে!
কুসুম বিকাশে,
বসে তাহে সুধা আশে
ভৃঙ্গী পাশে মত্ত ভৃঙ্গ মনের হরষে—
ভাষে কত প্রেমগাথা মধুর গুঞ্জনে!
শাখী মাঝে বসি সুগায়ক পিক,
তুলিছে সঘনে মরি কি মধুর তান!
অবিরাম যেন সুধাধার
পশিছে শ্রবণে।
তবু না মিটিল যেন মনের পিয়াস।
আসে যদি হেন কালে
দল বাঁধি নিতম্বিনী তরুণী সুন্দরী,

নাচে গায় ক্ষণকাল মহোল্লাসে হেথা,
হ'তে পারে তবে মোর পূর্ণ সুখোদয়।

গীতকণ্ঠে অপ্সরাগণের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ।—

গীত।—[নৃত্যসহ]

আশার আবেশে এসেছি মোরা ভালবেসে বঁধু চাহ না,—
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণ দিয়ে প্রেমালাপে এসে মজ না।
এস এস সখা দিবে হে সাঁতার,
হৃদি মাঝে খেলে প্রেমের পাথার,
পিয়াস মিটিবে ফুটিবে প্রাণে বিমল সুখের জোছনা।

ইন্দ্র। নর্ত্তকীগণ! ধন্য তোমাদের সঙ্গীতশিক্ষা! তোমাদের কোকিলকণ্ঠে সুমধুর প্রেমসঙ্গীত শ্রবণে আমার চিত্তবেগ অনেকাংশে প্রশমিত হয়েছে। যেন ক্ষণকালের জন্য এক অপূর্ব্ব সুধাধারা বর্ষণ হ'লো! তোমাদের নেত্রযুগলের অব্যর্থ কটাক্ষে পতিত হ'য়ে আমার মন যেন রতিবল্লভ মদনের শরাঘাতে উৎপীড়িত হ'য়ে উঠ্‌লো! তোমাদের হাসিভরা চন্দ্রানন দেখে আমার চিত্ত-চকোর একান্ত উদগ্রীব হ'য়ে উঠেছে,—মানস-ভৃঙ্গ অর্দ্ধবিকসিত চম্পকের ন্যায় তোমাদের ঐ উন্নত পীন-পয়োধর দর্শনে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। মনে হয়, আমার হেম-ময় বৈজয়ন্ত পরিত্যাগ ক'রে এমন কি আহার নিদ্রায় বঞ্চিত হ'য়ে দিবা-নিশি তোমাদের সহবাসে থাকি। বল্‌তে কি, তোমাদের রূপলাবণ্য অতি অনির্ব্বচনীয়, তোমাদের নৃত্য গীতাদি অতি মনোমুগ্ধকর। নর্ত্তকীগণ! আর একটা গান গাও।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।—[নৃত্য সহ]

কনক কিরণে রচিত আনন অধরে মধুর হাসি!
নয়ন কটাক্ষে হানিছে সঘনে কামশর রাশি রাশি।
কুসুম পরশে ভৃঙ্গ হরষে আবেশে অবশ কায়,
সমীর হিল্লোলে নাচে তালে তালে পীরিতির গাথা গায়,
নবীনা কলিকা হাসে, প্রকৃতি পুলকে ভাসে,
উর্দ্ধে ভূতলে পরিমল ঢলে হের বঁধু দশ দিশি।

ইন্দ্র। উত্তম—অতি উত্তম। "ন বিদ্যা সঙ্গীত পরঃ" এ কথা যথার্থই বটে! আমি আরও একটি যোজনা করতে চাই; এ সঙ্গীত, রূপমাধুর্য্যে ঢল ঢল নবীনা যুবতীর মুখ হ'তে বহির্গত হ'লে এর মোহিনী শক্তি আরও অধিক হয়। ধন্য নারীজাতি! যদি সুন্দর ব'লে বিধাতার কোন সৃষ্ট পদার্থ থাকে, তা' হলে তারা এই নারীজাতি।

১ম অপ্সরা। দেবরাজ! আমরা কেবল সুন্দরী নই; আমরা বীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর।

ইন্দ্র। এ তোমাদের বৃথা আত্মশ্লাঘা। তোমরা কোমলাঙ্গী দুর্ব্বলা রমণী। তোমাদের ঐ কোমল করপল্লব সূচীধারণের উপযোগী বটে, অস্ত্র-ধারণের উপযোগী কে বললে? তা' ছাড়া অস্ত্র দর্শনে অথবা এমন কি তাদের বিভীষিকাময় নাম শ্রবনে তোমাদের মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

২য় অপ্সরা। হাঁ দেবরাজ! মহিষাসুরের কথা কি ভুলে গেছ?

ইন্দ্র। না সুন্দরি! সুর-নর মুণি-ত্রাস সেই অসুরের কথা এ বাসবের অস্তিত্ব থাকতে কখন ভুলতে পারবে না।

২য় অপ্সরা। সে কি ভীষণ অস্ত্রধারিণী একটা অল্পবয়স্কা নারীর কাছে পরাস্ত হয় নি?

ইন্দ্র। হাঁ, এ কথা অস্বীকার করতে পারি না।

৩য় অপ্সরা। আর আমরা যদি বিনা অস্ত্রে অস্ত্রের কাজ করতে পারি, তা' হ'লে অস্ত্রের আবশ্যকতা কি? আর তা' হ'লে অস্ত্রধারী বীরপুরুষ অপেক্ষা আমাদের বীরত্ব বেশী কি না?

ইন্দ্র। নিরস্ত্র রমণী অস্ত্রধারী বীরপুরুষের চেয়ে কোথায় বেশী বীরত্ব দেখিয়েছে?

৩য় অপ্সরা। সমুদ্র মন্থন * ক'রে দেব-দানবে যখন সুধা নিয়ে একটা ঘোর যুদ্ধের সূত্রপাত করছিল, তখন সে বিবাদ মিটলো কিসে?

ইন্দ্র। নারায়ণ মোহিনীরূপে দেবগণকে মুগ্ধ করেছিলেন।

৩য় অপ্সরা। কেন, সুদর্শন ছিল না?

ইন্দ্র। তাতে বোধ হয় ফল হ'তো না।

৩য় অপ্সরা। তা' হ'লে স্বীকার করতে হবে, নারায়ণের সাকার অস্ত্র সুদর্শন অপেক্ষা রমণীর নিরাকার মোহিনী অস্ত্র অধিক অব্যর্থ।

ইন্দ্র। হাঁ, সে ক্ষেত্রে তাই বটে। নারায়ণ মোহিনী বেশে অসুরগণকে মুগ্ধ রেখে স্বার্থসিদ্ধি করেছিলেন।

৪র্থ অপ্সরা। দেবরাজ বলছেন, নারী দুর্ব্বলা; আমি বলি, নর দুর্ব্বল, নারী দুর্ব্বলা নয়।

ইন্দ্র। [উচ্চ হাস্য করিয়া] হাঃ—হাঃ—তা কি হ'তে পারে সুন্দরি? তুমি ভুল বুঝেছ।

৪র্থ অপ্সরা। তবে জিতেন্দ্রিয় আদর্শ ঋষি বিশ্বামিত্র মেনকার প্রেম-কটাক্ষে তপভ্রষ্ট হ'লো কেন?

---

* সমুদ্র-মন্থন সম্বন্ধীয় ঘটনা সবিশেষ জানিতে হইতে অঘোরবাবুর "সমুদ্র-মন্থন" নাটক পাঠ করুন।

ইন্দ্র। হঁা, ওটা বিশ্বামিত্রের চরিত্রের একটা মহা কলঙ্ক বটে !

৫ম অপ্সরা। আর সিংওয়ালা ঋষি বারাঙ্গনার মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে পালকপিতার আশ্রম ত্যাগ করেছিল নয় !

ইন্দ্র। হঁা, ওটা ঋষ্যশৃঙ্গের একটা ভয়ানক অপবাদ বটে !

৬ষ্ঠ অপ্সরা। শোন দেবরাজ ! স্ত্রীজাতি শক্তিরূপিনী—স্ত্রীজাতি শ্রীরূপা। এই অভিমানিনী নারীজাতীর মানভঞ্জন করতে কেউ বা স্ত্রীর চরণ ধ'রে ব'সে আছে, আর কেউ বা চরণতলে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

১ম অপ্সরা। আবার কেউ কেউ বা রূপে মুগ্ধ হ'য়ে গুরুপত্নী পর্যান্ত বাদ দিচ্ছে না।

ইন্দ্র। তোমাদের যে ধান ভান্‌তে শিবের গীত !

১ম অপ্সরা। কেন, স্পষ্ট কথায় কষ্ট হয় বুঝি ?

২য় অপ্সরা। কেন দেবরাজ রাগ করছো ? তুমি ছাড়া কি আর কেউ গুরুপত্নীগমন করে নি ? আর একজনের কথা মনে কর না,— সেও তোমার মত একজন রূপবান—গুণবান।

৩য় অপ্সরা। খুঁজে দেখ্‌লে ঢের মেলে। মুখপোড়ার অভাব কি ?

ইন্দ্র। সাবধান ! কার সম্মুখে কথা ক'চ্ছ, জান ?

৪র্থ অপ্সরা। জানি, স্বর্গের রাজা লম্পটশিরোমণি ইন্দ্রের সম্মুখে।

৫ম অপ্সরা। জানি, শিশু শিষ্যরূপী কামাতুর বিশ্বাসঘাতকের নিকটে।

৬ষ্ঠ অপ্সরা। জানি, সহস্রলোচন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেবতার কাছে।

৭ম অপ্সরা। জানি, ভ্রূণহত্যাকারী ঘোর নারকীর সম্মুখে।

৮ম অপ্সরা। দেবরাজ ! আমাদিগে রাগিও না ; আমরা কাউকে ছেড়ে কথা কই না। তবে এক কথা, তোমরা বল্‌তে পার, ও সব দেবতাদের লীলা মাত্র।

১ম অপ্সরা। দেবরাজ! রাগ ক'রো না, এখন আমরা আসি।

ইন্দ্র। আচ্ছা যাও, কল্য আবার এই সময় তোমাদিগকে ডাকা হবে।

১ম অপ্সরা। আয় লো!

[অপ্সরাগণের প্রস্থান।

ইন্দ্র। স্ত্রীজাতি অত্যন্ত মুখরা,—প্রশ্রয় দিলে একেবারে পেয়ে বসে। আমি স্বর্গাধিপ, আমার নামে দেব, রাক্ষস সকলেই সশঙ্কিত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সামান্য অপ্সরাগণ আমার মুখের উপর কতই কুৎসা গেয়ে গেল! প্রস্থানকালে আবার আমাকে ভ্রুকুটি দেখিয়ে চ'লে গেল! এতে আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভূত হয়েছে। হায় হতভাগ্য বাসব! ইন্দ্রিয় তাড়নে হিতাহিত জ্ঞানহারা হ'য়ে কি কুক্ষণে মহাপাতকে অগ্রসর হয়েছিলে! সেই সকল পাপানুষ্ঠানের প্রত্যেক স্মৃতিতে আমাকে এখন ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হ'তে হ'চ্ছে! মূর্খ ইন্দ্র! যে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমায় তোমার নাম কলুষিত করেছ, তা বুঝি আর যুগ-যুগান্তরে মোচন হবে না! তোমার ঐ কলঙ্ক-কেতন অনন্তকাল ধ'রে বুঝি অমরার প্রাসাদশিখরে উড্ডীয়মান থাকবে।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

ইন্দ্র। [প্রণাম করিয়া] আসুন ভগবন্! শ্রীচরণে এ দাসের প্রণাম গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ করুন।

নারদ। জয় হোক্ সুরনাথ।

ইন্দ্র। দেবর্ষে! এ স্থানে অসময়ে আগমনের কারণ কি?

নারদ। কারণ!—সে কথা—

ইন্দ্র। বলুন—বলুন তপোধন! ইতস্ততঃ কেন? এতে আমার

সন্দেহ কেবল বৃদ্ধি হ'চ্ছে। ঋষিবর! শুভই হোক্ বা অশুভই হোক, প্রকাশ ক'রে আমার বিষম সংশয় দূর করুন।

নারদ। দেবরাজ! তুমি এখানে নৃত্যগীতাদিতে বিভোর হ'য়ে আছ, আর ও দিকে তোমার সর্ব্বনাশকল্পে এক নূতন শত্রু দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হ'চ্ছে।

ইন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! কে সে শত্রু?

নারদ। মাল্যবান।

ইন্দ্র। মাল্যবান!—পরিচয়?

নারদ। লঙ্কাধিপ সুকেশ রাক্ষসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সেই কুমার ইন্দ্রত্ব কামনায় মেরু পর্ব্বতে ধ্যানমগ্ন। যত দিন না ব্রহ্মা তার তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে ইচ্ছামত বর প্রদান করেন, তত দিন সেই কিশোর সন্ন্যাসী দুষ্কর তপস্যায় নিরত থাক্‌বে। আমি তা'কে স্বচক্ষে দর্শন করেছি। তার স্থির প্রতিজ্ঞা দেখে আমারও অনুমান, সে অচিরে কৃতকার্য্য হবে। আর এক কথা, হরপার্ব্বতী তার পক্ষপাতী; বালক অত্যন্ত তারাভক্ত। অতএব যা করা যুক্তিসিদ্ধ, তা' কর; আমি এখন চল্‌লাম। হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

প্রস্থান।

ইন্দ্র। একি কথা শ্রবণ কর্‌লাম! যেন আমার বজ্র আমার মাথায় পতিত হ'লো! হায়, না জানি ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে আমার জন্য কি শাস্তি বিধিবদ্ধ আছে! এতদিন এই অমরা আমার শান্তিদেবীর পবিত্র অঙ্কে বিরামলাভ কর্‌ছিল। না ছিল সমর-বহ্নি, না ছিল দনুজ-বিপ্লব। একি তবে বিষম অনর্থপাতের পূর্ব্বসূচনা! সত্যই তো প্রবল ঝটিকা উত্থিত হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকৃতি অতি নিশ্চল ও নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে। কিন্তু এখানে বিলাপ ক'রে কি ফল হবে? এ ইন্দ্রের

বচন কে শুনবে—দারুণ বেদনা কে বুঝ্বে? অনেক বিলম্ব হয়েছে, এখন অন্তঃপুরে যাই, তারপর দেবগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা যাবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রালয়।

শচী ও রতি।

রতি। সখি! যখনই আসি, তখনই তোমাকে একাকিনী দেখি। দেবরাজ কোথায় থাকেন?

শচী। এখন তিনি নন্দনে আছেন।

রতি। তিনি কি সব সময়ই নন্দনে থাকেন?

শচী। না সখি, তাঁকে কখন শিবালয়ে, কখন ব্রহ্মলোকে, আবার কখন্ বা গোলকে যেতে হ'চ্ছে। তিনি তো আর এক মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন না, শত্রুকুল ধ্বংসের জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন।— রতি দেবি! সাধ বড়, দিবানিশি পতিপদ সেবা করি, কিন্তু পোড়া ভাগ্যে তা ঘটে কৈ?

রতি। ওমা, তুমি স্বর্গের রাণী—ইন্দ্রাণী, তোমার আবার পোড়া ভাগ্য! আর তুমি আবার দুঃখ করছ?

শচী। দুঃখ পায়, তাই দুঃখ করি। তোমার কি? তুমি তোমার কন্দর্পকে এক মুহূর্ত্তের জন্য কাছ ছাড়া হ'তে দাও না। যেমন নলিনীর

কাছে প্রেমিক সৌরভ নিয়তই বাঁধা থাকে, তেমনি তোমার মদন তোমার কাছে দিবানিশি বাঁধা আছে।

রতি। তা যা' বল দেবরাণি! ঐ সুখটা আমার আছে। এখনও বিরহ কারে বলে, জানি না।

শচী। ভগবান তাই করুন, যেন আর জান্‌তে না হয়।

রতি। আমি এখন আসি ভাই!

শচী। কেন রতি! যদি এলে তো যাবে কেন?

রতি। তোমাদের নন্দনে কিছু ফুল তুল্‌তে এসেছিলাম। তা মনে কর্‌লাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাই।

শচী। বেশ—বেশ! মাঝে মাঝে আস্‌বে বৈকি।

[রতির প্রস্থান।

জয়সেনের প্রবেশ।

জয়সেন। মা! মা!

শচী। কে, বাবা জয় এলি? আহা, বাছার মা মা বুলি যে কত মিষ্টি, তা আর কি বল্‌বো। দুঃখের সময় হোক্ বা সুখের সময় হোক্, বাছার মা মা বুলি শুন্‌তে পেলে যে সকল কথা ভুলে যাই। বাবা! বাবা আমার!

জয়সেন। মা! একজন লোক বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

শচী। কোথা থেকে বাবা?

জয়সেন। মা! ঐটে জিজ্ঞাসা করি নাই।

শচী। নাম কি?

জয়সেন। মা! নামটিও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

শচী। বাছা, আগন্তুকের নাম ধাম আগে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

জয়সেন। মা! তাঁর চেহারা আমি বল্‌তে পারি।

শচী। চেহারা বর্ণনায় কি ঠিক করা যাবে?

জয়সেন। তাঁকে দেখ্‌তে একজন সন্ন্যাসীর মত। মুখটা বড় বড় শ্মশ্রুগুম্ফে ঢাকা। গায়ের কাপড়খানায় কেবল হরিনাম আঁকা। হাতে একটা বীণা, সদাই বল্‌ছে হরিবোল—হরিবোল--হরিবোল! মা! তিনি কি একজন মহাপুরুষ না দেবতা?

শচী। ওঃ বুঝেছি, মহাভক্ত নারদ ঋষি এসেছিলেন। [স্বগত] বাছা! উনি দেবর্ষি, নাম নারদ।

জয়সেন। হাঁ মা, ওঁর বাড়ী কোথায়?

শচী। ওঁর কোন বাড়ী নাই—তিনি বৈরাগী।

জয়সেন। হাঁ মা, উনি ও বেশে কেন?

শচী। সংসার মিছে--কায়া মিছে। তাই উনি বিশ্বপতি হরির পায় মনপ্রাণ সঁপেছেন।

জয়সেন। সত্যি মা, যখন তিনি বাঁশীটি বাজিয়ে হরিনাম গাইতে লাগ্‌লেন, তখন আমার মনটা যেন কেমন হ'য়ে উঠ্‌লো। ইচ্ছা হ'লো, তাঁর কাছে ঐ মহাদীক্ষা নিই, আর চেলা হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি। হাঁ মা! ঐ নামের কি এতই মাহাত্ম্য?

শচী। বাবা! সে কথা আর কি ব'লে বোঝাবো? আমি নারী, এক মুখে কত বল্‌বো? পঞ্চানন পাঁচ মুখে তা শেষ কর্‌তে পারেন না। জয় রে! যে তাঁতে একবার মজেছে, তার কি আর কোন বিপদ আছে? তাঁর নাম ভক্তকল্পতরু, ভক্তের জন্য কত রূপ ধরেন। কখন মৎস্যরূপ ধরেছেন, কখন কুর্ম্মরূপ হয়েছেন, কখন বা অতি ঘৃণিত জঘন্য বরাহ হয়েছেন। দয়ায় তাঁর প্রাণটি গড়া, দয়াময় ব'লে ডাক্‌লে অমনি এসে উপস্থিত হন। ভক্তকে বিষপান কর্‌তে দিলে, নিজে সেই বিষ পান ক'রে

ভক্তকে রক্ষা করেন। ভক্তের বুকে লাথি মারতে গেলে বুক পেতে দেন,—ভক্তের বুকে ছুরি মারতে গেলে নিজে বুক পেতে দেন,—জলে ফেললে তাকে ভাসিয়ে তোলেন,—আগুণে ফেললে তাকে কোলে করেন। বাবা! তাঁর মহিমা আর কত বল্‌বো?

জয়সেন। মা! আমি বড় হতভাগ্য! আমি খানিক ক্ষণ তাঁকে দেখেছি। আমি চিনতে পারি নাই; কাঞ্চনকে কাচ-জ্ঞানে অনাদর করেছি।

শচী। তারপর তিনি কোথায় গেলেন?

জয়সেন। আমাদের নন্দনে। বড়ই ব্যস্ত, বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন। মা! হয় তো আমাদের কোন অমঙ্গল ঘটেছে!

শচী। তাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই স্বর্গ নেবার জন্য সকলেই চেষ্টা করে। হ'তে পারে, কোন নূতন শত্রু এই স্বর্গ-সিংহাসন লক্ষ্য করেছে।

জয়সেন। মা! আমি তাঁর কাছে যাবো। ঠিক খবরটা শুনে আসিগে! আর শত্রুভয় করি না মা! অমূল্য দিক্ষা দিয়েছিস্ জননি! ঐ মন্ত্র-বলে সকল বিপদে উত্তীর্ণ হবো। মাগো! আর কেন চিন্তা? যখন বিষম সঙ্কটে পড়্‌বো—ডাক্‌বো, কোথায় হরি! আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

কালর প্রবেশ।

কাল। কি বল্‌ছিস্ ভাই জয়সেন?

জয়সেন। ভাই কাল! মা আজ আমাকে একটি মহামন্ত্র দিয়েছেন। সে মন্ত্রের নাম হরিনাম। তুই ভাই আমার খেলার সাথী; আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে ভাই! ভাই কাল! আমার আর কোন ভয় নাই। ঐ হরিনাম স্মরণ কর্‌লে সকল ভয় দূরে যায়। কাল! কাল! তুই আমার জীবন হ'তে শ্রেষ্ঠ ভাই। আয় ভাই! দু'জনে একটু হরিনাম করি। ঐ

নাম আমার প্রধান সম্বল রইল। ভাই কাল! আমি হরিকে প্রাণ ভ'রে ডাক্‌তে তোকে পেলাম। বল্‌ ভাই! তুই তো সেই হরি ন'স্? তোকে দেখে প্রাণটা যেন কেমন হ'য়ে উঠ্‌লো! আয় ভাই! হরিনাম গাইতে গাইতে দুটি প্রাণ এক হ'য়ে যাই।

গীত।

কাল। হরিপ্রেমে মন মজায়ে দুটি প্রাণ এক হইব।

জয়। তালে তালে বাহু তুলে হেলে দুলে নেচে গাইব।

কাল। হরিনাম মহাসুধা আয় করি ভাই পান,

বিহ্বল পুলকে মোদের পূর্ণ হবে প্রাণ,

জয়। ক্ষুধাতৃষ্ণা আর না হবে, শোকতাপ নাহি রবে,

সুখে দিন চ'লে যাবে, হৃদয়ে নাম গেঁথে রাখিব।

[কাল ও জয়সেনের প্রস্থান।

শচী। বোধ হয় দেবঋষি নন্দনে আছেন, তাই সুরনাথের আস্‌তে বিলম্ব হ'চ্ছে।

সহসা ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। না প্রিয়ে, এই আমি এসেছি।

শচী। এত দেরি হ'লো কেন?

ইন্দ্র। আসি আসি, এমন সময় দেবর্ষি এসে উপস্থিত হলেন।

শচী। এ কথা আমি আগে শুনেছি। এখন জিজ্ঞাসা করি, দেবর্ষি কি জন্য এসেছিলেন? আমাদের তো কোন অমঙ্গল ঘটে নাই?. কৈ, কোন উত্তর দিচ্ছ না যে? বল, বল প্রিয়তম! নির্ব্বাক অধোমুখে কেন?

ইন্দ্র। হাঁ—বল্‌ছি। [অন্যমনস্ক হইয়া] ললাটে যা লিপিবদ্ধ আছে, তা তো অবশ্য ঘটবে। মহাচক্রী স্বয়ং ভগবান যদি আমার বিরুদ্ধে কোন চক্র ক'রে থাকেন, তবে কার সাধ্য তার প্রতিবন্ধকতা করে? দুর্ব্বল বাসব! সত্য সত্যই তুমি ভগবানের চক্রে পতিত হয়েছ!

শচী। কৈ নাথ! এখনও তো কোন স্পষ্ট কথা বল্‌ছ না। এ দাসী তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্যা, তা জানি; তথাপি তাচ্ছিল্য করা কি উচিত? জান তো, স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। সুখের আধ অংশ যেমন প্রাপ্য, দুঃখের আধ অংশ তেমনি প্রাপ্য। তাই বলি নাথ! যদি নারদের কথায় কোন দুঃখ-ভার বোধ কর, তার আধ অংশ আমি নিতে প্রস্তুত আছি। বল প্রাণবল্লভ! নারদের মুখে কি কথা শুনেছ?

ইন্দ্র। ইন্দ্রপাত অচিরাৎ ঘটিবে আবার

শচী। এ্যাঁ—এ্যাঁ! একি কথা বল্‌ছো?

ইন্দ্র। শোন তারপর,—
দেবরক্ষ রণানল জ্বলিবে ভীষণ!
স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী পবিত্র সলিলা,
রক্তে মিশি হবে সুরঞ্জিতা!
দুর্ম্মদ রাক্ষসগণ অধর্ম্ম-আচারী
সুরলক্ষ্মী লইবে হরিয়া,—
কাড়ি লবে স্বর্গ-সিংহাসন।
নন্দনে আনন্দে বসি দুষ্ট চেড়ীরাজ,
লুটিবে সাধের পারিজাত।
নারী-মান না রাখিবে,
না শুনিবে কাতর মিনতি।
শুনিলে তো সতি!

শচী। নাথ ! নারদের কথা কি সত্য ? ভবিষ্যতে বিশ্বাস কি ?

ইন্দ্র। সরলে !

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ত্রিকালের কথা,

ধ্যানবলে পারেন নির্ণীতে।

পতিব্রতে ! দেখিবে অচিরে,

দেবতা-সৌভাগ্য-রবি হবে অস্তমিত,

দুঃখের আঁধার নিশি আসিয়া আবার

ঘেরিবে অমরাবতী।

শচী। নাথ ! এ স্বর্গসুখে আর আমাদের কাজ নাই। চল, এ স্বর্গ ছেড়ে আমরা অন্য স্থানে যাই। সেখানে ভিক্ষা ক'রে খাবো, তবু শান্তিতে থাক্‌তে পার্‌বো। আর কাঁদ্‌তে পার্‌বো না। অনেক কেঁদেছি—অনেক সহেছি। আর বড় হ'তে চাই না। বড় গাছে ঝড় লাগে—মুকুটময় পাখী ব্যাধলক্ষ্য আকর্ষণ করে। বিধাতঃ ! তুমি কি এই শচীকে কেবল কাঁদাবার জন্য সৃষ্টি করেছিলে ? হায়, শচীর মত ভাগ্যবতী কে আছে ? আবার শচীর মত হতভাগিনী কেউ নাই !

ইন্দ্র। সে কথা যথার্থ সতি ! কিন্তু কি কর্‌বো ? আমি এখন দেবগণের পরামর্শের জন্য সভাস্থলে চল্‌লাম। তুমিও সত্বর জয়ন্তকে আমার নিকট প্রেরণ কর গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দেবসভা।

পবন, বরুণ, কুবের, যম, শনি ও অন্যান্য দেবগণ।

পবন। দেবরাজ এখনও আস্‌ছেন না কেন?

বরুণ। স্বপন ও মাতলি যেরূপ ব্যস্ততার সহিত আস্‌তে বল্‌লে, তাতে যেন কোন গুরুতর ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে।

কুবের। তা—হ'লেও হ'তে পারে।

শনি। সুখবর কি হ'তে নাই? তোমাদের কেমন একটা দোষ, আগে ঘটনার কুফলটা মনে করা চাই। বলি, সন্দেহ বৈ তো নয়? তা মন্দটা ঠিক হবে আর ভালটা হবে না, এ কোন্‌দেশী কথা? যদি মন্দটা বাস্তবিক হয়, তবে যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ ভালর আশায় মনকে সন্তুষ্ট রাখা কি উচিত নয়?

যম। তা বৈকি! আর সন্দেহ কেন? ঐ দেবরাজ সভায় আস্‌ছেন; এখনই সকল বিষয় অবগত হওয়া যাবে।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

[দেবগণের এককালে প্রণিপাত।]

পবন। দেবরাজ! অদ্য এরূপ অসময়ে সভাসম্মিলনের কারণ কি? বিপদাশঙ্কায় আমরা সকলে সন্দিহান হয়েছি।

ইন্দ্র। পবন রে! দেবগণের দুর্দ্দশার দিন আবার উপস্থিত হ'লো।

কুবের। সেকি দেবরাজ?

ইন্দ্র। ইন্দ্রকে নির্য্যাতন করতে বিধাতা আবার এক নূতন শত্রু সৃষ্টি করেছেন। বোধ হয় এবার রাক্ষসপদচিহ্ন ললাটে ধারণ ক'রে পাতালপুরে যেতে হবে।

বরুণ। তার নাম কি সুরপতি ?

ইন্দ্র। মাল্যবান।

যম। মাল্যবান!—কে সে মাল্যবান?

ইন্দ্র। লঙ্কাধিপ পরম শৈব সুকেশনন্দন। সেই রক্ষকুলজাত কুমার আমার এই ইন্দ্রত্ব কামনায় মেরুপর্ব্বতে ধ্যানমগ্ন।

কুবের। এ কথা আপনি কার মুখে শুনলেন দেবরাজ?

ইন্দ্র। ত্রিকালজ্ঞ নারদমুনির মুখে। যক্ষরাজ! সে বালক নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে। তাই আমার শেষ নিবেদন এই, হয় তোমরা এ আসন্নপ্রায় বিপদের কোন প্রতিকার কর, না হয় বাসবকে চিরকালের জন্য ইন্দ্রপদ থেকে অবসর প্রদান কর। অহো ভগবান! আর কেন ইন্দ্রকে নিয়ে তোমার লীলাপ্রচার! [কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থান]

জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। [সচকিতে] একি,—সিংহাসন উপবিষ্ট দেবরাজ জড়প্রায়! করতলে কপোল বিন্যাস ক'রে অবস্থান করছেন। নির্ব্বাক—নিস্পন্দ—যেন একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য! অহো, তবে কি পিতা আমার কোন বিষম সমস্যায় পতিত হ'য়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েছেন! সহসা এ ভাবান্তরের কারণ তো কিছুই স্থির করতে পারছি না। গতকল্য দেবর্ষি এসেছিলেন, তিনি কি, তবে আমাদের কোন ভাবী অনর্থপাতের কথা ব'লে গিয়েছেন। তাই হবে, নইলে তরুণ অরুণ-কিরণ সংস্পর্শে ফুল্লশতদল বিনিন্দিত পিতার সেই সদা সুপ্রসন্ন মুখমণ্ডল অকস্মাৎ মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের

প্রচণ্ড উত্তাপে বিদগ্ধ পুষ্পের ন্যায় মলিন হবে কেন? আর স্থির থাক্‌তে পারি না, কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে চিন্তাভাবের কিয়দংশ গ্রহণ করি গে। বাবা—বাবা!

ইন্দ্র। কে,—বৎস জয়ন্ত?

জয়ন্ত। পিতা! আপনার এরূপ অভাবনীয় নির্ব্বাক—নিস্পন্দ ভাব দেখে এ দীন তনয় যারপর নাই ব্যথিত হয়েছে। কারণ জান্‌তে এ দাস একান্ত উৎসুক।

ইন্দ্র। বৎস! লঙ্কাধিপ সুকেশনন্দন মাল্যবান ইন্দ্রত্ব কামনায় মেরু-পর্ব্বতে ধ্যানমগ্ন। তাই দেবগণকে আহ্বান করেছি। আর ভাব্‌ছিলাম, কি উপায়ে এ বিপদে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি! [পবনের প্রতি] ভাই প্রভঞ্জন! সকলে চুপ ক'রে থাক্‌লে যে! আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না?

পবন। শুনি তব কথা,
ব্যথা পাই চিতে নিদারুণ,—
কিন্তু ভাবি মতিমান,
হিতকথা করিতে প্রদান
হয় শেষে ধৃষ্টতা প্রকাশ।
ছার বিঘ্ন করিতে খণ্ডন,
হে রাজন!
শতাধিক আছে প্রতিকার।
রাখ হে বচন,
সংবরণ কর চিত্তবেগ।
যাবৎ শোণিত
বিন্দুমাত্র বহিবে শিরায়,
কার সাধ্য পুরন্দর-হৃদে

দিতে পারে নিরাপদে মরম-বেদনা ?
জানে না দুর্ম্মতি লঙ্কাপতি সুকেশকুমার,
কাঁপে জল স্থল শূন্যদেশ
বিশ্বচরাচর পবন তরাসে ?
দুষ্ট করে সাধ বিসম্বাদ
মৃত্যু হেতু দুর্জ্জয় অমর সনে !
করিনু প্রতিজ্ঞা,
আজ্ঞা কর বজ্রপাণি !
এখনি উড়াব তারে ভীম ঝঞ্ঝামুখে,
আছাড়িয়া শৈলশিরে
ঘুচাইব দুরাশা তাহার।
কি আস্পর্দ্ধা !
ইন্দ্রত্ব লভিতে দুষ্ট করে ব্রহ্মার্চ্চনা !

দেবগণ।—

গীত।

ধিক্ ধিক্ দুরাচার বাসনায়।
তারে অচিরে পাঠাইব যমালয় ॥
দুর্জ্জয় দেবতাত্রাসে,   কাঁপে ব্রহ্মাণ্ড ত্রাসে,
তবে সে কি সাহসে প্রয়াস পায়,—
তার দুর্ব্বিদ্ধির কথা শুনে হাসি পায়।
কে দিল যুক্তি তারে,   ধরিতে বিষধরে,
বামন চায় শশধরে কোন্ কথায় ;—
তার মৃত্যু নিকট অতি সুনিশ্চয় ॥

ইন্দ্র । শুনি হেন বাণী,
কার বীর-হিয়া নাহি নাচে রে উল্লাসে ?
তুমি মোর চির-অনুগত,
তাই ভাই তব হৃদে লেগেছে বেদনা ।
যে সান্ত্বনা দানিলে ধীমান,
অনুমান,
পরিত্রাণ তোমা হ'তে পাবো এ বিপদে ।

বরুণ । ভাবী বিঘ্ন ভাবি,
কেন হও সুরনাথ ব্যাকুল অন্তর ?
থাকে যদি ভাগ্যে বাধা,
বাধা দিতে কে সমর্থ ?
ঘুনাক্ষরে ব্যর্থ নাহি হবে
নিয়তির অকাট্য লিখন !
কিন্তু জেনো জলদবাহন !
যতক্ষণ রবে বাহুবল,
ততক্ষণ কাষ্ঠ সম কে রবে নিশ্চল ?
মৃগরাজ করীকুম্ভ বিদারিয়া যবে
শুষে রক্ত মেঘমন্দ্রে পুচ্ছ আস্ফালিয়া,
নিরুৎসাহ থাকিতে কি পারে গজরাজ ?
দেবরাজ ! যদি মাল্যবান
শত্রুতা সাধন করে দেবতার,
তাতে কি টলিবে দেবগণ ?
নররক্ষ ভয়ে যদি অমর সকল
হয় ভীত চিত,

দেবনাম ডুবে যাবে,
রটিবে জগৎ জুড়ি দেব-অপবাদ ।
কহ দেবরাজ !
কোন্ বীরবর উপেক্ষিয়া সম্মুখ সমর,
পরাজয় বিনাযুদ্ধে করেছে স্বীকার ?
তাই কহি তোমা অরিন্দম !
নির্ভীক অন্তরে থাক বৈজয়ন্তে বসি ।
বরুণের অস্তিত্ব থাকিতে,
কার সাধ্য দেবেন্দ্রের কেশাগ্র পরশে ?

ইন্দ্র । শুনি তব কথা মনোব্যথা গেল দূরে,
অনন্ত অর্ণব মাঝে মগ্ন তরী যথা
ভাগ্যক্রমে ভাসে আচম্বিতে,
তেমতি মোর হতাশ হৃদয়ে
জাগিল সহসা এবে সাহস-তরণী ।

যম । ত্রিদশেশ ! কেন হও হতাশ হৃদয় ?
রাক্ষসতনয় দেখে নাই জীবনে কখন
দেবতার ভীম পরাক্রম,
ভাবে নাই স্বপনে কখন
দেবতার বিচিত্র কৌশল,—
তাই প্রসারিছে বাহু দেবকার্য্যে দিতে বাধা ।
শোন মহামতি ! স্থির কর মতি,
অব্যাহতি কার আছে কৃতান্তের কোপে ?
বাই, বাত, বিসূচিকা, পক্ষাঘাত, জ্বর,
মম অনুচর —

যুক্তকর নিরন্তর মোর তুষ্টি হেতু।
আক্রমিলে বিসূচিকা আমার আদেশে,
ধ্বংস হবে অচিরে দুর্ম্মতি।
প্রাণহিংসা নহে সুসঙ্গত,
পক্ষাঘাতে করিব প্রেরণ সে কারণ,—
হস্তপদ যাবে ধরি,
পঙ্গু হবে দুরাচার জনমের মত,
জ্বলিবে—কাঁদিবে মূঢ়
শমনের ঘোর কোপানলে।

ইন্দ্র। ইন্দ্র হিতে যদি সবে থাকে জাগরিত,
কেবা ডরে অরাতিনন্দনে ?
অবহেলে তারে ইন্দ্র তুচ্ছ তৃণ জ্ঞানে।

কুবের। নারদের কথা শুনি কেন ত্রিদিবেশ,
হও তুমি চিন্তায় আকুল ?
জান না মহেন্দ্র ! নারদ কলহপ্রিয় ?
দ্বন্দ্বে স্বার্থ তার,
অনর্থের নাহি রাখে ভয়।
দেবতা রাক্ষস মাঝে ঘটাইতে ঘোর বিসম্বাদ,
মিথ্যাবাদ তপোধন করেছে প্রয়োগ,—
কিংবা যদি সত্য হয় কথা,
নহে তত সত্য,
যেইভাবে বর্ণিয়াছে ঋষি।
মানিলাম কর্ব্বুরনন্দন
ইচ্ছা করে স্বর্গসিংহাসন,—

নিশ্চয় সে অবোধ ধীবর,
পুষিয়াছে তাই হেন উচ্চ অভিলাষ ।
আশার আবেশে মাতি লভিতে রতন,
ডুবিবে সে হতভাগ্য অগাধ সলিলে,—
জীবন অমূল্য ধন
বিসর্জ্জন দেবে মূঢ় অকালে হেলায় ।
অহো ! কাঁপে অঙ্গ থর থর রোষে,
কুবের, বরুণ, বায়ু, যম, হুতাশন,
যে ইন্দ্রের সদা অনুচর,
তার পদ করে বাঞ্ছা দুরাত্মা রাক্ষস !
ইন্দ্রত্ব লইবে কাড়ি,
দেবগণ থাকিতে জীবিত ?
অহো ধিক তার এ হেন প্রয়াসে !

ইন্দ্র । যক্ষরাজ !
বীরোচিত বাক্য বটে প্রকাশিলে তুমি ।
শুনি এ কাহিনী,
মৃত জীব উঠি নাচে সমর-উল্লাসে ।

শনি । [স্বগত] সকলে তো স্ব স্ব ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে দেবরাজকে এক রকম ঠাণ্ডাঠুণ্ডি ক'রে তুলেছে ; এ ক্ষেত্রে আমার বিদ্যার পরিচয়টা আর বাকি থাকে কেন ? [প্রকাশ্যে] বলি, দেবরাজ ! বলপ্রয়োগে শত্রু-সংহার করবেন ? দানব-সমরের কথা বুঝি মনে নাই ? গাত্রবলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হয়েছিল ? দেবরাজও যেমন বিকৃতমস্তিষ্ক হয়েছেন, দেবগণও সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছেন ।

ইন্দ্র । ভাল গ্রহরাজ ! তোমার যুক্তি কি ?

শনি। আমার যুক্তি, কৌশলে কর্ম্ম হাসিল করা,—টু শব্দটি হবে না—কাক কোকিলে জানতে পার্‌বে না।

ইন্দ্র। তা সে কর্ম্ম কর্‌তে গেলে বুদ্ধি চাই।

শনি। শনির কখন বুদ্ধির অভাব হয় নাই। শনির পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বুদ্ধি বোঝাই। যার প্রতি এই রকম ক'রে বাঁকা দৃষ্টিটা ঘোরাবে, তাকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তেই হবে। তার রাজ্য যাবে—মান যাবে—তাকে শেষে ভিক্ষা ক'রে খেতে হবে,—তবু তার নিষ্কৃতি নাই। পোড়া মাছ জলে ধুতে গেলে সেও ধড়ফড়িয়ে পালিয়ে যায়। যাক্‌, এখন কাজের কথা বলি। বালকটা যেখানে তপস্যা করতে গেছে, সেইখানে এক নর-ঘাতক কাপালিক আছে। বাস্‌,—আমি আর আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র ছদ্ম-বেশে তার কাছে শিষ্যত্ব প্রার্থনা কর্‌বো। তারপর সেই মাল্য বেটার সন্ধানটা ব'লে দিলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।

জয়ন্ত। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত এতদূর ভীরু নয়।

শনি। আহা তুমি ছেলে মানুষ, বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছো না!

জয়ন্ত। বুঝেছি, দেবতাদের ভাগ্য একে জ্বল্‌তে বসেছে, তাতে আবার চারিদিক থেকে পাপের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। চারি-দিকে পাপ কল্পনা—পাপ অভিসন্ধি!

শনি। না, এ মুস্কিলে ফেল্‌লে! দেখুন দেবরাজ!

ইন্দ্র। জয়ন্ত! কে তোমাকে গ্রহরাজের বাক্যে প্রতিবাদ কর্‌তে বল্‌লে?

জয়ন্ত। তবে পিতা! এই নিস্তব্ধ থাক্‌লাম। কর্ণ, বধির হও, রসনা, জড় থাক।

ইন্দ্র। অধিকন্তু তুমি গ্রহরাজের সংকল্পে পোষকতা কর্‌বে।

জয়ন্ত। পিতৃ-আজ্ঞা চিরদিন শিরোধার্য্য।

শনি। তবে দেবরাজ! আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

ইন্দ্র। না—তবে মাতলিকে একবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত। তারই বা মত কি?

মাতলির প্রবেশ।

মাতলি। মাতলি অন্তরাল থেকে সকল কথা শ্রবণ করেছে। বলি সুরনাথ! এ সকল পাপ অভিসন্ধি কেন? কি আশ্চর্য্য! শত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন ক'রে যে মহাত্মা শতক্রতু নাম ধারণ করেছেন—স্বর্গের একাধীশ্বর হ'য়ে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অমরবৃন্দকে সুশাসিত রেখেছেন, তাঁর কেন এ সকল কাপুরুষের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ? আমি অল্পবুদ্ধি সারথি, দেবরাজকে উপদেশ দিই এমন জ্ঞান আমার নাই। তবে যদি দেবরাজের হিতৈষী ব'লে আমার উপদেশ গ্রহণে অভিরুচি হয়, তা হ'লে অবিলম্বে ও সকল পাশবিক ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ কর। স্বর্গাধিপ ইন্দ্রের উন্নত হৃদয়ে এ সকল পৈশাচিক অভিসন্ধি কখন স্থান অধিকার করতে পারে না। কি আশ্চর্য্য! একজন রক্ষসন্তানের নিধন ব্যাপারে দেবতারা সকলে এমন কি দেবরাজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করতে অগ্রসর হয়েছে!

ইন্দ্র। মাতলি! তা হ'লে কি তুমি আমাকে নিশ্চেষ্ট থাকতে বল?

মাতলি। অন্ততঃ এ বিষয়ে তোমাকে নিষেধ করি।

ইন্দ্র। তার চেয়ে বল না, আমাকে ইন্দ্রত্ব ত্যাগ করতে। মাতলি! বার্দ্ধক্য বশতঃ তোমার বুদ্ধিবৃত্তির ঘোর শিথিলতা ঘটেছে।

মাতলি। যাই হোক্, মাতলির বক্তব্য মাতলি অকপটচিত্তে প্রকাশ করেছে, এখন বিচার দেবরাজের হাতে। কিন্তু এখনও বলি দেবরাজ!

ভ্রান্তির ঘোর ঘূর্ণিপাকে পতিত হয়েছ, এখনও জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত কর, নতুবা তোমার পরিণাম অত্যন্ত বিষাদময় হবে, এ তুমি নিশ্চয়ই জানবে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। গ্রহরাজ! মাতলির কথায় মনটা যেন কেমন হ'য়ে উঠ্‌লো। শাস্ত্রের বচন—বৃদ্ধের বচন আপদকালে গ্রাহ্য।

শনি। দেবরাজ! বৃদ্ধের বচন সকল সময় শুন্‌তে গেলে তো আর দিন চলে না!

ইন্দ্র। যাক্—এখন সভা ভঙ্গ হ'লো। গ্রহরাজ! তুমি জয়ন্তকে নিয়ে স্বকর্ম্মে অগ্রসর হও। আমরা তোমাদের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাক্‌লাম।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মেরুপর্ব্বত—কাপালিকাশ্রম।

নরকপালহস্তে কাপালিক।

কাপা। বিকট দশনা ভীমা অসিতবরণা,
রুধির পিয়াসে লোলুপা রসনা,
জগন্মাতা মুণ্ডমালাবিভূষণা ত্রিনয়না,
করাল কৃপাণকর-সুশোভনা,
সৃক্কণীবাহিণী নররক্তঝরণা.
মা! মা! সন্তানের প্রতি প্রসন্না হও,
মনস্কামনা পূর্ণ কর।
বিবসনা শ্যামা মুক্তকেশী,
ভালে জ্বলে ধক ধক চন্দ্রকলা,
নিতম্বশোভিত নরকর-মেখলা,
যোগিনী সঙ্গিনী শ্মশানবাসিনী হররমা,
জলদ গম্ভীর ভৈরবনাদিনী,
মহিষমর্দ্দিনী শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী,
রক্তবীজবিনাশিনী দেবী দনুজদলনী!
ভক্তাধীনে হও মা প্রসন্না!

মা! মা! আর কত দিন সন্তানকে ছলনা কর্‌বি? দে মা

তোর ঐ রক্তোৎপল-বিনিন্দিত চরণ দুখানি। আমি ঐ চরণ ধ'রে সিদ্ধিলাভ করি।

স্বষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী,
বিরাট বিশ্বপ্রসবিনী
মহাকালী শক্তিস্বরূপিনী,
বিকট তাণ্ডবে কম্পিতা মেদিনী,
দীন দয়াময়ী দেবি!
দেহি পদাশ্রয় এ আশ্রিত জনে।

ওমা ছলনাময়ি! এ অধম সন্তানের প্রতি আজ একি ছলনা? জগদম্বে! এ জ্ঞানহীন তনয় একান্ত যে তোর ঐ রাঙ্গা পায়ে জীবন সমর্পণ করেছে। পাষাণী বেটি! আমার অভীষ্ট পূর্ণ না কর্‌লে তো ছাড়্‌বো না। হা মা! দয়াময়ী হ'য়ে আজ কি আমার প্রতি পাষাণময়ী হয়েছিস্? নইলে হে চিরানন্দময়ি! ঘনাবৃত চন্দ্রিকার ন্যায় তোর যে হাস্যময় মুখ দেখে এই অবোধ সাধকহৃদয়ে আশার লহরী খেল্‌তে থাক্‌তো! আজ কেন সেই ফুল্লানন ঘোর নির্দ্দয়তার কঠোর আবরণে আবৃত হ'য়ে থাক্‌বে? ওমা অভয়ে! ভয়ে যে এ অভাজনের জীবন কম্পিত হ'চ্ছে। জননি! এ বিজন বিপিনময় ভীষণ শ্মশানবক্ষে তুই আর আমি। দেখিস্ মা, যেন আমাকে ভজনহীন জেনে অভিমান করিস্ নে। বেটি! তুই যে বড় অভিমানিনী, তাই ভয় হয়, তোর অভিমানে পাছে আমার সকল ক্রিয়া পণ্ড হয়!

শিষ্যবেশে জয়ন্ত ও শনির প্রবেশ।

উভয়ে। [সমস্বরে] গুরুদেব! অভিবাদন করি।

কাপালিক। কে তোমরা আগন্তুক? আমাকে গুরুদেব ব'লে

সম্বোধন কর্‌লে ? এখানে তোমাদের কি অভিপ্রায় এবং কোথা থেকে তোমাদের আগমন ?

উভয়ে। আমরা সংসারত্যাগী। মহাপুরুষ! আমরা আপনার শিষ্যত্ব-প্রার্থী।

কাপালিক। অসম্ভব—অতি অসম্ভব! এ ধর্ম্ম যে অতি দুষ্কর। সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া অবৈধ ব'লে নিষিদ্ধ, এ ধর্ম্মে সেগুলি সর্ব্বাগ্রে পালনীয়। কালী করালবদনী শ্যামা মা আমাদের উপাস্যা দেবী। সুরাপান, নারীসঙ্গম, দৈনিক নরবলী প্রভৃতি কার্য্যাবলী তান্ত্রিকদের ধর্ম্ম কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। স্বহস্তে নিরপরাধ নরকে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে মায়ের নিকট বলি দিতে হবে। দৃষ্টিশক্তিবিরোধিনী দিগন্তব্যাপিনী অমা-নিশিথিনী যোগে ঘোরা কৃষ্ণবর্ণা কাদম্বিনী অপেক্ষা গাঢ় অন্ধকারময় নিবিড় অরণ্যের ভীষণ শ্মশানবক্ষে নানাবিধ বিকট উৎপাতের মুখে গলিত শবাসনে মায়ের রূপ ধ্যান কর্‌তে হবে। এই সকল উৎকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌লে সাধনায় সিদ্ধিলাভ। ব্যাপার ভয়ানক গুরুতর, বিশেষ চিন্তা ক'রে অগ্রসর হও।

শনি। দেব! ঐ পদে মনপ্রাণ অর্পণ করেছি।

জয়ন্ত। গুরুবলে আমরা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বো।

শনি। দেব! আমাদের উভয়কে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। আমরা হৃদয়ে অনেক আশা ধারণ ক'রে এসেছি। নিরাশ কর্‌বেন না। আমরা আপনার আদেশ মত কার্য্য কর্‌বো। যত দিন না সিদ্ধ হই, ততদিন দুষ্কর সাধনায় রত থাক্‌বো। আমাদের অগ্র হ'তে গুরু মন্ত্রে দীক্ষিত করুন।

কাপালিক। বৎস্য! তোমাদের বাক্যে আমি প্রীত হ'লাম। তোমাদিগে শিষ্যরূপে গ্রহণ কর্‌লাম; কিন্তু সাবধান, যেন ভয়গ্রস্ত হ'য়ে বিচলিত হ'য়ো না।

উভয়ে। [করযোড়ে] যে আজ্ঞা দেব !

কাপালিক। শিষ্যগণ ! আজ আমার ভাগ্য বড় মন্দ ! মায়ের তৃপ্তির জন্য প্রত্যহ এক একটি নর বা রাক্ষস চাই ; কিন্তু অদ্য তো কিছুই মিল্‌ছে না ! অতএব বৎসগণ ! যাতে এ বিপদ থেকে উদ্ধার হই, সে চেষ্টা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমরা সত্বর এই বন মধ্যে বিচরণ ক'রে একটা নর বা রাক্ষস আনয়ন কর্‌বে।

শনি। গুরুদেব! সে জন্য ভাবনা কি ? আমাদের আগমন পথে অকস্মাৎ একটা রক্ষ-শিশু দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বালকটি নধর কলেবর, —সম্প্রতি গৃহত্যাগী।

কাপালিক। তাকে বন্ধন ক'রে এখানে আনয়ন কর্‌বে। তোমরা উভয়ে গমন কর।

শনি। [জয়ন্ত সহ গমনোদ্যত হইয়া] মা দেব ! আর যেতে হবে না। দেখুন, সেই বালক পথভ্রষ্ট হ'য়ে এই দিকেই অগ্রসর হ'চ্ছে ?

কাপালিক। তাই তো, মা ভৈরবী বুঝি দাসের প্রতি প্রসন্না হ'লেন। আহা মা আনন্দময়ীর এরূপ দয়া না থাক্‌লে বা সকলে তাঁকে দয়াময়ী ব'লে ডাক্‌বে কেন ? শোন শিষ্যদ্বয় ! এই অস্থিসমাকীর্ণ নির্জন শ্মশানের ভীষণতা দেখে অনভ্যস্ত আগন্তুক সঙ্কুচিত হ'তে পারে। তজ্জন্য তোমরা আত্ম-গোপন ক'রে এরূপ নিরীহভাব ধারণ কর্‌বে, যেন তার মনে কোনরূপ শঙ্কা বা সন্দেহের উদ্রেক না হয়।

ধীরপদবিক্ষেপে মাল্যবানের প্রবেশ।

মাল্যবান। [স্বগত] কি ভীষণ বন ! নীরব—নিশ্চল। যদিও আকাশ মেঘমুক্ত—সময় দিনমান, তথাপি যেন নৈশ অন্ধকার ! বোধ হয়, এখানে কখন সূর্য্যালোক প্রবেশ কর্‌তে পারে না। সে যা হোক্,

এবার কোন্‌দিকে যাই, পথ স্থির করতে পারছি না! নিকটে তো কেউ নাই, কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি!

কাপালিক। পথহারা পথিক সুজন!

এস হেথা পথ তব হবে নিরূপণ।

মাল্যবান। [সচকিতে] একি! মধুর মানব-স্বর! না, হয় আমার কর্ণ ভ্রান্ত অথবা আমার স্বপ্নদর্শন; নতুবা এ গহন-কাননে মানবের কি প্রয়োজন!

কাপা। নহে ভ্রান্ত কর্ণ তব,
নহে তব স্বপ্ন দরশন।
[অতি উচ্চৈঃস্বরে]
বিপন্ন উদ্ধার হেতু শোন পান্থজন!
বনে মোর প্রয়োজন।
এস আগন্তুক!
নির্ভীক-অন্তরে মোর কানন-আশ্রমে।

মাল্যবান। তাই তো, সত্য সত্যই মানব। শ্মশ্রুগুম্ফ-বিলম্বিত মুখ-মণ্ডল, রক্তবর্ণ পরিহিত মহাপুরুষ! আপনি কি তপস্বী?

কাপালিক। জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন, বেশ যখন তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মাল্যবান। এ দু'জন কে?

কাপালিক। আমার শিষ্য।

মাল্যবান। মহাপুরুষ! আপনার যোগীবেশ দেখে আমার মনে কোথায় সাহস আসবে, তা না হ'য়ে ভয়ের সঞ্চার হ'চ্ছে কেন? জানি দেব! যোগাচারীর পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হ'লে মন মধ্যে এক অলৌকিক স্ফূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু বলতে কি, গলিত শবসমাকীর্ণ অস্থিময় আপনার এই আশ্রম আমার পক্ষে শ্মশান ব'লে বোধ হ'চ্ছে,—আর

আপনাকে ঘাতক ভণ্ড তাপস ব'লে জ্ঞান হ'চ্ছে। যোগীবর! অপরাধ মার্জ্জনা করুন, এ বিচিত্র ভাবের কারণ কি?

কাপালিক। অগ্রে তোমাকে বন্ধন ক'রে পশ্চাৎ কারণ বলা যাবে। শিষ্যদ্বয়! অগ্রে বালককে বন্ধন কর।

[শনি ও জয়ন্ত কর্ত্তৃক মাল্যবানকে বন্ধন]

মাল্যবান। দেব! আমি তো কোন কটু কথা বলি নাই। আমি অকপটচিত্তে মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছি মাত্র।

কাপালিক। আমার ধর্ম্ম আমি কর্ছি।

মাল্যবান। আপনার ধর্ম্ম কি অত্যাচার—বিশ্বাস-ঘাতকতা?

কাপালিক। বালক! তুমি বুঝ্তে পার্ছ না। আমি কাপালিক, তোমাকে মা ভৈরবীর নিকট বলি দেবো।

মাল্যবান। কাপালিক! আপনি কি মানব, না মানবরূপী বিধাতার কোন নূতন সৃষ্টি?

কাপালিক। মানব বৈকি, তবে আত্মোন্নতির জন্য এই ভীষণ ব্যাপারে সংযুক্ত।

মাল্যবান। তা হ'লে বোধ হয়, আপনি নররক্তলোলুপ হৃদয়হীন পশুর সঙ্গে নিজের প্রকৃতি বিনিময় করেছেন!

কাপালিক। বালক! মায়ের তৃপ্তির জন্য বলি,—তাতে পাপ নাই।

মাল্যবান। কেন, মা কি পিশাচী? রক্ত ভিন্ন অন্য কিছুতেই কি তাঁর তৃপ্তিলাভ হয় না? বলুন ধার্ম্মিক, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে জীব-হিংসার বিধান আছে? নরকের-কৃমি! দস্যু! চণ্ডাল! ধর্ম্মের ভাণ ক'রে পাপ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দান কর্ছ!

শনি। ওরে ছোঁড়া, তুই মর্তে চলেছিস্,—জানিস্? এ্যাঁ! ছোড়াটা বলে কি!

জয়ন্ত। তর্ক বিতর্ক এখনই খাঁড়ার আগায় শেষ হবে।

মাল্যবান। জল্লাদগণ! তার জন্য তত কাতর নই। মা যদি সন্তানের রক্তপানে ইচ্ছা ক'রে থাকেন, সে তো বরং সৌভাগ্যের কথা। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় বাধাদান করে, এমন সাধ্য কার আছে? ওমা ভৈরবি! সত্য সত্যই কি অনাশ্রয় বনচারীর রক্তপানে উৎসুক হয়েছ? কালভয়বারিণী কালিকে! যদি এ অভাগার কালপূর্ণ হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে আর বিলম্ব কেন? মাটীর দেহ মাটী হবে, তাতে দুঃখ নাই; তবে এই মাত্র পরিতাপ রইল জননি, যে কার্য্যের জন্য সোণার সংসার ত্যাগ করেছি—পিতা মাতাকে নয়নাসারে ভাসিয়ে এসেছি, সে কার্য্য আমার সফল হ'লো না! ওমা! সিদ্ধিদায়িনি! এ জীবনে বুঝি সিদ্ধ হ'তে দিলি নে?

কাপালিক। আরে বাচাল, বাচালতা রেখে দে,—মৃত্যুকে আলিঙ্গন-দানে প্রস্তুত হ'। এস শিষ্যদ্বয়, এই অবসরে আমরা কিঞ্চিৎ সুরাপান ক'রে নিই। [সুরাপান]

কিয়দ্দূরে শবরীর প্রবেশ।

শবরী। [স্বগত] আহা, বাছা তো কখন বনে আসে নাই। আর কোথায় বা খুঁজি! তবে কি হিংস্র পশু তার জীবন নষ্ট করেছে, না বন-দেবী তার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে লুকিয়ে রেখেছে! আচ্ছা, আর একবার ডেকে দেখি।

গীত।

কোথা গিয়েছ—গিয়েছ—গিয়েছ বাছা রে,
দেখা দিয়ে যাদুধন বাঁচা রে।
প্রাণ আকুল হ'লো রে, না হেরি তোমারে, আয় ত্বরা করি।
মন-প্রবোধ মানে কি, ওরে সোহাগের পাখী,
ব্যাধ-ফাঁদে প'ড়ে কি ফাঁকি দিলি রে, বুঝিতে না পারি।

কাপালিক। [সবিস্ময়ে] একি ! মধুর নারীকণ্ঠ নয় ! হাঁ, খুব সন্নিকট বটে ! শিষ্যদ্বয় ! ঐ শোন, বোধ হয় রমণী বালকের কেউ হবে। যাই হোক্, বেশী লোক দেখ্‌লে রমণীর আশঙ্কা হ'তে পারে। তজ্জন্য তোমরা বালক সহ নিকটস্থ ঐ কুঞ্জে লুক্কায়িত থাক গে। আমিও সেই ভীতিজনক পানপাত্র সকল স্থানান্তরিত ক'রে নিরীহ বৃদ্ধবেশ ধারণ করি। [বৃদ্ধবেশ ধারণ]

শনি ও জয়ন্ত। আয় রে বাচাল !

[মাল্যবানকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

শবরী। [কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া] কোন উত্তর পেলাম না। তবে কি আমার মাল্য নাই ! আহা, বাছার মুখে দিবানিশি তারানাম। শয়নে স্বপনে, সুখে দুঃখে, কেবল আমার নামে বিভোর হ'য়ে আছে। এ রকম ভক্তের প্রাণ গেলে আমার তারানামে মহা কলঙ্ক স্পর্শ কর্‌বে। এ কলঙ্কিনী তারার নাম আর তো কেউ কর্‌বে না। আচ্ছা, এইবার একবার ডাকি। মাল্য ! মাল্য ! কোন উত্তর নাই। বল্ প্রতিধ্বনি—বল্ বনদেবি ! আমার মাল্য কোথায় ? নইলে আবার সেই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে সৃষ্টি রসাতলে দেবো ! এখনও বল্‌ছি, সহজে ফিরিয়ে দে।

কাপালিক। তরুণি ! তুমি কা'কে অন্বেষণ কর্‌ছ ?

শবরী। একটি বালককে। মহাপুরুষ ! তুমি তার সন্ধান দিতে পার কি ? তা হ'লে আমি চিরদিন তোমার কাছে বাঁধা থাক্‌বো।

কাপালিক। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! তা তো থাক্‌তেই হবে। তা সে বালক আমাদের কাছেই আছে। সুন্দরি ! তুমি পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ ; এস, আমার আশ্রমে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ কর্‌বে।

শবরী। আপনার হৃদয়খানা দেখ্‌ছি দয়ায় পূর্ণ।

কাপালিক। কামিনি ! আমাকে উপহাস কর্‌ছ না কি ?

শবরী। না—না।

কাপালিক। আচ্ছা, সে বালক তোমার কে ?

শবরী। বালক আমার কে, তা ঠিক বল্‌তে পারি না। তবে সে আমাকে বড় ভালবাসে, আমিও ঠিক তাকে সেইরূপ ভালবাসি।

কাপালিক। যাক্‌, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,— তোমার স্বামী আছে কি ?

শবরী। আছে।

কাপালিক। কি করে ?

শবরী। সাপ ধ'রে খেলা করে—ছাই নিয়ে গায়ে মাখে—গাঁজা খায়—বলদে চড়ে ; গুণ কিছুই নাই, কেবল কপালভরা আগুণ।

কাপালিক। তবে কি বেদে না মহাদেব ?

শবরী। হাঁ বেদে মহাদেব।

কাপালিক। তরুণি ! পূর্ণযৌবনসত্বে তোমার একি ভ্রম ?

শবরী। মহাপুরুষ ! এ কি বল্‌ছ ?

কাপালিক। [শুক্লবস্ত্র ও পক্ককেশ উন্মোচন করিয়া] এই দেখ বামা, আমি বামাচারী কাপালিক, আমার প্রেমপ্রণয়িনী হও। এই আমি তোমাকে বন্ধন কর্‌লাম।

শবরী। তুমি এ কি কথা বল্‌ছ গো ?

কাপালিক। বল রূপসি, আমার সঙ্গে কাম-সরোবরে কেলি কর্‌বে ? তোমার এ অনুপম রূপলাবণ্য—এ মনোরম যৌবন, ভোগের জন্য ভগবান দিয়েছেন। বৃক্ষ কি জন্য সুরস ফল ধারণ করে—জলাশয় কি জন্য উপাদেয় মৎস্যপোষণ করে ? আমাদের ভোগের জন্য। জান, পদার্থের সার্থকতা তার ব্যবহারে, কেবল অস্তিত্বে নয়। রত্ন যদি আকরে থাকতো—অলঙ্কার-

রূপে নারী-অঙ্গে ব্যবহৃত না হ'তো, তা হ'লে কে রত্নের আদর করতো ? মানিনি ! বুঝে দেখ, বিধাতা বহু যত্নে তোমার দেহখানি চিত্রিত করেছে। চাঁপাফুলের মত দেহকান্তি—পক্ক বিম্বের ন্যায় ওষ্ঠাধর—বিকাশোন্মুখ পঙ্কজের ন্যায় স্তনযুগল—রম্ভার মত সুচারু উরু—সর্পিণীর মত সুচিকণ কুন্তলজাল দিয়েছেন, বল নিতম্বিনি ! এগুলি কি তাঁর পণ্ডশ্রম হবে ? কেন তুমি বিধাতার বিধি অমান্য কর্‌ছ ?

মাল্যবান সহ জয়ন্ত ও শনির পুনঃ প্রবেশ।

কাপালিক। এই দেখ সেই বালক। এখনই ওর মুণ্ড দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হবে।

মাল্যবান। মা ! কেন তুই এ দুরন্ত দস্যুদের কাছে এসেছিস্ ? ওরে ঘাতকগণ ! অসহায়া নারীর উপর একি অত্যাচার ?

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

কর্ম্মানন্দ।—

গীত।

এমন পাগল তো দেখি নি।
জহুরি ব'লে গুমর কর, জহর নাহি চিনি ॥
সোণার সুযোগ ছাড়্‌লি অবোধ না হরিলি মণি।
দংশিবে অচিরে তোরে (ঐ) দাঁড়িয়ে কাল-ফণিনী ॥

কাপালিক। কি বলে রে ? বুঝ্‌তে পার্‌লে কেউ ?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

চোখ থাকৃতে অন্ধ যে তুই হারিয়েছিস্ যে মণি।
বুঝ্‌লে অর্থ হয় যে ব্যর্থ বিধির লেখনী ॥

কাপালিক। আরে এটা সত্য সত্যই তো পাগল। আমার দুটো চোখ থাক্‌তে অন্ধ দেখ্‌লে কোথায় ?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ঘ্রাণে দেখে গরু জাতি, বেদে দেখে জ্ঞানী,
চার দিয়ে রাজা দেখে, চোখে ইতর প্রাণী।
পাগল বল কারে ও পাগল, পাগল যে আপনি,
নেবা চোখে পীতবর্ণ দেখে জগৎখানি।

কাপালিক। না, পাগলের কথা শোনা হবে না ;

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কালভেরী বাজ্‌ছে ঐ শোন, শুন্‌বি কেন বাণী,
ঐ খড়্গে লীলা সাঙ্গ হ'লে বুঝিবি তখনি।

কাপালিক। রমণীর বন্ধনমোচন কিছুতেই হ'তে পারে না। ও যতই বলুক না কেন।

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পান কর্ রে দারুণ বিষ তাতে পরমাদ না গণি,
হজম যদি কর্‌তে পারিস্, তবে তো বাখানি।
বাঁধ বাঁধ ক'সে বাঁধ ও তোরে পেয়েছে যে শনি,
আমার কর্ম্ম ক'রে গেলাম তুই কিন্তু বুঝ্‌লি নি।

[প্রস্থান।

কাপালিক। বালক! এইবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'।

মাল্যবান। আমি মর্‌তে প্রস্তুত আছি। ঘাতক! আমার মাকে ছেড়ে দে, মায়ের কোমল করে বড়ই লাগ্‌ছে।

কাপালিক। তোর মা যদি পালায়?

শনি। ছোঁড়াটা ভারি সেয়ানা।

মাল্যবান। না জল্লাদগণ! মা আমার পালাবে না।

কাপালিক। কেমন সুন্দরি?

শবরী। আমি পালাবো না। তবে আমার একটা কথা রাখ, আগে আমাকে মেরে ফেল, তারপর ছেলেটাকে যা হয় কর। ছেলেটাকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি।

কাপালিক। না, বালককে অগ্রে মায়ের নিকট উৎসর্গ কর্‌বো। আচ্ছা, তোমার বন্ধন মোচন কর্‌লাম,—দেখো, যেন পালিও না।

মাল্যবান। তারা—তারা—কোথা মাতা ত্রিতাপহারিণী,
ত্রাসিত তনয়ে তার ত্রৈলোক্যতারিণি!
দনুজদলনী দেবী দুর্গতিনাশিনি,
বিশ্বপ্রসবিনী শ্যামা শম্ভুসোহাগিনি!
প্রণবরূপিণী রুদ্রহৃদিবিহারিণি,
দুরন্তদমিতা মাতা দয়াবিধারিণি!
পার্ব্বতী পরমা সতী সত্য সনাতনি,
করালী কপালী কালী কাল কাদম্বিনি,
দামিনীহাসিনী ভীমা ভ্রুকুটিভঙ্গিনী,
জলদনাদিনী সদা যোগিনী সঙ্গিনি!
পড়েছি সঙ্কটে মাগো না হেরি উপায়,
অন্তিমে অম্বিকে রেখো তব রাঙ্গা পায়!

গীত ।

তারা তারা বলে ডাকি মা আমার কৈ গো !
তবে কি সে সর্ব্বনাশী বেঁচে বুঝি নাই গো ।
ওমা খেয়েছিস্ কি কানের মাথা,
হৃদয় কি তোর পাষাণে গাঁথা,
দয়াময়ী নাম তোর বৃথা এতদিনে জান্‌লাম গো ।

কাপালিক । কেমন ডাকা শেষ হ'লো তো ?

মাল্যবান । ঘাতক ! এ ডাকার শেষ নাই । তবে আপাততঃ হয়েছে ।

কাপালিক । [খড়্গ লইয়া] রক্তপিপাসু করবাল ! এইবার আকণ্ঠ পূর্ণ ক'রে রুধির পান কর ।

শনি । [যূপকাষ্ঠ প্রথিত করিয়া] এই যূপকাষ্ঠে মাথা দে ।

শবরী । ঘাতক ! শিষ্য রাজার ছেলে । দেখিয়ে দাও, কেমন ক'রে মাথা দিতে হয় ।

কাপালিক । দেখাবে আবার কি ? এই ভাবে । [যূপকাষ্ঠে মস্তক স্থাপন]

[সহসা খড়্গ লইয়া শবরী কাপালিকের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন ।]

কাপালিক । [উঠিয়া সভয়ে] একি ! একি ! চারিদিকে বিভীষিকা ! রক্তবিগলিত শত শত নরশির কোথা হ'তে বর্ষণ হ'চ্ছে ! একি ! আবার ! কৃপাণছিন্ন পুঞ্জীকৃত নরকর—অসংখ্য নরগ্রীবা—অগণন নর-উরু—অপরিমিত নর-কটী অবিশ্রান্তধারে পতিত হ'চ্ছে ! ঐ আবার কি ! শোণিত-বৃষ্টি ! ও কে ? ভীমা ভৈরবী ভীষণ খড়্গধারিণী ! ঐ যে মত্তা মাতঙ্গিনী সমা কে বামা শোণিতপানে উন্মত্তা, অস্থি চর্ম্ম চর্ব্বণ কর্‌ছে—বিকট গর্জ্জনে পৃথিবীকে কম্পিতা ক'রে তুল্‌ছে ! ঐ যে তীব্র

কটাক্ষ ! অগ্নিসম ভীম ভ্রূকুটি ! ঐ যে করালাস্য বিস্তার ক'রে পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যতা ! ঐ যে আমার দিকে লক্ষ্য কর্‌ছে ! এল—এল, ধর্‌লে—ধর্‌লে ! কোন দিকে যাই ! এই দিকে ! না—না এদিকে সেই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ! এই দিকে যাই ! এদিকেও সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ! এই দিকে—এই দিকে, না—না ! এখানেও সেই কৃতান্তরূপিণী মূর্ত্তি ! তবে এই দিকে যাই ।

[বেগে প্রস্থান ।

শবরী । কোথায় যাবি !

[পশ্চাদ্ধাবন ।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের পুনঃ প্রবেশ ।

কর্ম্মানন্দ ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

পালিয়ে যাবি কোন্ খানে তুই এড়াতে পার্‌বি নি ।
পালিয়ে কি সে বাঁচে, যারে কাল করে টানাটানি ॥
পরহিংসায় পাতে যে ফাঁদ মরে সে আপনি ।
ঐ দেখ্ মুণ্ড নিয়ে আস্‌ছে ধেয়ে সেই শবরীরূপিণী ॥

[প্রস্থান ।

কাপলিকের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া শবরীর পুনঃ প্রবেশ ।

শবরী । এই দেখ্ ভণ্ডগণ ! কার মুণ্ড চিন্‌তে পার্‌ছিস্ ? যে পাপিষ্ঠ তারাভক্তের জীবন নিতে চেষ্টা করে, তার পরিণাম এই কাপালিকের মত হ'য়ে থাকে ।

জয়ন্ত। মা! আমাদের কিছু ব'লো না, আমরা গুরু-আজ্ঞা অমান্য কর্‌তে পারি নি। আমাদের কিছু ক'রো না মা, আমাদের ঘাট হয়েছে— আমরা নাকে কাণে খৎ দি্‌চ্ছি। মা! এমন কাজ আর কখন কর্‌বো না।

শনি। [স্বগত] বাবা, অনেক মেয়েমানুষ দেখেছি, এমন বুকের পাটা আর কখন দেখি নি। না জানি, যে বেটী একে গর্ভে ধারণ করেছিল, সে বা কিরূপ? এ রকম মেয়েমানুষ দু-চারজন পাওয়া গেলে তো শুম্ভ নিশুম্ভ বা মহিষাসুর বধ কর্‌তে তত কষ্ট পেতে হ'তো না। দোহাই মা! তোমার ঐ খাঁড়াটা রাখ। মা! তোমার মত আর কটি মেয়েমানুষ আছে?

শবরী। ওরে ঘাতকশিষ্যদ্বয়!

উভয়ে। [শশব্যস্তে] এঁ্যা—মা!

শবরী। তোরা সত্য বল্‌।

উভয়ে। বল্‌ছি মা!

শবরী। তোরা কারা?

শনি। বল্‌ছি বাছা। একটু নরম সুরে বলনা গা, বড় ভয় কর্‌ছে!

জয়ন্ত। আমরা—আমরা—

শনি। আর কেন বাছা, ছেড়ে দাও কেঁদে বাঁচি।

জয়ন্ত। মা! এ মুখে আর কেমন ক'রে পরিচয় দিই। বালকের অসাক্ষাতে বরং দিতে পারি।

শবরী। মাল্যবান! কাপালিকের রক্তে এ স্থান কলুষিত হয়েছে; তুমি ঐ তপোবনে ধ্যান আরম্ভ করগে।

মাল্যবান। চল্‌লাম মা! আমার কথা যেন স্মরণ থাকে।

জয়ন্ত। এই দেখ মা, আমি ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত। [ছদ্মবেশ ত্যাগ]

শনি। এই দেখ মা, আমি গ্রহপতি শনি। [ছদ্মবেশ ত্যাগ]

জয়ন্ত। মা! তুমি কখন সামান্যা নারী নও। বল মা, তুমি কে?

শবরী। এই দেখ, আমি কে। [ছদ্মবেশ পরিত্যাগ]

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

দাঁড়িয়ে কেন এ ভাবে সব (ওরে) হেট ক'রে মুখখানি,
কোথায় রইল সে ষড়যন্ত্র ওরে যাদুমণি।
যার হৃদয়ে বাস করেছে কালভয়বারিণী,
তারে মার্‌তে গেলি তোরা একটু ভাব্‌লি নি।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। বিশ্বজননী মাল্যবানের সহায়। গ্রহরাজ! তার কি বিঘ্ন আছে?

শনি। তা এতদূর হবে, কে জান্‌তো?

শবরী। আচ্ছা জয়ন্ত! তোমার এরূপ মতি হ'লো কেন?

জয়ন্ত। কি কর্‌বো মা, পিতৃ-আজ্ঞা।

শবরী। প্রতিবাদ কর নাই কেন?

জয়ন্ত। করেছিলাম জননি, কোন ফল হয় নাই। ভাব্‌লাম, যদি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করি, শাপগ্রস্ত হবো,—যদি আজ্ঞা পালন করি, পাপ কুণ্ডে পতিত হবো। শেষে পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃঘাতী জামদগ্ন্যের কথা স্মরণ হওয়াতে পিতৃ-আজ্ঞাই পালনীয় বিবেচনা কর্‌লাম।

শবরী। শনি! তোমার কেন এ মতলব?

শনি। মা! কি করি? দেবরাজের আজ্ঞা তো অমান্য করা যায় না। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌লে যে নরকে যেতে হবে!

শবরী। শনি! তুমি যতই বল না কেন, তুমি নিশ্চয়ই এ বিষয়ের কুপরামর্শদাতা। তোমার খল স্বভাব আমি চিরদিন জানি। যাই হোক্, এ যাত্রায় আমি ক্ষমা কর্‌লাম। কিন্তু যে কার্য্য আরম্ভ করেছিলে, তাতে তোমাদের শাস্তি হওয়া উচিত। এই খড়্গে তোমাদেরও শিরশ্ছেদন ক'রে গুরুর পথে পাঠান উচিত ছিল। করি নাই এই জন্য, ধাতা তোমাদের অমর করেছেন; তোমাদের হত্যা কর্‌লে তাঁকে অপমান করা হ'তো। এখন গিয়ে দেবরাজকে বলগে যে, স্বয়ং পার্ব্বতী মাল্যের সহায়; তাকে বিঘ্ন দান করে, এমন সাধ্য কারও নাই।

[প্রস্থান।

শনি। তাই তো, বড়ই লজ্জার কথা! তা পাঁচ কর্ম্ম কর্‌তে গেলে এক সময় ঠক্‌তে হয় বৈকি! পণ্ডিতের রসনা টলে—হস্তীর পদস্খলন হয় —সময়ে হিমাদ্রিরও শৃঙ্গপাত ঘটে। থাক্ জয়ন্ত! এ কথা তুমি আর আমি মাত্র জান্‌লাম, দেখো যেন প্রকাশ না হয়। অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহে দুশ্চরিত্র, বঞ্চনা, অপমান এ সকল বিষয় মতিমানেরা কখন প্রকাশ করে না। বুদ্ধিমানেরা কিল খেয়ে কিল চুরি করে।

জয়ন্ত। গ্রহরাজ! আমি কি সাধে প্রতিবাদ করেছিলাম, এখন ঠেকে শিখলে তো!

শনি। চল, এখন দেবরাজের কাছে নিবেদন করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

গীতকণ্ঠে ঋষিবালকগণের প্রবেশ।

ঋষিবালকগণ।—

গীত।

লুকোচুরি খেল্‌বো ব'লে এসেছি সবে মিলি।
তোমায় আমায় কেমন দাদা ভাব গলাগলি॥
ক্ষিধের চোটে জল্‌ছে মোদের পেট,
কে যোগায় এ তপোবনে মনের মত ভেট,
কি কাজ জেটে গাছে উঠে পাড়ি ঐ ফলগুলি।
গাছে ওঠা বিষম ল্যাটা কাজ কি তাতে ভাই,
এক ঢিলেতে কর্ম্ম সারি ঘুচাই সব বালাই,
ঐ পড়্‌লো রে ফল হ'লাম সফল নে নে নে রে তুলি॥

১ম ঋ-বা। কেমন ভাই, এখন তোর ক্ষিধে মিটেছে ?

২য় ঋ-বা। দু একটা ফলে কিছুই হয় নাই ভাই !

৩য় ঋ-বা। তা তোমার জন্য ধামা ধামা ফল কে কোথায় পাবে ?

২য় ঋ-বা। না ভাই, আমি ধামা ধামা ফল চাই না, তবে আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছিল, তাই।

৪র্থ ঋ-বা। আমি ভাই দুটো হত্তুকীতে ক্ষিধে মেরেছি।

৫ম ঋ-বা। আমার ভাই, ঐ এক রকম ফল আর ভাল লাগে না।

৬ষ্ঠ ঋ-বা। চল ভাই, তবে আমরা অন্য বনে যাই।

[সকলে গমনোদ্যত]

মাল্যবানের প্রবেশ।

মাল্যবান। অতি মনোরম স্থান।

১ম ঋ-বা। তুমি কে ভাই ?

২য় ঋ বা। তুমি কোথা থাক ভাই ?

৩য় ঋ-বা। তুমি কি কর্‌তে এসেছ ভাই ?

৪র্থ ঋ-বা। তুমি কোথা যাবে ভাই ?

৫ম ঋ-বা। তুমি কাদের ছেলে ভাই ?

৬ষ্ঠ ঋ-বা। তোমার বাপ মা আছে ভাই ?

৭ম ঋ-বা। তোমার নামটি কি ভাই ?

৮ম ঋ-বা। তুমি আমাদের দলে আস্‌বে ভাই ?

মাল্যবান। এ তো বিষম সমস্যা ! তোমাদের কার কথার উত্তর দিই ? এক এক ক'রে বল না ভাই !

১ম ঋ-বা। আচ্ছা, তাই বল্‌ছি। তুমি কে ভাই ?

মাল্যবান। দেখ্‌তে পাচ্ছ তো, আমি একজন তপস্বী।

২য় ঋ-বা। এবার আমার পালা,—তুমি কোথা থাক ভাই ?

মাল্যবান। এই তপোবনে।

৩য় ঋ-বা। তুমি কি কর্‌তে এসেছ ভাই ?

মাল্যবান। তপস্যা কর্‌তে।

৪র্থ ঋ-বা। তুমি কোথা যাবে ভাই ?

মাল্যবান। এইখানে থাক্‌বো।

৫ম ঋ-বা। তুমি কাদের ছেলে ভাই ?

মাল্যবান। রাক্ষসদের।

৬ষ্ঠ ঋ-বা। তোমার মা বাপ আছে ভাই ?

মাল্যবান। আছে।

৭ম ঋ-বা। তোমার নামটি কি ভাই ?

মাল্যবান। মাল্যবান।

৮ম ঋ-বা। তুমি আমাদের দলে আস্‌বে ভাই ?

মাল্যবান। না।

সকলে। [যুগপৎ] তবে আমরা চল্‌লাম ভাই !

[ঋষিবালকগণের প্রস্থান।

মাল্যবান। [স্বগত] এইবার ধ্যানে বসি। ক্ষুৎ-পিপাসায় প্রাণ বড় অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছে। একটা ফল পেলে সেইটি খেয়ে আবার দিন কতক নির্ভাবনায় থাক্‌তে পারি।

ফলহস্তে পাপিনীর প্রবেশ।

পাপিনী। [স্বগত] আজ দেবরাজের কাজ উদ্ধার কর্‌তে পারি কি না, সন্দেহ। যাই হোক্, চেষ্টা তো ক'রে দেখি। ফলটা একবার যো সো ক'রে খাওয়াতে পার্‌লে, বাস্‌! দেখা যাক্। [প্রকাশ্যে] বালক—বালক !

মাল্যবান। কে তুমি গা ?

পাপিনী। আমি বনবাসিনী।

মাল্যবান। প্রয়োজন ?

পাপিনী। বাছা ! আমি ব্রত ক'রে আছি। এই ফলটি দান ক'রে সে ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌বো। ইচ্ছা করি, এই ফলটি তুমি গ্রহণ কর্‌বে।

মাল্যবান। তাতে কোন আপত্তি নাই।

পাপিনী। তবে এই নাও, আমার ব্রত পূর্ণ কর বাছা!

মাল্যবান। [ফল গ্রহণ করিয়া] মা! ফলটি দেখ্‌তে অতি উত্তম।

পাপিনী। বাছা! ফলটি যেন নষ্ট ক'রো না; তুমি নিজে খেও।

মাল্যবান। মা! আমার ভারী ক্ষিধে পেয়েছিল, আমিও ফলের কামনা করছিলাম। যে যার কামনা করে, ভগবান তাকে তাই দেন।

পাপিনী। তবে বাছা, আমি এখন আসি। [স্বগত] আর কি!

প্রস্থান।

মাল্যবান। কৃপাময়ী তারা বুঝি এই ফল পাঠিয়েছেন। তা না হ'লে যার জন্য আমি এত চিন্তা করছিলাম, সে দ্রব্য হঠাৎ অনায়াসলব্ধ হবে কেন? দয়াময়ীর দয়ায় কি না হয়? তবে ফলটি অগ্রে মায়ের নামে উৎসর্গ করি; তারপর তাঁর প্রসাদ ভক্ষণ করবো।

অতিথিনীর প্রবেশ।

অতিথিনী। বাবা! আমি আজ তোমার আশ্রয়ে অতিথি। আজ দু'দিন হ'লো, পেটে কিছুই পড়ে নি। ক্ষিধেয় প্রাণ যায় বাবা! তা' যাক্, আমার বাড়ীতে পুত্র-কন্যাগণ আছে, তারা যে অনাহারে মারা যায়। বাবা! ঐ ফলটি আমায় দাও না!

মাল্যবান। [স্বগত] করি কি! ফলদাত্রীর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি, ফলটি আমি ভক্ষণ করবো। কিন্তু অতিথিকে কি ব'লে বিমুখ করি? শুনেছি, অতিথিকে বিমুখ করলে সে তার সঞ্চিত পাপটুকু গৃহীকে দিয়ে গৃহীর পুণ্যটুকু নিয়ে চলে যায়। যাই হোক্, অতিথিসংকার করতে হবে। [প্রকাশ্যে] এই নাও বাছা ফল। [ফলপ্রদান]

অতিথিনী। বাছা, তোমার বাসনা পূর্ণ হোক্।

মাল্যবান। বিধির কি বিচিত্র লীলা! কার ফল—কে আন্‌লে—কে আবার এসে নিয়ে গেল!

সাধুবেশে শিবানুচরগণের প্রবেশ।

শিবানুচরগণ।—

গীত।

কাজ ক'রে যাও, কাজ ক'রে যাও, ফলের বিচার ক'রো না।
দুনিয়ার ভাব চমৎকার ভেবে কিছু পাবে না।
ডাব-নারকেল সূর্য্যের ধারে, ইলিশ মাছ গভীর নীরে,
ঠাণ্ডা গুণ ডাবের তবু, ইলিশ গরম যায় শোনা।
কমল যখন থাকে জলে, ফোটায় সূর্য্য সে কমলে,
আবার দহে তারে অকাতরে জল যখন আর থাকে না।
পিকশিশুকে বায়স পালে, অনল জ্বলে সিন্ধুজলে,
আবার জল থেকে দুধটুকু নেয় হংস কেমন দেখ না।

[প্রস্থান।

মাল্যবান। [স্বগত] ফলটি আমি তারা মাকে উৎসর্গ করেছিলাম। তবে কি সেই দয়াময়ী মা আমার আজকাল অতিথিনী হয়েছে! তাই বা কেমন ক'রে হবে? মা যে আমার স্বয়ং অন্নপূর্ণা। যাই হোক, শুনেছি দ্বি-জাতির মধ্যে অগ্নি, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ গুরু, স্ত্রীর গুরু একমাত্র পতি; কিন্তু অভ্যাগত সকলের গুরু। সেই অতিথিসৎকার করেছি। অহো, আমি ধন্য—আমি পুণ্যাত্মা। আর আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই। এই বার আবার ধ্যানে বসি। কৈশর গত হ'লো, যৌবন এল, না জানি আর কত কাল এই ভাবে কাটাতে হবে!

গীতকণ্ঠে বারাঙ্গনাগণের প্রবেশ।

বারাঙ্গনাগণ ।—

গীত ।

কে তুমি হে তাপস নন্দন ।
কার লাগি কাননে ধ্যানে নিমগন ।
কাঞ্চনলাঞ্ছিত বাঞ্ছিত বরণ,
ইন্দুবিনিন্দিত সুন্দর বদন,
প্রেমের পুতলী হের আঁখি মিলি,
হৃদয় করেছি খালি তোমারি কারণ,—
বুকে বুকে রাখিব সদা চোখে চোখে,
কোটী কোটী চুমিব তব চাঁদমুখে,
প্রাণে প্রাণ গাঁথিব প্রেমানন্দে ভাসিব,
কুলমান তোমা দিব এস প্রাণধন ।—

মাল্যবান । তোমরা কারা ?

১ম বারাঙ্গনা । আমরা ভিখারিণী ।

মাল্যবান । নিঃসম্বল বনচারীর কাছে তোমরা ভিখারিণী ! কি ভিক্ষা দেবো ?

২য় বারাঙ্গনা । তোমার যা আছে, তাই দেবে ।

মাল্যবান । আমার যে কিছুই নাই ।

৩য় বারাঙ্গনা । যদি থাকে ?

মাল্যবান । তা হ'লে অবশ্য দেবো । বল, আমার দেয় কি আছে ?

৪র্থ বারাঙ্গনা । দেখ যুবক ! তৃণ, ভূমি, জল আর মিষ্টি কথা—এ কখন সাধুদের অভাব হয় না । আমরা আর কিছুই চাই না, কেবল তোমার মিষ্টি কথা—ভালবাসা !

মাল্যবান। সে জন্য চিন্তা কি? এস, হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে রেখেছি, যত পার সেই স্বর্গীয় পদার্থ নিয়ে যাও। আমি সকলকে ভালবাসি; ঐ শুক্‌টিকে ভালবাসি—ঐ মৃগশিশুটিকে স্নেহ করি—ঐ করভ, করভটীকে কতই যত্ন করি। ভালবাসায় জগৎ ভরা, তার জন্য আবার ভিক্ষা কর্‌ছো?

৫ম বারাঙ্গনা। যুবক! অধিক কি বল্‌বো, আমাদের এ হৃদয়খানা কেবল শূন্য প'ড়ে আছে,—মন গিয়ে তোমাতে মিলেছে। হৃদয়েশ্বর! হৃদয়ে আসন পেতে রেখেছি, এস।

মাল্যবান। যে রমণী সন্তানকে দশ মাস দশ দিন উদরে স্থান দিতে পারে, সে যে হৃদয়ে স্থান দেবে, তাতে আর বিচিত্র কি?

৬ষ্ঠ বারাঙ্গনা। আমরা তোমায় চোখে চোখে রাখ্‌বো।

মাল্যবান। তা পার, নইলে সদ্যজাত নিরাশ্রয় শিশুর জীবন রক্ষা কেমন ক'রে হ'তো? তোমাদের হৃদয় যে স্নেহের ভাণ্ডার।

১ম বারাঙ্গনা। আমরা অন্নজল ছেড়ে দেবো,—তোমার প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিলাবো। আমরা তোমার হবো, তুমি আমাদের হবে,—ভেদাভেদ কিছুই থাক্‌বে না।

মাল্যবান। আমি তো কখন ভেদাভেদ ভাবি নাই।

২য় বারাঙ্গনা। তবে এস সাধের প্রেমিক! নদীর উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গের মত আমাদের যৌবনভার গ্রহণ কর। ও মাটীর আসন ছেড়ে আমাদের হৃদয়-আসনে এসে ব'সো। আমাদের পূর্ণ যৌবন তোমাকে উপহার দিচ্ছি, তুমি মনোসাধে ভোগ কর। এস—এস হৃদয়সর্ব্বস্ব, আমরা অনন্তকালের জন্য প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দিই।

মাল্যবান। [স্বগত] কি আশ্চর্য্য! আমি যে ভাবে কথা বল্‌ছি,

রমণীরা ঠিক তার বিপরীত ভাব গ্রহণ করছে! [প্রকাশ্যে] রমণিগণ! এ ছলনা কেন? আমি যে তোমাদের প্রত্যেককে মাতৃস্বরূপা জ্ঞান করছি।

৩য় বারাঙ্গনা। যোগিকুমার! আমাদের নিরাশ ক'রো না। আমরা কাম-শরে জর জর হ'য়ে আছি, আলিঙ্গনদানে আশা পূর্ণ কর।

মাল্যবান। অদ্ভুত! অদ্ভুত দৃশ্য! শুনেছিলাম, মাতৃ-সম্বোধনে পিশাচিনী পর্য্যন্ত পলায়ন করে, কিন্তু এরা কি পিশাচিনী হ'তেও পাপিষ্ঠা? দূর হ' প্রেতিনিগণ!

সকলে। উঃ! বাপ্ রে! জ্বলে গেলাম! পুড়ে ম'লাম!

[প্রস্থান।

মাল্যবান। [স্বগত] এইবার বুঝি নিষ্কণ্টক হ'লাম। আবার তপে বসি। এ আবার কি! মেঘমুক্ত সুনির্ম্মল নীলাকাশ চক্ষের পলকে ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হ'য়ে গেল! দিগন্তব্যাপী আঁধার জলদজালের ভীষণ সংঘর্ষণে মেদিনী কম্পিতা হ'চ্ছে! একি! মুহুর্মুহু বিদ্যুৎস্ফুরণ—পলে পলে বজ্রপাত—ভূকম্পন—প্রলয়-ঝঞ্ঝাপ্রবাহ! মুষলধারে বৃষ্টিপাত! অহো, সৃষ্টি গেল! আকাশ ভেঙ্গে মাথায় প'ড়লো! মা, রক্ষাময়ী তারা! এইবার বুঝি বন মধ্যে প্রাণ যায়! [ক্ষণপরে] কৈ আর তো কিছুই নাই! মেঘ নাই—ঝড় নাই—বিদ্যুৎ নাই! প্রকৃতিদেবী আবার সেই হাস্যময়ী প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেছে। একি তবে সেই মা জগদম্বার কৃপায়? নইলে যে প্রকৃতি ক্ষণপূর্ব্বে ঘোরা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে সৃষ্টিনাশে উদ্যতা হয়েছিল, সে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তির সহসা পরিবর্ত্তন হবে কেন? যাক্, সকল বিঘ্ন তো এক রকম মায়ের কৃপায় কেটে গেছে; এইবার আবার তপে বসি।

সশস্ত্র ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। [স্বগত] আশ্চর্য্য! সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হ'লো। তা ব'লে জেনে

শুনে ভুজঙ্গশিশুকে জীবিত রাখা যেতে পারে কি ? [প্রকাশ্যে] আরে মূর্খ ! কিসের জন্য ধ্যান কর্‌ছিস্ ?

মাল্যবান। কে আপনি অস্ত্রধারি !

ইন্দ্র। সে পরিচয়ে তোর প্রয়োজন কি ? তুই ধ্যান কর্‌ছিস কেন ?

মাল্যবান। বিরিঞ্চির কাছে বরলাভের জন্য।

ইন্দ্র। আরে পাগল ! বরে কি হবে ?

মাল্যবান। জগতের মঙ্গলসাধন হবে।

ইন্দ্র। আরে দুষ্টমতি ! তোর দ্বারা কি মঙ্গল হবে ?

মাল্যবান। আমি তপস্যায় তাঁকে তুষ্ট কর্‌বো ! অমরত্ব প্রার্থনা কর্‌বো—শেষ বাসববিজয় বর গ্রহণ কর্‌বো।

ইন্দ্র। কেন, বাসব তোর কি অনিষ্ঠ করেছে ?

মাল্যবান। তিনি দেবগণের রাজা। দেবগণ যথেচ্ছাচারী হ'য়ে অত্যাচারী হয়েছে। তিনি তার কোন প্রতিকার করেন না, অপরন্তু তা'দিগে প্রশ্রয় দেন।

ইন্দ্র। আরে—আরে ভণ্ড রাক্ষস ! দেবকার্য্যে হস্তপ্রসার ? এখনও বল্‌ছি, যদি প্রাণের মমতা থাকে, গৃহে গমন কর্ ; নইলে এই নিষ্কাষিত তরবারি দ্বারা তোর মুণ্ড দ্বিখণ্ড কর্‌বো।

মাল্যবান। আপনি বুঝি দেবপক্ষীয় কেউ ?

ইন্দ্র। নিশ্চয়ই।

মাল্যবান। সেই জন্য বুঝি বিনা দোষে অস্ত্র তুলে ভয় দেখাচ্ছেন ?

ইন্দ্র। দোষাদোষ বুঝি না। আমাদের স্বার্থপথের কণ্টককে যে কোন উপায়ে হোক, দূর কর্‌বো। বলপ্রয়োগ যদি কর্‌তে হয়, তাতেও পশ্চাৎ-পদ নই।

মাল্যবান। কেন, তোমাদের কাছে কি ধর্ম্ম নাই ?

ইন্দ্র। ধর্ম্ম তোর কাছে খুব আছে। পরের সর্ব্বনাশ করবার ইচ্ছা তোর ধর্ম্ম করা। তোর কাছে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? তুই দুর্ব্বল, তুই তো এখন ধর্ম্মের দোহাই দিবি। শোন্, এখনও বল্‌ছি, যদি বাঁচ্‌তে বাসনা থাকে, আস্তে আস্তে ঘরে যা'।

মাল্যবান। মা তারা! এ আবার কি বিড়ম্বনা? তোর নাম ক'রে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করেছি। এইবার যে নিরুপায় মা!

ইন্দ্র। আরে রে হতভাগ্য ছোঁড়া, আমার কথা শুন্‌বি কি না?

মাল্যবান। কিছুতেই নয়। হয় কর্ত্তব্য সাধন করবো, না হয় শরীর পতন হবে,—এই আমার অটল প্রতিজ্ঞা।

ইন্দ্র। তবে অগ্রে তোর শরীর পতন হোক্। [অসি নিষ্কাষিত করিয়া কাটিতে উদ্যত]

বেগে শবরের প্রবেশ।

শবর। [ভল্লের দ্বারা ইন্দ্রের অস্ত্র নিবারণ করিয়া] কার সাধ্য বালকের কেশাগ্র স্পর্শ করে?

ইন্দ্র। কে রে তুই অসভ্য বর্ব্বর? তোর কি যমালয়ে যাবার সাধ হয়েছে না কি?

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

কর্ম্মানন্দ।—

গীত।

কিছু বাকি তো রাখ্‌লে না।
পদে পদে ঠক্‌ছো তবু চোখ তো ফুট্‌লো না॥
মরণ ভয় দেখাও কারে, ও যে বিষ খেয়ে মরে না।
জল আগুন দেছে ধরে, তাতে ডোবে না পোড়ে না॥

ইন্দ্র। বুঝেছি, এ একজন যাদুকর। আরে পাগল! ওর যাদুবিদ্যা এ অস্ত্রমুখে খাট্‌বে না।

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আসল যাদুকর ও যে চিন্‌তে তো পার্‌লে না।
মুক্তাগর্ভ শুক্তি চেনে ক'জন বল না॥

ইন্দ্র। কি আশ্চর্য্য, পাখীমারা ব্যাধকে ভস্ম কর্‌তে হবে? আমি চিন্‌লাম না, তুমি চিন্‌লে?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

যুগ যুগান্তর ধরি যারে যায় না ধ্যানে চেনা।
কালের কাল ঐ শবররূপী খবর তো রাখ না॥

ইন্দ্র। আচ্ছা, এখনই অস্ত্রমুখে খবর নিচ্ছি।

কর্ম্মানন্দ —

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সাম্‌লে চল এখনও শোন রে আমার মানা।
গুমর তোমার ভেঙ্গে যাবে পাইবে লাঞ্ছনা॥

ইন্দ্র। এ্যাঁ! কি বলে এ?

কর্ম্মানন্দ—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ঠেকে শেখা মিষ্টি কথায় তোমার তো হবে না।
বিষ না খেলে বিষের মর্ম্ম মূর্খে তো বোঝে না।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। আয় রে নিষাদ! তোর মৃত্যু-সাধ পূর্ণ করি।

[যুদ্ধ করিতে করিতে ইন্দ্রের পলায়ন ও তৎপশ্চাৎ শবরের অনুসরণ]

মাল্যবান। আ মরি রে, এ বনের কি আশ্চর্য্যজনক মাহাত্ম্য! এখানকার ব্যাধ পর্য্যন্ত কেমন হৃদয়বান! বোধ হয়, আমার আর কোন বিঘ্ন ঘট্‌বে না। এইবার পুনরায় ধ্যানে বসি। [ধ্যানে উপবেশন।]

কমণ্ডলু করে ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। বৎস! তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়েছি, বর গ্রহণ কর।

মাল্যবান। [প্রণাম পূর্ব্বক] প্রভু! আমাকে অমরত্ব দান করুন।

ব্রহ্মা। বৎস! ঐ বর ছাড়া অন্য বর প্রার্থনা কর।

মাল্যবান। তবে বাসববিজয় বর দান করুন।

ব্রহ্মা। তথাস্তু।

[প্রস্থান।

ফলহস্তে কর্ম্মানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

কর্ম্মানন্দ—

গীত।

সময় এসেছে এখন।
ফল দিয়ে অঙ্গীকার করি এই পূরণ॥

[ফল দান]

মাল্যবান। হাঁ ভাই! ওটা দাও না।

কর্ম্মানন্দ—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

দিব ওটা ব্যস্ত কেন তিষ্ঠ কিছু দিন।
কালের ঘোরে হ'লে তোমার সৌভাগ্য মলিন॥

মাল্যবান। আমার কি আবার অসময় হবে ?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভূতের চক্রে প'ড়ে যে দিন হবি হতজ্ঞান।
ডুব্‌বে তরী অতল নীরে ভাঙ্গবে সুখ-স্বপন ॥

মাল্যবান। ভূতের চক্রে! ভূতের হাতে যাবো কেন ?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভূতের বাসায় বসে আছ যেতে হবে কেন।
ক্ষেপ্‌লে তারা পিণ্ডে পোষ মান্‌বে না কখন ॥

[প্রস্থান।

শবরীর প্রবেশ।

মাল্যবান। মা—মা! এসেছিস মা ?

শবরী। তোর তপস্যা তো পূর্ণ হয়েছে।

মাল্যবান। হাঁ মা, তবে ধাতা কোন্ মতে অমরত্ব দিলেন না: বাসববিজয় বরমাত্র দিয়ে গেছেন।

শবরী। যথেষ্ট হয়েছে। আর আমিও তোমাকে দু'টি মহারত্ন দিয়ে যাচ্ছি। এ দু'টির নাম কবচ ও কুণ্ডল। এ দু'টি সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে রাখ্‌বে। রত্নযুগল শক্তিপ্রদত্ত, ওতে মহাশক্তি আছে। কিন্তু বাছা সাবধান! এ রত্ন হারা হ'লে তুমি সহজে শত্রুর কাছে পরাস্ত হবে। এই নাও রত্ন। [রত্ন প্রদান] যাও, এখন নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন কর গে।

মাল্যবান। কিন্তু মা, তুই আমার যে অমূল্য উপকার কর্‌লি, তার তো কোন প্রতিদান করতে পার্‌লাম না। অসীম শক্তিধারিণী শবরী

মা! তুই কি সত্য সত্যই শবরী না জগৎতারিণী মা তারা, বিপন্নের উদ্ধার জন্য ব্যাধরূপিণী? যাই হোস্ মা, তোর কথামত আমি এখন স্বরাজ্যে চল্‌লাম। কিন্তু জননি, যেন আমার কথা স্মরণ থাকে।

শবরী। বাছা! নির্ভাবনায় চ'লে যাও।

[প্রস্থান।

মাল্যবান। আর কেন ইতস্ততঃ? গৃহে গমন ক'রে একেশ্বরত্ব ঘোষণা কর্‌বো। দেখ্‌বো, কোন্ ভূপতি আমার অধীনতা অস্বীকার করে। বিশেষতঃ সর্ব্বাগ্রে আমি পরম শত্রু ইন্দ্রের নিকট দূত প্রেরণ কর্‌বো। দেখ্‌বো, সে সহজে আমার বশ্যতা স্বীকার করে কি না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ-উদ্যান।

গীতকণ্ঠে মালিনীর প্রবেশ।

গীত—[নৃত্যসহ]

মালিনী।—

চাকরি করা বিষম ঝকমারী।
মনিবের মন যোগাতে নারি॥
ঝাটপাট আমি দিই ঘড়ি ঘড়ি,
বাগান ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত কোথাও না নড়ি,

হ'লো তবু একি হাল, বেজায় জঞ্জাল,
আমি আর কত পারি।
একা খেটে দুটো পেট চালাই,
মান ক'রে করি বা কি, দিন চালান চাই,—
তবে কোমর বেঁধে, মনের সাধে,
আমি এই ঝাড়ু ধরি॥

মালীর প্রবেশ।

মালী। মালিনি!

মালিনী। কেন?

মালী। বল্‌ছিলাম—

মালিনী। বল।

মালী। হ্যাঁ—বল্‌ছিলাম—

মালিনী। দেখ, এখন তামাসা ভাল লাগে না।

মালী। আঃ! চ'টিস্ কেন?

মালিনী। বলি, কি বল্‌বে—বল না?

মালী। গায়ে হাতে বড় বেদনা হয়েছে।

মালিনী। গতর তো নড়ে না,—তবে বেদনা কেন?

মালী। সত্যি—মাইরি—লক্ষ্মীর দিব্যি। বিশ্বাস না হয়, আমার নাড়ী দেখ্।

মালিনী। আ মর্ মুখপোড়া! আমি কি কর্‌বো? আর নাড়ী টিপে কি গায়ের বেদনা জানা যায়?

মালী। সত্যি—সত্যি মালিনি! তুই একটী বার হাতটা দেখ্ না। [হস্ত প্রসারণ]

মালিনী। মর্ ড্যাক্‌রা। [ঠোনা মারিয়া] তোমার মরণ নাই?

মালী। ঠোনাগুলো যেন সাধা হাতের।

মালিনী। বলি, রাজার সঙ্গে কি যুদ্ধে গেছ্‌লে?

মালী। না রে মালিনি, আমরা হচ্ছি গরীব মালী-মালিনী। ফুল বেচে খাই, আমরা কি যুদ্ধ জানি?

মালিনী। দেখ, আমাদের সেই রাজপুত্র মাল্যবান আজকাল আর সে রাজপুত্র নয়, আজকাল নিজে রাজা হয়েছে। এখন তাকে দেখে হঠাৎ চিন্‌তে পার্‌বে না। দেহটা প্রকাণ্ড হ'য়ে উঠেছে। আর দেখ, তার মেজ ভাই সুমালী, তার মেজাজ বড় কড়া। তবে তার ছোট ভাই মালী অতি অমায়িক। যাও, এখন গোটাকতক ফুলটুল নিয়ে রাজবাড়ীতে যাও।

মালী। তাই যাবো?

মালিনী। হাঁ।

মালী। তবে যাই?

মালিনী। যাও।

মালী। এই চল্‌লাম তবে। [কিয়দ্দূর অগ্রসর]

মালিনী। [স্বগত] ও মুখপোড়া কি যাবে? এখনি ফেরে এই!

মালী। [প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া] মালিনি!

মালিনী। ফির্‌লে কেন?

মালী। বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

মালিনী। যাও না—যাও না—সেখানে খেতে পাবে।

মালী। এঁ্যা!—সেখানে পাবো?

মালিনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ।

মালী। তবে যাই?

মালিনী। যাও।

মালী। যাই ?

মালিনী। যাও। [পূর্ব্ববৎ অগ্রসর]

মালিনী। [স্বগত] ও কি যাবে ? এলো ব'লে ;

মালী। [প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া] মালিনি !

মালিনী। বলি আবার ফির্‌লে যে ?

মালী। দেখ্‌, বাগানটায় ঝাটপাট দিয়ে রাখিস্‌।

মালিনী। ঝাটপাট দিই বা না দিই, তোমার কি ? তুমি কি বাগানের কোন খবর রাখ ?

মালী। রাখি নি ?

মালিনী। আচ্ছা, আমি কি কি গাছ পুঁতেছি বল দেখি ?

মালী। তা তো জানি না।

মালিনী। তবে ? ঐ দেখ,—দেখ্‌তে পেয়েছ ?

মালী। পেয়েছি।

মালিনী। কি গাছ বল দেখি ?

মালী। এ যে সব মতিয়া বেল রে !

মালিনী। আচ্ছা, ঐ দিকে দেখ দেখি।

মালী। এ সব যে কাঠমল্লিকে !

মালিনী। আচ্ছা—ঐ দিকে ?

মালী। এ সব যে বসরাই গোলাপ !

মালিনী। আচ্ছা—এই দিকে ?

মালী। এ—সব যে ঘেঁটুফুল রে !

মালিনী। যাও, কিছু ফুলটুল নিয়ে রাজবাড়ীতে যাও। গোলমাল ক'রো না।

মালী। কিছু খাবার দে না।

মালিনী। দেখ, ভোমরার মত ভ্যান ভ্যান ক'রো না।

মালী। কি, আমি ভোম্‌রা? তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমি ভোমরা? তবে রে হতচ্ছাড়ী! [প্রহার]

মালিনী। ও মাগো! আমায় মার্‌লে গো! আমি তোকে চাই নি। আমি এই চল্‌লাম। [গমনোদ্যতা]

মালী। যাস্‌ নি—যাস্‌ নি মালিনী! আমার ঘাট হয়েছে।

গীত।

মালী।— মান ক'রে তুই কেন আজি পিরীত চটাবি,
আমি ঘাট তো মেনেছি।

মালিনী।— তোর সঙ্গে আর তো আমার নাই চটাচটি,
এক ঘরে ঘর কর্‌তে গেলে হয় ঝগড়াঝাটি।

মালী।— ঝগড়ার পর বেশী বেশী হয় মাখামাখি,
ঘরের কথা বাইরে গেলে লোকে বল্‌বে কি?

মালিনী।— জানাবো কি এসব কথা, তেমনি আমি কি,
অজের লড়াই ঋষির শ্রাদ্ধ বাহ্বাড়ম্বরটী,
মাগ ভাতারে তেম্‌নি ক'রে হয় ঝগড়াঝাটী। —

মালী।— আমি শ্যাম সেজেছি,

মালিনী।— আমি রাধা হয়েছি,

উভয়ে।— শ্যাম রাধাতে রাজবাড়ীতে নাচ্‌তে চলেছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

লঙ্কা—রাজসভা।

প্রৌঢ় মাল্যবান, সুমালী, তুম্বুরু ও বন্দিগণ।

বন্দিগণ।—

গীত।

জয় জয় লঙ্কেশ্বর, রাক্ষসকুলশেখর,
বীরেশ সুধীবর কর রাজ্য শাসন।
পূরে ধরা যেন যশে, সুরাসুর সদা রোষে,
আত্মজ নির্ব্বিশেষে কর প্রজারঞ্জন॥
পিতা তব ক্ষিতিপতি, ধার্ম্মিক বীর প্রকৃতি,
দীন প্রতি উদার অতি, আশ্রিত জন পালন;—
সুপিতার অনুরূপ, হও হে নবীন ভূপ,
হবে না বিধি বিরূপ, রবে যাবৎ জীবন॥

মাল্যবান। ভ্রাতৃগণ! স্থবির দম্পতী
মোর করে সঁপি রাজ্যভার,
বাণপ্রস্থে করিল গমন।
নবীন ভূপতি আমি,
ধরি শিরে গুরু রাজ্যভার।
রাজ-নীতি নহে কভু সামান্য ব্যাপার!
ভাবি অনিবার, কেমনে পালিলে রাজ্য,
প্রজাপুঞ্জ সুখে থাকি
চিরদিন মহানন্দে গা'বে যশ গান।

তুম্বুরু। কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধি। কর্ম্ম করতে করতে একটা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জলে অবতীর্ণ হ'য়ে সবাই সন্তরণ শিক্ষা করে, সন্তরণ শিক্ষা ক'রে কে আর জলে অবতীর্ণ হয়? আর তাই বা কেমন ক'রে সম্ভবপর!

সুমালী। দুষ্কর তপস্যা করি লভিনু যে বর,
হবো তাহে ভুবনবিজয়ী।
চিন্তা কেন আর্য্য?

মাল্যবান। ছিল আশা ভাই,
ধ্যান বলে তুষি পদ্মাসনে
অমরত্বে হবো অধিকারী,—
সুপ্রসন্ন হ'লো তপে ধাতা,
কিন্তু অমরত্ব কোন মতে না করিল দান।

মালী। ভাল বর দিয়াছেন ধাতা।
সুখ-দুঃখ জড়িত জীবনভার,
আর্য্য! হ'লে চিরস্থায়ী,
হ'তো না কি ঘোর দুঃখের নিদান?
সৎকর্ম্ম সাধি যদি হে অগ্রজ!
ইহলীলা পারি সম্বরিতে,
হবে তাহে অমরত্ব-লাভ।
কহ দেব!
কোথা কবে মরে কীর্ত্তিমান?

তুম্বুরু। মালীর বাক্য অতি যুক্তিযুক্ত। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। কীর্ত্তির দ্বারা যুগ যুগান্তরের স্মৃতি উদ্বোধিত হয়। তা হ'লে কীর্ত্তির দ্বারা লোক অমর হয়, একথা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

সুমালী। প্রাণের অনুজ, যা কহিলে তুমি,
সত্য ব'লে মানি রে ধীমান!
কিন্তু ভাই সুধাই তোমারে,
লভিয়া জনম রাজকুলে,
জড় প্রায় চাহ কি রে যাপিতে জীবন?
এই ভুজবলে মোরা ভাই, বল—বল
যদি নারি জিনিতে ত্রৈলোক্য,
জন্মেছিনু কেন তবে বৃথা রাজকুলে?

তুম্বুরু। সুমালীর কথাও কিছু অসঙ্গত নয়। চলিত কথায় বলে,—জোর যার মুল্লুক তার। তরবারি ধারণ কর,—ধনুকে বাণ যোজনা কর, দেখ্‌বে, সকলে নতশিরে এসে অধীনতা স্বীকার কর্‌বে।

সুমালী। দেবাধিক ধরি বল মোরা,
তথাপি ঘৃণিত হই তাদের কটাক্ষে!
যজ্ঞভাগে নাহি অধিকার,
রক্ষকুলে জনম বলিয়া
রাজা হ'লেও নাহি সমাদর।
সে কারণ করেছি মনন,
দেবগণসহ ঘটাইব অবিলম্বে ঘোর সংঘর্ষণ;
কিন্তু তারা নহে মৃত্যুর অধীন।
ছিল তাই অমরত্বে প্রয়োজন।

মাল্যবান। শোন ভ্রাতৃগণ!
বিরিঞ্চি-কৃপায়
লভিয়াছি যবে বাসব বিজয় বর,
কিবা ডর দেব সনে করিতে সমর?

তুম্বুরু। আজকাল দেবগণ যৎপরোনাস্তি অত্যাচারী হয়েছে ; আমার মতে কিঞ্চিৎ দমন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুমালী। দাদা ! না পারি বুঝিতে,
কোন্ গুণে দেবগণ পূজ্য সবাকার !
শাস্ত্রপাঠে জানি যতদূর,
দেবতাচরিত্র ঘৃণ্য অতি কলুষিত।
কিসে হীন মোরা বল না অগ্রজ !
বীরত্বে মহত্বে সহায় সম্পদে,
জ্ঞানে মানে আচার ব্যাভারে,
কিসে শ্রেষ্ঠ তারা বল মোদের হইতে ?
ভণ্ড তারা ক্রূরমনা কপট লম্পট,
ছলনায় শ্রেষ্ঠ নাম করিয়াছে ক্রয় !
হীনবীর্য্য ভীরু কাপুরুষ
রমণী-প্রকোষ্ঠ সাজে বীরত্ব যাদের,
মানুক্ তাহারা দেবগণে,—
গললগ্নবাসে কিংবা কৃতাঞ্জলিপুটে
মাখুক সর্ব্বাঙ্গে তারা দেব পদধুলি।
কার্ম্মুক টঙ্কারে কিম্বা অসির ঝঙ্কারে
মূর্চ্ছা যায় যারা,
তারাই লুণ্ঠিত হোক্ দেব-পদতলে।
ঘৃণিত জঘন্য পশু তারা,
দুই করে তুলি,
দেবতা-উচ্ছিষ্ট সুখে করুক ভক্ষণ।
কিন্তু আর্য্য !

বিন্দুমাত্র থাকিতে শোণিত,
এ অনুজ,
দেবতার কাছে নতশির না হইবে কভু !

মাল্যবান। সত্য কথা তব।
বার বার দুরাচারগণ,
অবোধ ব্রাহ্মণচক্ষে নিক্ষেপিয়া ধূলি,
ল'য়ে যায় অনায়াসে যজ্ঞীয় আহুতি।
কিন্তু ভাই নাহি আর বিলম্ব অধিক,
দেবদর্প এই অস্ত্রে খর্ব্বিব সত্বর !
এ বিষয়ে কিবা মত তব হে আচার্য্য ?

তুম্বুরু। মহারাজের কথা বিশেষ অসঙ্গত ব'লে বোধ হয় না। কেন না দেবগণ নিরীহ ব্রাহ্মণগণের নিকট নিত্য নিত্য উপাদেয় আহুতি লাভ ক'রে বৎপরোনাস্তি স্পর্দ্ধাবান হয়েছে। এদের আচার ব্যবহার পার্থিব রাজাদের মত কলুষিত হ'য়ে আসছে। প্রায় সকলে উৎকোচগ্রাহী হ'য়ে উঠেছে। কেউ কেউ এমন উদরম্ভরি যে, নধর ছাগশিশুর নাম শ্রবণ মাত্রেই প্রসন্ন,—কেউ কেউ সুগন্ধ গব্য ঘৃতে আপ্যায়িত—কেউ কেউ বা আবার নরমেধে সন্তুষ্ট। অগ্নিদেব তো একেবারে অতিলোভী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন; যেখানে পূজার্চ্চনা, সেইখানে উনি হবি-আস্বাদনের জন্য রসনা লক্ লক্ করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হন।

মাল্যবান। সত্য কথা তব,
দেবগণ হইয়াছে ঘোর অত্যাচারী।

তুম্বুরু। কেবল অত্যাচারী কেন! যতগুলি আচারী অভিধানে আছে, তার কোনটা বাদ পড়ে না। দেবতারা কামাচারী—বামাচারী—পাপাচারী—অনাচারী—অবিচারী,—কোন্‌টা নয় ?

মালী। ন্যায় কথা মানি চিরদিন,
অন্যায়ের হই প্রতিবাদী,
কহ আর্য্য!
দেবগণ কিসে অত্যাচারী?
ধর্ম্ম-কর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলি,
জীবগণ হইয়াছে মত্ত অনাচারে,
মুখে খেলে সুমধুর হাসি,
গরলে হৃদয় ভরা,
দয়া নাই মায়া নাই তাতে,—
বহে মাত্র দিবানিশি পাপের তটিনী।
পরবিত্ত নাহি মানে লোষ্ট্রের মতন,
পরদারা নাহি ভাবে মাতার সমান—
দমিতে এ হেন অত্যাচার,
দেবগণ হয় বটে কভু অত্যাচারী।
চন্দ্রালোকে প্রতিবাদী তস্কর দুর্জ্জন,
মরিচীকা প্রতারিত অবোধ পথিক
চন্দ্র-সূর্য্যে চিরদিন দেয় অপবাদ,—
কিন্তু সাধুজন করে সদা গুণানুকীর্ত্তন।
দয়াময় অমরনিকর
জীবের মঙ্গল তরে ব্যস্ত নিরন্তর।
সূর্য্য দেয় তাপ, ইন্দ্র দেয় বারি,
ধরা ধরে শস্য, বায়ু বহে অনুক্ষণ!

সুমালী। প্রাণের সোদর তুমি শুন রে অনুজ!
বালকত্ব ঘোচে নি তোমার।

মালী। কেন আর্য্য ?

সুমালী। হীনবীর্য্য সাধারণ সম
বীর্য্যবান তুমি রে অনুজ,
কেন কর দেবগণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান ?
পিতৃ-বাক্য না পারি লঙ্ঘিতে,
তাই মানি শিব-শক্তি দোঁহাকারে,
দোঁহা ভিন্ন অন্যে নারি শ্রেষ্ঠত্ব দানিতে।
ইন্দ্র করে বারি বরিষণ ?
কে কহিল ?
সূর্য্যতাপে উঠে বারি শূন্যে বাষ্পাকারে,
তাহে হয় মেঘের সৃজন,—
শীতবাতে পুনঃ সেই ঘন
বৃষ্টিরূপে আসে ফিরে অবনী মাঝারে।
জল হ'তে মেঘ হয়, মেঘ হ'তে জল,
জন্মে পাখী ডিম হ'তে, পাখী হতে ডিম,
কেহ কার সৃষ্টি নাহি করে,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ঘটে প্রকৃতি নিয়মে ;
সেই মত ভগবান,
অনুমানে অস্তিত্ব তাহার,
কেহ না লভিল তাঁর স্বরূপ দর্শন !
তাই বলি মালি,
মজিও না ভাই ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাসে।

মালী। ভ্রান্ত নহি আমি ;
ভাব দেখি দাদা !

কাহার কৃপায় মোরা আজ
হইয়াছি এত বলবান ?

সুমালী। শত বিঘ্ন করি অতিক্রম,
অনশনে অনিদ্রায় অটল চেষ্টায়
করিয়াছি দৈবে অনুকূল,
স্বীয় কর্ম্মফলে মোরা আজ বলীয়ান।

মাল্যবান। ন্যায় কথা কহিল সুমালী।
মৃগ কি কখন পশে সুপ্ত সিংহগ্রাসে ?
দৈবে দেয় ভীরুর কাহিনী,
কোথা রবে দৈব,
যদ্যপি পুরুষকার থাকে প্রতিকূল ?

মালী। পুরুষত্ব কোথা রবে
যদি দৈব থাকে প্রতিকূল ?
ভাব আর্য্য প্রহ্লাদের কথা,
না মরিল বিষপানে,
না মরিল হস্তীপদতলে,
না ডুবিল সিন্ধুজলে,
না পুড়িল জ্বলন্ত অনলে,—
দৈববলে ছিল বলীয়ান,
পুরুষত্ব সে কারণ হইল বিফল।

সুমালী। ভুল কথা তব,
সাবিত্রী সতীর কথা মনে কর ভাই,
কেমনে খণ্ডিল বল দৈবের লিখন ?

মালী। বুদ্ধিমতী অতি সে রমণী,

আপন প্রতিভাবলে তুষিয়া শমনে
মাগিয়া লইল নিজ পতির জীবন।

সুমালী। বুঝিলাম এতক্ষণ পরে,
হীনবীর্য্য ভীরু তুই রক্ষ-কুলাঙ্গার!

মালী। নহি আমি রক্ষ-কুলাঙ্গার,
অন্ধ তুমি আত্ম-অহঙ্কারে!
কিন্তু কহি এখনও হও সাবধান,
তা' না হ'লে রক্ষকুল
দৈব-কোপানলে ত্বরা হবে ছারখার।
[মাল্যবানের প্রতি] রক্ষনাথ!
এখনও হও সচেতন।

সুমালী। অহো না পারি বুঝিতে,
কোন্ পাপে মাতা দেববতী
তো হেন রাক্ষসাধমে ধরিল উদরে,—
জনমিল কাচ কি রে পদ্মরাগাকরে!
প্রসবিল সিংহী কি রে ভীরু ফেরুশিশু!
জানিতাম হায় রে যগুপি,
হবি তুই পরিণামে হেন কুলাঙ্গার,
নাশিতাম সত্ত তোরে
সূতিকা-ভবনে।

মালী। কেবা কারে মারে?
মারে যদি ভগবান,
তবে হয় জীবের মরণ।

সুমালী। পুনর্ব্বার কহ "ভগবান!"

আর্য্য! কর অনুমতি,
এই শাণিত কৃপাণে
কুলের কলঙ্ক আজ করি বিমোচন।

[কাটিতে উদ্যত]

মাল্যবান। [বাধা দিয়া] একি কর?
ক্ষান্ত হ' রে অনুজ সুমালি!
মোদের কনিষ্ঠ মালী,—
উচিত মোদের,
সহিতে তাহার শত শত অপরাধ!
আত্ম-বিসম্বাদে কিবা ফল?
রাজ্য মধ্যে গিয়া সব করগে ঘোষণা,
যজ্ঞাহুতি অধিকারী নহে দেবগণ।
ভাণ্ডাইয়া আমাদের যদি বিপ্রগণ
দেবগণে প্রদানে আহুতি,
রাজদ্রোহী অপরাধে হইবে দণ্ডিত।
যাও সবে,
মিথ্যুক বঞ্চকগণে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে,
ল'য়ে এস মোর সন্নিধানে।

উভয়ে। যে আজ্ঞা।

[মালী ও সুমালীর প্রস্থান।

মাল্যবান। আচার্য্য! বর্ণ বিভিন্নতার জন্য আমার বিচার বিভিন্ন হ'তে পারে না। গলিত মল মূত্রের উপর অগ্নির যেমন দাহিকা শক্তি, চন্দনাদির উপর আবার ঠিক সেইরূপ। কুটীরবাসী দরিদ্রের মৃত্যুশয্যা পাশে কাল যে বীভৎস মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান থাকে, প্রাসাদবাসী রাজচক্রবর্ত্তীর

পাশেও ঠিক তদ্রূপ। আমারও রাজ্যশাসনপ্রণালী ঠিক তদনুবর্ত্তী,—ব্রাহ্মণ, শূদ্র বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের উপর সমান ভাবে পরিচালিত। দেখি, আজ চিরাভিমানী রাগান্ধ বিপ্রগণ আমার আজ্ঞা পালন করে কি না।

তুম্বুরু। রাজা আমাদের সাক্ষাৎ দেবতা। রাজাজ্ঞা সর্ব্বসাধারণের পালনীয়। মহারাজ! যেখানে রাজদ্রোহিতা শ্রুতিগোচর হবে, সেইখানে তুমি যথাবিহিত রাজদণ্ড বিধান কর্‌বে। ফল কথা, তোমাকে অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মভাবে নীতিচতুষ্টয় পালন কর্‌তে হবে। বিপ্রেরও এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে, দণ্ডনীয়কে দণ্ড প্রদান না করা যেমন রাজার পক্ষে মহাপাপ, অদণ্ডনীয়কে দণ্ডপ্রদানও ঠিক তদ্রূপ মহাপাপ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ বিপ্রদ্বয় ও অন্যান্য বিপ্রগণসহ সুমালীর প্রবেশ।

সুমালী। মহারাজ! এই ভণ্ড বিপ্রদ্বয় ঘোর রাজদ্রোহী।

মাল্যবান। কেমন বিপ্রদ্বয়! তোমরা কি আমার আদেশ অমান্য করেছ?

বিপ্রদ্বয়। [যুগপৎ] হাঁ মহারাজ!

মাল্যবান। কেন?

১ম-বিপ্র। ধর্ম্মরক্ষার্থে।

মাল্যবান। রাজাজ্ঞা পালন কি ধর্ম্ম নয়?

১ম বিপ্র। হ'লেও যে সনাতন ধর্ম্ম বংশপরম্পরায় প্রচলিত হ'য়ে আস্‌ছে, সে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কি মহাপাপ নয়? কথায় বলে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।"

২য় বিপ্র। মহারাজ! ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, হুতাশনাদি দেবগণকে আমরা চিরদিন আহুতি দিয়ে আস্‌ছি। আজ আপনারা বলেন, আমরা ইন্দ্র, আমরা চন্দ্র, আমরা কুবের, যম, বায়ু, হুতাশন,—যজ্ঞীয়

আহুতি আমাদের প্রাপ্য। মহারাজ! এ অশাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালন কর্‌তে গেলে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়।

১ম বিপ্র। কৌলিক চিরস্থায়ী প্রথার পরিবর্ত্তন-আদেশ কি মহারাজের জবরদস্তি নয়?

মাল্যবান। কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আচার ব্যবহার, রীতি নীতিরও পরিবর্ত্তন হয়—জীবের পরিমাণ ও আয়ুর হ্রাসবৃদ্ধি হয়—ধর্ম্ম-কর্ম্মেরও তারতম্য ঘটে।

সুমালী। আরে ভণ্ডগণ! জগৎ নিজে পরিবর্ত্তনশীল,—প্রকৃতি দেবী স্বয়ং পরিবর্ত্তনশীলা। বলি, প্রকৃতি এক ঋতুমতী না হ'য়ে ষড় ঋতুমতী হ'লো কেন? সকলেই নূতনত্ব চায়, চায় না কেবল তোমাদের মত গোঁড়া যারা। পূর্ব্ব পুরুষ যা করেছে, তা তোমাদের কর্‌তেই হবে। তাদের হয় তো সেটা কুসংস্কার ছিল, তোমাদেরও তা জ্ঞানসত্ত্বেও থাকা চাই। সে সময় দেবগণের একাধিপত্য ছিল, দেবতার চেয়ে পরাক্রান্ত কেউ হয় তো ছিল না; তাই তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দেবগণকে আহুতি দিত। এখন আমরা দেবগণ হ'তে বেশী পরাক্রান্ত। তবে আমাদের প্রাধান্য স্বীকার না কর্‌বে বা কেন,—আর যজ্ঞীয় আহুতি না দেবে বা কেন?

মাল্যবান। ঠিকই তো!

তুম্বুরু। বিন্দু বিসর্গ পর্য্যন্ত ঠিক। দেশ-কাল-পাত্রভেদে ধর্ম্মভেদ হয়।

১ম বিপ্র। আপনি না আমাদের স্বজাতি ব্রাহ্মণ? আপনার দেখ্‌তে পাই স্বজাতির উপর বিশেষ আনুকূল্য। উন্নত পদ প্রাপ্ত হ'য়ে কি স্বজাতির কথা ভুলে গেলেন? সচন্দন পুষ্প বাসুদেবে অর্পণ না ক'রে কি রাজপদে অর্পণ কর্‌ছেন!

তুম্বুরু। রাজা যে পার্থিব ঈশ্বর। এই পার্থিব ঈশ্বরে যে পুষ্পাঞ্জলি দিতে নারাজ, সে বাসুদেবে কেমন ক'রে দেবে! আর যার হৃদয়ে রাজভক্তি

নাই, ভগবান স্বয়ং যে তার বিরূপ। ভগবানের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন কি রাজপদ লাভ হ'তে পারে ? দেখুন বিপ্রদ্বয় ! রাগ কর্‌বেন না ; ঈর্ষী, ঘৃণী, অসন্তুষ্ট, ক্রোধী, নিত্য-শঙ্কিত এবং পরভাগ্যোপজীবী এই ষড় জন দুঃখভোগী। তা আমাদের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশের মধ্যে এ দোষগুলি আছে। স্বীকার করি, শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তজ্জনিত অভি-মানে উদ্ধতস্বভাব হওয়া তো ভগবানের অভিপ্রেত নয়। শুদ্ধাচারী ব'লে কি নিম্ন-বৃত্তি-অবলম্বী চর্ম্মকারকে অবজ্ঞা কর্‌তে হবে ? কৈ, সূর্য্যদেব তো তা' করেন না। পতিতপাবনী জাহ্নবীর পূত সলিলে তিনি যে ভাবে নৃত্য করেন, চর্ম্মকারের কলুষিত জলপূর্ণ মৃণ্ময় কলসে সেইরূপ নির্ব্বিকারে নৃত্য করেন। পবন যে সুগন্ধ চর্ম্মকারের গৃহে প্রদান করেন, সেই সুগন্ধ তো ব্রাহ্মণের গৃহেও বিতরণ করেন। তাই বলি বিপ্রবর ! আমরা কেন ঘৃণা করি ? বিবিধ কর্ম্ম নির্ব্বাহকল্পে সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা—আবয়বিক পার্থক্য ; অর্থাৎ বিপ্রচরণ কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে ব'লেই তো চর্ম্মকার সেই পদরক্ষণের নিমিত্ত পাদুকা নির্ম্মাণ করে। আমাদের সুখের জন্য চর্ম্মকারের নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন, আবার আমরাই তার ছায়াস্পর্শে খড়্গহস্ত,—এমনি সমদর্শী আমরা !

২য় বিপ্র। সে তর্ক বিতর্কে আর কাজ নাই। ভগবান আপনার আরও উন্নতি করুন ; আমরা কিন্তু ধর্ম্মত্যাগ কিছুতেই কর্‌তে পার্‌বো না।

মাল্যবান। কি, এতদুর স্পর্দ্ধা ! আসমুদ্র ক্ষিতিপতি আমি ! আমার আজ্ঞা অমান্য কর্‌তে একটুও ভয়ের সঞ্চার হ'লো না ? শোন বিপ্রদ্বয় ! যদি এখনও আমার আদেশ প্রতিপালন কর,—যজ্ঞীয় আহুতি আমাদের প্রদান কর, তোমাদের ক্ষমা কর্‌তে পারি।

১ম বিপ্র। মহারাজ ! প্রাণ থাক্‌তে বেদ-বিধির অমান্য কর্‌তে পার্‌বো না।

২য় বিপ্র। আমরা আপনার দণ্ড নিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারবো না।

মাল্যবান। কি! আমার অধিকারে—আমার সম্মুখে এতদূর নির্ব্বন্ধাতিশয়! তবে শোন বিপ্রদ্বয়! অগ্ন হ'তে তোমাদের প্রতি চিরনির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করলাম।

মালীর প্রবেশ।

মালী। মহারাজ! একি করেছেন? বিপ্রদ্বয়কে বন্ধনাবস্থায় রেখেছেন! ব্রাহ্মণ যে ভয়ানক জাতি! বিশেষতঃ এরা দু'জন নিষ্ঠাবান ও ব্রাহ্মণের কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ। ঐ দেখুন মহারাজ! উভয়ের তেজপুঞ্জ কলেবর হ'তে যেন দৈবীশক্তির জ্যোতিঃ ফুটে বেরুচ্ছে!

সুমালী। মালি! ভণ্ড ধার্ম্মিকদের কাছে ব্রাহ্মণ ভয়ানক জাতি, আমাদের কাছে নিরস্ত্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আবার ভয়ানক কিসে?

মালী। ওদের অস্ত্র নাই! ঐ দেখুন মধ্যমাগ্রজ! অস্তচলচূড়াবলম্বী দিনমণিপ্রতিম রোষকষায়িত বিপ্রলোচনে ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্রের জ্বলন্ত ছটা প্রকটিত হ'চ্ছে। মহারাজ! অগ্রে ব্রাহ্মণগণের বন্ধনমোচনের অনুমতি দিন। কি সর্ব্বনাশই করেছেন! অভিমানী পূজ্য বিপ্রদ্বয় ব্রহ্মশাপে রক্ষবংশ ছারখারে দেবেন যে!

মাল্যবান। আচ্ছা মালি! ওদের বন্ধন মোচন কর, কিন্তু নির্ব্বাসন-দণ্ড রদ হবে না।

মালী। আসুন বিপ্রদ্বয়! আপনাদের বন্ধন মোচন ক'রে দিই। [বন্ধন মোচন]

উভয়ে। [যুগপৎ] ধন্য বৎস রক্ষকুলচন্দ্র! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হোক্। আর নীচ রক্ষকুলজাত মহারাজ! তুমি উন্নত রাজ-

পদ পেয়ে যখন স্বভাবকে উন্নত কর্‌তে পার নাই এবং চিরসম্মানিত নিরীহ বিপ্রদ্বয়কে বিনা দোষে নির্ব্বাসিত কর্‌লে, তখন এই যজ্ঞোপবীত স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি যে, যদি কখন যথার্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকি, তা' হ'লে তুমিও আমাদের মত সপরিবারে সাশ্রুনেত্রে স্বরাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হবে। এত অত্যাচার কখন সহ্য হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিপ্রগণ।—

গীত।

রবে না হে এত অত্যাচার।
ধন মান রাজ্য যাবে, নির্ব্বাসিত ত্বরা হবে,
কর্‌তে হবে অনুতাপে সদা হাহাকার।
যাগযজ্ঞ তপোবলে বিপ্র ধরে যে শকতি,
কটাক্ষে দমিত হয় তাহে শত নরপতি,
গণ্ডুষে সাগর শোষে, রোষানলে সর্ব্বনাশে,
নারায়ণ সহে ত্রাসে চরণ প্রহার।

সুমালী। মহারাজ! আমি আবার চল্‌লাম, দেখি আর কেউ রাজদ্রোহী আছে কি না।

[প্রস্থান।

তুম্বুরু। বিষ নাই, তবু শূর্পবৎ অর্থাৎ কুল পানা চক্র। মহারাজ! ঐ ঠিক দণ্ড বিধান হয়েছে। সরল অঙ্গুলির দ্বারা কখন ঘৃত উত্থিত হয় না। আঃ—মনে ক'রে আছি, বল্‌বো—সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না, তা সেই চিরাভ্যস্ত সাধুভাষা এসে পড়্‌লো। সাধুভাষা যেন আমার মুখাগ্রে,—এত চেষ্টা করি, তবু ভুল্‌তে পার্‌লাম না।

মাল্যবান। কিন্তু আচার্য্য! বিপ্রগণের তেজস্কর বাক্যে আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠ্‌লো! হায়! না জানি, ভবিষ্যতের অন্ধতম গর্ভে আমার জন্য কি কঠোর শাস্তি লুকায়িত আছে। দু'দিনের রাজ্য-প্রহেলিকায় আত্ম-হারা হ'য়ে যে কোন্ পথে অগ্রসর হয়েছি, তা নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। মালি! ভাই! তুমি আমার পুত্র উন্মত্ত ও কন্যা অনলাকে একবার আমার নিকট প্রেরণ কর গে। আমরা এখন উদ্যান-বাটীতে কিছুকাল অতিবাহিত কর্‌বো।

[মালীর প্রস্থান।

মাল্যবান। আচার্য্য! ক্ষণকাল উদ্যান-বাটীতে অবস্থান করি গে। সেইখানে অবস্থান কর্‌লে শান্তিলাভ হবেই হবে চল।

[মাল্যবান ও তুম্বুরুর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান-বাটী।

গীতকণ্ঠে মালিনীর প্রবেশ।

মালিনী।—

গীত।

দারুণ উত্তাপে শুকায়েছে সব ফুল।
তাই বুঝি আকুল ব্যাকুল কাঁদে অলিকুল॥
যূঁই, জবা, আর যুঁথী, মাধবী, মল্লিকা, মালতী,
হেঁটমুখী লজ্জাবতী চামেলী বকুল।

রাজারে দেবো মনোহর মালা, গাঁথি তাই আধফোটা বেলা,
মুকুলে করি এই বেলা দুটো কাণের দুল।

আহা, বামুনদের কথা মনে হ'লে ভারি কষ্ট হয়!

মালীর প্রবেশ।

মালী। সত্যি না কি মালিনি?

মালিনী। সত্যি বৈকি! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বামুনগুলো এই বাগানের ধার দিয়ে কাঁদ্তে কাঁদ্তে গেল।

মালী। না রে, আমাদের রাজার স্বভাব খুব ভাল।

মালিনী। ভাল বল্তে হয়, তুমি বল, আমি কিন্তু পার্বো না।

মালী। আমি যা বল্বো, তোকে তাই বল্তেই হবে।

মালিনী। তা আমি পার্বো না।

মালী। কি, পার্বি নি? জানিস্, তুই আমার বৌ, আমি তোর স্বামী—পরম পূজনীয়। ভারত, রামায়ণ পড়েছিস্—বেদ, পুরাণ দেখেছিস্?

মালিনী। তুমি দেখেছ? তোমার যে 'ক' অক্ষর গোমাংস।

মালী। কি, তোর এতদূর বাড়? কি বল্বো, তোর বাপ, মা আমার হাতে পায়ে ধ'রে তোকে গছিয়ে দিয়েছিল, নইলে তোর মত পেত্নীকে কে ছুঁতো? যাক্, তোর মুখ আর দেখ্বো না। আমি চল্‌লাম এখন অন্য জায়গায়।

মালিনী। যাও,—বাঁচা যায়—হাড়ে বাতাস লাগে।

মালী। যাবো না তো কি?

মালিনী। যাবো যাবো কর্ছো, যাও না কেন!

মালী। আচ্ছা, এবার তোকে ক্ষমা কর্‌লাম। তুই একটু ঠাণ্ডা হ', এ রকম করা কি ভাল?

গীত।—[নৃত্যসহ]

মালী।— ডাক কুকুরে পোষা কোকিল মিঠে বুলী তোর।
মালিনী।— আমি কুহুরব তুলি তাইতে নিশি ভোর॥
মালী।— খেতে হবে তোরে চাল ছোলা,
মালিনী।— ছাড়্‌বো আমি পঞ্চম গলা,
মালী।— রাখ্‌বো তোরে যতনে,
মালিনী।— ডাক্‌বো আমি সঘনে,—
উভয়ে — ধিন্ তা ধিনা, তা ধিন্ ধিনা, নাচি আয় না জোর।

[উভয়ের প্রস্থান।

উন্মত্ত ও অনলার প্রবেশ।

অনলা। দাদা!

উন্মত্ত। ভগিনি!

অনলা। তোমার মনটা যেন খারাপ, খারাপ দেখাচ্ছে কেন?

উন্মত্ত। অনলে! মনটা সত্য সত্যই খারাপ আছে।

অনলা। দাদা—দাদা! কে তোমাকে কি বলেছে? বাবা কি কোন কটু কথা বলেছেন না কি?

উন্মত্ত। না, বোন! আমাকে তিনি কোন কথা বলেন নাই। আমাকে বল্‌লে তো বরং ভাল ছিল।

অনলা। তবে কা'কে দাদা?

উন্মত্ত। দু'জন ব্রাহ্মণ প্রজাকে।

অনলা। তারা কি করেছিল?

উন্মত্ত। এক হিসাবে তারা কিছুই করে নাই। তারা চিরদিন দেবগণকে আহুতি দিয়ে থাকে। মহারাজ বলেন, আহুতি আমাদের প্রাপ্য।

এই কথা নিয়ে খুব একটা গোলযোগ ঘটে। যারা স্বীকার করেছে, তারা অব্যাহতি পেয়েছে। 'এ দু'জন ব্রাহ্মণ কিছুতেই স্বীকার করে নাই, তাই তাদের উপর রাজদণ্ড বিহিত হয়েছে। ব্রাহ্মণগণকে রাজ্য ছেড়ে চির-দিন নির্ব্বাসিত থাক্‌তে হবে। অনলে! ব্রাহ্মণগণ মনব্যথা পেয়েছে—অনর্গল অশ্রুপাত করেছে—আর যাবার কালে অভিসম্পাত ক'রে গেছে। ভগিনি! আমাদের বংশ বুঝি আর থাক্‌লো না!

অনলা। বাবা যখন রাজা—বিচারকর্ত্তা, তিনি কি না বুঝে সুজে শাস্তি দিয়েছেন! তারা হয় তো বাবার কথা শোনে নি, তাই বাবার রাগ হয়েছে।

উন্মত্ত। অনলে! বাবার যে অন্যায়!

অনলা। না দাদা! সে কি কথা? তুমি অমন কথা মুখে এনো না।

উন্মত্ত। তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছো না! বাবার মতিগতি দিন দিন খারাপ হ'য়ে আস্‌ছে। তিনি আর নিজের বুদ্ধিমত চলেন না; পরের মতে নির্ভর করেন। পরবুদ্ধি যে বিনাশের কারণ, তা বাবা একবারও ভেবে দেখেন না।

অনলা। দাদা! দাদা! তুমি আজ এমন কথা বল্‌ছো কেন? বাবা যে তোমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন। দাদা! দাদা! তোমার পায়ে ধরি, তুমি বাবার নিন্দা ক'রো না।

উন্মত্ত। অনলে! তুমি নিতান্ত অজ্ঞান, তাই ঐ কথা ব'লে বস্‌লে। বাবা আমাকে ভালবাসেন, আমি কি বাবাকে ভালবাসি না? অনলে! যখন রাজ্য যাবে—মান যাবে—সর্ব্বনাশ হবে, তখন সর্ব্বনাশি! তোমার এই দাদার কথার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌বে। ঐ পিতা আস্‌ছেন, এখন আর তর্ক-বিতর্কে কাজ নাই।

তুম্বুরু সহ মাল্যবানের প্রবেশ।

মাল্যবান। একটি নন্দনের অর্দ্ধ বিকসিত পারিজাত, আর একটি নীলাকাশের চাঁদ। দু'টি আমার দু'চক্ষের দু'টি তারা। তারাহারা হ'লে চক্ষুযুগল যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অন্ধকারময় দেখে, তেমনি এই দু'টি রত্ন হারা হ'লে আমিও পৃথিবীকে অন্ধকারময় দেখি। এস মা অনলে! এস বাপ উন্মত্ত! তোমারা যে দুটি সুখশান্তির যুগলমূর্ত্তি!

অনলা। বাবা! দাদা আমাকে তিরস্কার করেছে।

মাল্যবান। কেন রে উন্মত্ত! এই সোহাগের পুতলীকে তিরস্কার করেছিস? তুই তো জানিস বাপ! অনলা আমার বড় আদরের সামগ্রী। ঈষৎ মারুৎ সঞ্চারে বিচঞ্চল নীলোৎপলদল সম পরুষ ভাষার ক্ষীণ তরঙ্গ স্পর্শে এর অভিমান আসে। উন্মত্ত! ভাই বোন যে একটি প্রাণের দু'টি অবতার—একটি তরুর দু'টি ফল। ছিঃ, বৎস! তোমার এ অভাবনীয় বালসুলভ ব্যবহারে আমি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হয়েছি।

উন্মত্ত। পিতা! অনলা একে অজ্ঞান, তাতে আবার ভারি মুখরা।

অনলা। কেন হবে না? তুমি বাবার নিন্দা করছিলে, তাই আমি তোমার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করেছি।

উন্মত্ত। বাবা যদি নিন্দার কাজ ক'রে থাকেন,তবে তাঁকে নিন্দা করবো না?

অনলা। বাবা নিন্দার কাজ করেছেন? তুমি ছেলে হ'য়ে সেই কথা আবার মুখে আনছ!

উন্মত্ত। ছেলে ব'লেই তো মুখে আনছি। পিতার নিন্দা চারিদিকে আরম্ভ হয়েছে, সেই নিন্দার তরঙ্গ উন্মত্তের মর্ম্মে এসে আঘাত করেছে। আমি সন্তান, আমি পিতার সংশোধনপ্রয়াসী, পিতৃনিন্দুক নই।

মাল্যবান। উন্মত্ত! আমি অনেকবার শুনেছি, তুমি আমার নিন্দাবাদ

করেছ। কিন্তু এ যাবৎ বিশ্বাস করি নাই; আজ স্বকর্ণে তা শ্রবণ করলাম।

উন্মত্ত। পিতা! ভেবে দেখুন, আপনি কি ছিলেন আর কি হয়েছেন? পিতামহ সুকেশের পবিত্র বংশে কি কালিমা লেপন করছেন!

মাল্যবান। কে তোমাকে বললে? আর তোমার এত ভাবনা কেন?

উন্মত্ত। সাগরে ঝড় লাগলে সে তরঙ্গ নদীতে এসে পৌঁছে,—জাহাজ জলমগ্ন হ'লে তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র তরীও জলমগ্ন হয় পিতা!

মাল্যবান। উঃ! সত্য সত্যই এ কুলাঙ্গার ঘোর পিতৃ-নিন্দুক!

তুম্বুরু। ওহে বাপু! তুমি কি তোমার বাপের চেয়ে বেশী বুদ্ধিবান?

উন্মত্ত। আচার্য্যদেব! আপনি সত্য বলুন, আপনি পিতার হিতৈষী না ছদ্মবেশী শত্রু! পিতা! এখনও সাবধান হোন। আমি জানি আপনার হৃদয় নিষ্পাপ ছিল। মেজকাকা সেই নিষ্পাপ হৃদয়ে পাপের কণিকা জ্বেলে দিয়েছে, আর এই বিষকুম্ভপয়োমুখ পার্শ্বচর, পবনরূপে সেই অনল ক্রমাগত বাড়াচ্ছে। পিতা! মহাপাপে অগ্রসর হয়েছেন!

মাল্যবান। আরে আরে পিতৃনিন্দুক অকৃতজ্ঞ অধম! বারংবার পিতৃনিন্দা! উঃ, বিষধর ভুজঙ্গকে পুত্রজ্ঞানে মানুষ করেছিলাম! আজ সুযোগ পেয়ে সেই অসময়ের প্রতিপালককে দংশন করেছে। এ বিষধরকে আর কেন জীবিত রাখা! আচার্য্য! এই তরবারির দ্বারা একে অপসারিত করি।

[অসি উত্তোলন]

বেগে সুন্দরীর প্রবেশ।

সুন্দরী। [অস্ত্র ধারণ করিয়া] কর কি—কর কি রাজা!

মাল্যবান। রাণি! কি কুক্ষণে এ হেন কুলাঙ্গারকে গর্ভে ধারণ করেছিলে! দুরাত্মা পিতৃনিন্দুক মহাপাপী। যা হ'তে এ জগতে জন্মলাভ করলে, তাকে স্পষ্টাক্ষরে নিন্দা করছে। রাণি! ছেড়ে দাও।

সুন্দরী। রাজা! তোমার কি দয়ামায়া কিছুই নাই? যে সন্তানকে যত্নে মানুষ করেছ, তাকে আজ রাগের বশে হত্যা কর্‌তে হয়? পুরুষ তা পারে বটে! সিংহ, সিংহী দু'জনায় তো এক হিংস্রপ্রকৃতি। পাষণ্ড সিংহ নিজের সন্তানের প্রাণবধ ক'রে রক্তপান করে। গর্ভধারিণী সিংহী তো তা পারে না। বরং সন্তানকে রক্ষা কর্‌বার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। রাজা! ক্ষান্ত হও, আমার উন্মত্তকে মেরো না।

মাল্যবান। তবে আমার রাজ্য থেকে দূর হ'য়ে যাক্।

উন্মত্ত। এ আমার দুর্ভাগ্য নয়, ছদ্মবেশী পরম সৌভাগ্য। পিতৃ-নিন্দা আর শোনা যায় না। রাজ্যচ্যুত হ'লাম, তাতেই ভাল হ'লো। এক-মনে দিবানিশি সেই অচ্যুতকে ডাক্‌বো; তাতে আমি মহাশান্তি পাবো। রাজ্যে কি হবে—ঐশ্বর্য্যে কি হবে? এখানকার জিনিষ এইখানে প'ড়ে থাক্‌বে, কিছুই সঙ্গে যাবে না। যে দিন থেকে অত্যাচারের তাণ্ডব দেখা দিয়েছে—যে দিন থেকে পাপ অভিনয় আরম্ভ হয়েছে, সেই দিন থেকে সকল আশাশূন্য হয়েছি। পিতা! এই রইল শিরস্ত্রাণ,—এই রইল রাজ-পরিচ্ছদ—[পরিচ্ছদ ত্যাগ] এ বেশ বা মন্দ কি! আমার দেহটা যেন খুব হাল্কা হ'য়ে গেল। ঐ শিরস্ত্রাণে আর পরিচ্ছদে অনেকগুলি ভারি জিনিষ ছিল। দম্ভ ছিল—অভিমান ছিল—আর ঘোর অবিদ্যা ছিল। পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে আর কেন? পিতা! চল্‌লাম তবে! কিন্তু যাবার কালে গুটি কতক কথা ব'লে যাই। ঐ দেখুন, এখনও বেলা ঢের আছে। এখনও পারে যাবার উপায় করুন। যে সম্বল আপ-নার কাছে আছে, তাতে তো সঙ্কুলান হবে না। কর্ণধার বড় সূক্ষ্ম বিচারক; তিনি অন্তরালে ব'সে অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে তাঁর প্রাপ্য ওজন কর্‌ছেন। যতক্ষণ না ওজন সমান হ'চ্ছে, ততক্ষণ তিনি কাউকে পার কর্‌ছেন না। ঐ দেখুন পিতা! তরঙ্গময় ভবসিন্ধুকূলে অসংখ্য যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই

ডাকছে—"কর্ণধার হে, পারে নিয়ে চল।" কিন্তু দু'একজন মাত্র পারে যাচ্ছে। ঐ দেখুন, শত সহস্র দিগ্বিজয়ী রাজা নিরাশ হ'য়ে ব'সে আছেন। ঐ দেখুন, লক্ষ লক্ষ ধনকুবের "হায় কি কর্‌লাম" ব'লে অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছেন। তিনি কেবল দু'জন যাত্রীকে তরীতে তুলে নিলেন। পিতা! ওরা দীনাতিদীন,—কাছে অন্য কোন কড়ি নাই। সম্বলের মধ্যে কেবল অচলা ভক্তি আছে। ক্ষুধার সময় ডেকেছে—"কোথায় দীনবন্ধু"—পরিশ্রমের সময় ডেকেছে—"কোথায় দীনবন্ধু"। ওদের কষ্টের জীবন; সারা জীবনটা দীনবন্ধু দীনবন্ধু ব'লে কাটিয়েছে। তাই বলি পিতা! রাজ্যমদে মত্ত হ'য়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেন না। এই আমার বিদায়কালীন শেষ নিবেদন। মা! মা! আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন কর্‌তে পারি। পিতা! আপনার পদধূলি দিন। [পদধূলি গ্রহণ] হতভাগ্য সন্তান এখন আপনার আদেশ পালনে বিদায় হ'লো।

[প্রস্থান।

সুন্দরী। রাজা! আমার এত সাধের পুত্রকে নির্ব্বাসিত কর্‌লে! ওরে হতভাগী অনলা! তুই তোর দাদাকে বনবাস দেওয়ালি? দিবানিশি তোর মায়ের চোখের জল দেখ্‌বি ব'লে কি এই কাণ্ডটা কর্‌লি? সর্ব্বনাশি! তোর বাসনা তো এখন পূর্ণ হ'লো! মহারাজ! কোন্ প্রাণে পুত্রকে বনবাস দিলে? তবে আমিও ঐ সঙ্গে যাই। [গমনোদ্যতা]

মাল্যবান। [বাধা দিয়া] কোথা যাবে তুমি? সে কুসন্তান—বংশকুলাঙ্গার। তার জন্য আবার কাঁদ্‌ছো রাণি? যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, কে না বল্‌বে, সর্পদ্রংষ্ট অঙ্গুলিকে আমূল কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য! মায়াবশে অঙ্গহীনতাশঙ্কায় যে মূর্খ তাকে রক্ষা করে, তার মৃত্যু সুনিশ্চয়। ভাবনা কিসের? এই কন্যা অনলার দ্বারা আমাদের পুত্র জনিত সকল অভাব পূর্ণ

হবে। আমি তো বলি, আজকাল পুত্র অপেক্ষা কন্যা ভাল। পুত্র পুন্নাম নরকত্রাহী ; এটা শাস্ত্রের প্রলাপ উক্তি। পত্নীবাক্যে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্ত্রৈণ পুত্র পিতামাতার কথা শোনে কৈ ? নরক হ'তে ত্রাণ করা দূরে থাকুক, কেউ কেউ এমন পাষণ্ড যে, সেই পিতামাতার প্রতি যথেচ্ছ অশ্রাব্য কটূক্তি প্রয়োগ করে,—কেউ কেউ গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্ত রহিত করে,—আবার কেউ,কেউবা প্রহার পর্য্যন্ত প্রদান করে।হা রাণি ! যে পুত্র গলিত মলমূত্রাদিতে অবলুণ্ঠিত চক্ষুকর্ণ দশনহীন স্থবির পিতামাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না,সে কি কখন নরক থেকে ত্রাণ কর্‌তে পারে ? কিন্তু যদি স্নেহময়ী কন্যা থাকে, তা হ'লে সে যথাসাধ্য তাদের সেবাশুশ্রূষা না ক'রে কখন স্থির থাকৃতে পারে না। মহিষি ! যদি কাঁদ্‌বার ঐকান্তিক বাসনা থাকে, তবে অন্তঃপুরে তোমার প্রকোষ্ঠে ব'সে দিবানিশি ক্রন্দন কর গে। স্ত্রীর ক্রন্দনে এ মাল্যবানের কঠিন হৃদয় কখন বিচলিত হবে না।

সুন্দরী। তাই চল্‌লাম রাজা !

মাল্যবান। আচার্য্য ! রহস্য কিছু বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। স্থির হৃদয়-সমুদ্রে অকস্মাৎ একটা অশান্তির প্রবল তুফান উঠ্‌লো। ক্ষণমধ্যে হৃদয় মথিত ক'রে তুল্‌লে। সেই তুফান নিরাকরণের জন্য পুত্রকন্যাকে আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু হিতকল্প পাদপে কেন যে অহিত ফল প্রদান কর্‌লে, তা তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

কর্ম্মানন্দ।—

বেলা ডোবে নি এখন।
আলোয় আলোয় পথ এইবার কর নিরূপণ॥
আঁধার দেশে পড়্‌বে গিয়ে ঐ পথে রাজন।
ফিরে এসে আলোকপথ কর অন্বেষণ॥

মাল্যবান। এঁ্যা! আমার ভুল হ'লো না কি?

কর্ম্মানন্দ—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পাঁচ ভূতে ঘোরাচ্ছে তোমায় বেঁধে দু'নয়ন।
দিন থাকৃতে দেখ এইবার ওরা বিচক্ষণ॥

মাল্যবান। আমি ভ্রান্ত বা অন্ধ হ'তে পারি, সুমালী তো ভ্রান্ত বা অন্ধ নয়।

কর্ম্মানন্দ—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সুমালী যে জ্ঞান-অন্ধ বুঝিবে তখন।
পড়্‌বে যবে বিবরমাঝে একসঙ্গে দু'জন॥
সাম্‌লে চল ভালোয় ভালোয় এখনো রাজন।
কাঁদ্‌তে হবে শেষে তোমায় নইলে অনুক্ষণ॥

মাল্যবান। কাঁদ্‌তে হবে, না কাঁদাবো?

কর্ম্মানন্দ—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কাঁদাবে তো কাঁদ্‌বে ব'লে সত্য এ বচন।
কাঁদিয়ে একবার কাঁদ্‌তে হবে তোমায় আজীবন॥
সর্ব্বনাশ হবে তোমার যাবে রাজ্য ধন।
অবুঝ হ'লে কে বোঝাবে বোঝ না আপন॥

[প্রস্থান।

নিকষার প্রবেশ।

মাল্যবান। রক্ষ-সরোবরের শ্বেতনলিনী মা নিকষে! তোমার জ্যেষ্ঠ-তাত আজ বিষম সমস্যায় পতিত হয়েছে।

নিকষা। কি সমস্যা জেঠামশায় ?

মাল্যবান। তোমার পিতৃ-পরামর্শে পরিচালিত হ'য়ে আমি দু'জন তপনিষ্ঠ বিপ্রকে নির্ব্বাসিত করেছি। এই ব্যবহারের ঘোর প্রতিবাদী কনিষ্ঠ পুত্র উন্মত্তকে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছি। সর্ব্ব-সুলক্ষণা ওমা নিকষে! বল, আমি কোন পথে অগ্রসর হয়েছি, আর সেই পথের পরিণাম বা কি ?

নিকষা। পরিণাম যে শোচনীয়, তাতে আর সন্দেহ নাই।

মাল্যবান। কেন জ্ঞানময়ি! তুমি কেমন ক'রে জান্‌তে পার্‌লে ?

নিকষা। জেঠামশায়! ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে—শব্দের প্রতিশব্দ আছে এবং আঘাতের প্রতিঘাত আছেই আছে। আমি সকল ঘটনা শুনেছি; ব্রাহ্মণগণ যে শাপ দিয়ে গেছেন. তা' ব্যর্থ হবে না। জেঠামশায়! তুমি যদি কাকার কথা শুন্‌তে, তা হ'লে তোমার খুব মঙ্গল হ'তো। তুমি বাবার কথা শুন্‌তে গেলে কেন ?

মাল্যবান। মা! তোমার বাবার মন্ত্রণাগুলি আমার বড় মধুর লাগে।

নিকষা। জেঠামশায়! রোগীর মুখে কুপথ্যই ভাল লাগে, ঔষধ কি আর ভাল লাগে!

মাল্যবান। কেন মা, তোমার পিতৃপরামর্শে কার্য্য ক'রে আমার ইষ্ট বৈ অনিষ্ট হয় নাই—উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় নাই।

নিকষা। কিসে তোমার ইষ্ট হয়েছে ? আর কোন্ বিষয়ে তোমার উন্নতি হয়েছে ?

মাল্যবান। কোন্ বিষয়ে নয় ? আমার অপ্রতিহত বিশাল রাজ্য-বিস্তার—দেবাধিক বাহুবলে ত্রিভুবন শশঙ্কিত! আমার অধিকারে সর্ব্বত্রই বিদ্যার গবেষণা—ধনের বাহুল্য—কলনাদিনী সজলা তটিনীর ধীর প্রবাহ—শিকরাভিষিক্ত শ্রমাপহারী শীত-সমীরহিল্লোল—শাখাসীন সুগায়ক পিক-

রাজের সুললিত তান—প্রকৃতির ফুল্লাননে স্নেহভরা হাসি! বল—বল, এ সকল কি আমার সৌভাগ্যের জলন্ত প্রমাণ নয়?

নিকষা। তবে বলি, প্রতাপ আছে সত্য, কিন্তু সে প্রতাপ সূর্য্যের মত স্থায়ী কৈ? সে তো চঞ্চল আলেয়ার মত ক্ষণস্থায়ী। তোমার অধিকার বিশাল, তা মিছে নয়,–কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থানে সুশৃঙ্খলা বা সুবিচার নাই; শুন্তে পাই, সে সকল স্থানে না কি চোর ডাকাতের ভারি অত্যাচার। আমি বলি, এ অপেক্ষা সুশাসিত ক্ষুদ্র অধিকার বরং ভাল। বিদ্যায় যদি অবিদ্যা আনে, তবে তাকে বিদ্যার উন্নতি না অবনতি বল্‌বো? ধন যদি সৎকার্য্যে ব্যয়িত না হয়, তা হ'লে সে ধন গৃহে থাকা যা, আর রত্নাকরে থাকাও তা নয় কি? নদীগুলি সজলা স্বীকার করি, কিন্তু মকর, কুম্ভীরের ভয়ে কেউ তার জলে নাম্‌তে পারে না। বাতাস শীতল, তা আবার অস্বাস্থ্যকর। তারপর প্রকৃতির মুখে যে হাসি, ও হাসি তো স্নেহভরা হাসি নয়, ও যে বিকট উপহাস। শেষ কথা, বসন্তে মধুর পিক-রব। জেঠামশায়! বল্‌তে বুক ফেটে যায়, আর তো বর্ষার দেরী নাই। তোমার দুটি চোখ থেকে অশ্রুধারা বর্ষাধারার মত পড়্‌তে থাক্‌বে। জেঠামশায়! দাদা বড় ভাল ছেলে ছিল, তাকে তুমি তাড়িয়ে দিলে! অনলা! তুই এমন নিষ্ঠুর। জ্যাঠাই মা যে হা পুত্র—হা উন্মত্ত ব'লে চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

অনলা। সত্যি দিদি! আমি অতি পাপিনী—আমিই রাক্ষসী। আহা, মা বুঝি দাদার শোকে এতক্ষণ পাগলিনী হয়েছে। আয়—আয় দিদি, আমার সঙ্গে আয়! আমি মায়ের পায়ে প'ড়ে তাঁকে শান্ত করিগে।

[নিকষার হস্তধারণ করিয়া বেগে অনলার প্রস্থান।

মাল্যবান। বলুন আচার্য্য! আমার পদে পদে কেন এত প্রতিবাদ?

তুম্বুরু। উন্নতি কর্‌তে গেলে চারিদিক থেকে বাধাবিঘ্ন আসে। এখন স্বর্গজয়ের মন্ত্রণা করা যাক্।

সুমালী ও মালীর প্রবেশ।

সুমালী। আর্য্য! রাজা প্রজা, দীন দুঃখী, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সকলে এই অসির প্রাধান্য স্বীকার করেছে। যারা রাজদ্রোহী, তারা রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করেছে। এখন স্বর্গজয় কর্‌তে পার্‌লে আমাদের মনোবাসনা ষোলকলায় পূর্ণ হয়।

মাল্যবান। সুমালি! আমরাও ঐ বিষয়ের আন্দোলন কর্‌ছিলাম। আচ্ছা, কোন্ সূত্রে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে?

সুমালী। রাজন্! সূত্রের কি অভাব আছে? তপবিঘ্ন মানসে দুর্ব্বৃত্ত দেবরাজ কতই না অত্যাচার করেছিল, এমন কি প্রাণহানি পর্য্যন্ত কর্‌তে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।

মাল্যবান। সে কথা তো আর মিথ্যা নয়!

সুমালী। আর্য্য! দুরাত্মাকে এই মর্ম্মে পত্র লেখা হোক্ যে দেবরাজ! যদি তুমি রক্ষরাজমহিষীর পদসেবার জন্য স্বপত্নী শচীদেবীকে কিয়দ্দিনের জন্য লঙ্কারাজ্যে প্রেরণ কর, তবে নিষ্কণ্টকে স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হ'য়ে থাক্‌তে পারবে. নতুবা দিগ্বিজয়ী রক্ষতরবারির সম্মুখীন হ'তে সত্বর প্রস্তুত হও।

মাল্যবান। হাঁ, অতি উত্তম যুক্তি স্থির করেছ সুমালি! ভাই! তোমার রাজনীতিক কৌশলে আজ আমার চতুর্দ্দিকে জয় জয়কার।

তুম্বুরু। সুমালী অতি সুন্দর যুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ প্রস্তাবে ইন্দ্র কখনও সম্মত হবে না, সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য।

মাল্যবান। মালি! সুমালীর কথামত পত্র লেখা যাক্।

মালী। মহারাজের যা অভিরুচি।

মাল্যবান। [পত্র লিখিয়া] এই পত্র লিখ্‌লাম। কে আছ ?

জনৈক ভগ্নদূতের প্রবেশ।

মাল্যবান। এই পত্রখানা দেবরাজের নিকট পৌঁছে দেবে।

ভগ্নদূত। [পত্র গ্রহণ করিয়া] যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

মাল্যবান। যাবৎ না কোন প্রত্যুত্তর পাই, তাবৎ অস্ত্র ও সৈন্য বিভাগে তদন্ত করিগে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অমরাবতী।

ইন্দ্র, পবন, বরুণ, যম, কুবের, শনি ও জয়ন্ত।

ইন্দ্র। দেবগণ! দুর্বৃত্ত মাল্যবান ব্রাহ্মণগণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার আরম্ভ করেছে। আমাদের প্রাপ্য যজ্ঞীয় আহুতি দুরাত্মারা বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করেছে। বল দিকপালগণ! এ চিরস্থায়ী স্বত্বহানির উপায় কি?

শনি। ও কথা আমি অনেক দিন বলেছি, কিন্তু কেউ কি আমার কথায় কর্ণপাত করেছিলে? দেবগণ সকলে নাসারন্ধ্রে খাঁটি সরিষার তৈল দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাচ্ছে। সকলে স্ব স্ব বিলাসিতায় ব্যতিব্যস্ত। ওদিকে যে শত্রুর করে দেবতাদের টিকি বাঁধা আছে, তা একবার কেউ খেয়াল ক'রে তো দেখ্‌ছে না। ঐ টিকিটি ধ'রে যখন আচ্ছা ক'রে হরদম ঘোরাতে থাক্‌বে, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে, রাক্ষসের গোঁ কত ভয়ানক। বাবা, একা মহিষাসুর পার্ব্বতীকে কেশে ধ'রে ষাট হাজার বৎসর শূন্যে ঘুরিয়েছিল—বৃত্রাসুরও দেবগণকে পাতালে তাড়িয়েছিল। এবার আবার দেখ, মাল্যবান কি করে।

পবন। তাই তো, সকল ষড়যন্ত্র বৃথা হ'লো। গ্রহরাজ! তুমি তো খুব বাগাড়ম্বর করেছিলে!

শনি। করে নাই কে? অগ্রে সকলে করেছিল, শেষে গ্রহরাজ দায়ে প'ড়ে একটু করেছিল বটে। তা বাপু হে! পাঁচ কর্ম্ম কর্‌তে গেলে দু একটা ফস্‌কে যায় বৈ কি। তা আমি প্রায় দেখি, যশের সময় সকলে দাবি

করে, কিন্তু দোষের সময় আর কেউ ঘাড় পাতে না ; তখন আছে এই অভাগা শনি। কেন হে বাপু ?

ইন্দ্র। গ্রহপতি ! রাগ কর্‌লে না কি ?

শনি। না, রাগ ক'রে আর কর্‌বো কি ? তবে ওঁদের রক্ত পাতলা, যা তা একটা ব'লে বসেন,—সেটা কি ঠিক ?

ইন্দ্র। পাঁচজন থাক্‌লে পাঁচ কথা বলে বৈ কি ?

বরুণ। যারা প্রকৃত বীর, তারা কখন উচিত কথায় রাগ করে না।

শনি। বেশ বাপু ! তোমরা বীর—তোমরা বিদ্বান,—আমরা ভীরু—আমরা অজ্ঞান। বল, তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে কে কেমন বীর, তা দানব-সমরে দেখা গিয়েছে। বোধ হয়, সে প্রহারের কথা এখনও সকলের স্মরণ থাক্‌বে।

পবন। বোধ হয়, তোমার পিঠের সে ঘা এখনও শুষ্ক হয় নাই।

শনি। দেখুন দেবরাজ ! পবনের অপমানজনক কথাগুলো শুনুন। আমি আর এদের সহবাসে এক মুহূর্ত্ত থাক্‌তে ইচ্ছা করি না।

[গমনোদ্যত ও ইন্দ্রকর্ত্তৃক বাধা প্রদান]

ইন্দ্র। ছিঃ, ছিঃ ! আত্ম-বিচ্ছেদ ! গ্রহরাজ ! ও সব কথা ছেড়ে দাও। ঐ দেখ, মাতলি আস্‌ছে নয় ?

মাতলির প্রবেশ।

মাতলি। দেবরাজ ! জনৈক রক্ষদূত পত্রসহ অপেক্ষা কর্‌ছে।

ইন্দ্র। রক্ষঃদূত ! আচ্ছা, তাকে পত্রসহ এখানে আস্‌তে বলগে।

মাতলি। যে আজ্ঞা !

প্রস্থান।

ভগ্নদূতের প্রবেশ ও পত্র দান।

ইন্দ্র। সকলে পত্রের মর্ম্ম শ্রবণ কর। "দেবরাজ! যদি তুমি রক্ষ-রাজ-মহিষীর পদসেবার জন্য স্বপত্নী শচীদেবীকে কিয়দ্দিনের জন্য লঙ্কারাজ্যে প্রেরণ কর, তবে নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হ'য়ে থাক্‌তে পারবে, নতুবা দিগ্বিজয়ী রক্ষতরবারির সম্মুখীন হ'তে সত্বর প্রস্তুত হও।" [পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে প্রদান করিয়া] এই লও দূত! তোমাদের রাজাকে দিও।

দূত। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। এতদিন ধারণা ছিল, বজ্র আমার কঠিনতম। কিন্তু বজ্র! ভাব দেখি, তোমার কাঠিন্য হ'তে এ পত্রের কাঠিন্য কত বেশী! আজ হ'তে বুঝ্‌লাম, কঠিনতায় তুমি অদ্বিতীয় নও, তোমা অপেক্ষা অনেক কঠিনতর বস্তু আছে। উঃ, সেই অস্পৃশ্য নরকের কৃমি কুসুম সমভিব্যহারে দেবশিরে আরোহণ ক'রে ভীষণ দংশন করেছে। পবন! এ মর্ম্মভেদী বিষদিগ্ধ শেলসন্নিভ প্রস্তাবে বাসবের হৃদয়তন্ত্রী যে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল। যুদ্ধ বিনিময়ে দুষ্ট আমার ইন্দ্রাণীর দাসীত্ব প্রার্থনা করে। কি ভয়ঙ্কর কথা!

যম। দেবরাজ! এ পত্রের যেন উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করা হয়।

ইন্দ্র। প্রত্যুত্তর তখনি দিয়েছি। কেন না এ প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর কারও উপদেশ সাপেক্ষ হ'তে পারে না।

কুবের। কি উত্তর দিলেন দেবরাজ?

ইন্দ্র। লিখেছি—"রে রক্ষকুলাধম! তুই ইন্দ্রকে কি এতই হীনবীর্য্য মনে করেছিস? যদি কোটীকল্প কাল ইন্দ্রকে দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ

কর্‌তে হয় তথাপি তোর পাশবিক প্রস্তাবে ইন্দ্র কখনও নতশির হবে না। হাঁরে মূর্খ! মৃগেন্দ্র হীনবল হ'লেও গর্দ্দভের পদাঘাতে কি কখন সম্মত হয়?

বরুণ। ঠিক উত্তরই হয়েছে।

জয়ন্ত। হেন অপমান-বাণী,
শুনি কোন্ বীরেন্দ্রকুমার
নির্ব্বাক থাকিতে পারে নির্জ্জীবের প্রায়?
কে এমন বীরাধম,
যার হৃদে না উঠে জ্বলিয়া
ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসানল?
পিতা! পিতা!
শুনি তার মর্ম্মভেদী কথা,
ব্যথা অতি লাগিল হৃদয়ে।
হায়—হায়, ভাবি নে স্বপনে,
দেবগণ এতই দুর্ব্বল,—
এতই উদ্দমহীন—এত কাপুরুষ।
স্বর্গের ঈশ্বরী মা আমার,
সকলের জননী স্বরূপা,
তাঁহার দাসীত্ব চায় পাপিষ্ঠ রাক্ষস!
এ কথা শুনিলে,
শতখণ্ডে ফাটে যে পাষাণ,
মৃতজীব উঠি নাচে সমর-উল্লাসে।
কিন্তু আচার্য্য!
পরম হিতৈষী দেবগণ,

নির্ব্বিকার থাকিল সকলে,—
ক্রোধ নাহি কার' উপজিল,
ফেলিল না বিন্দুমাত্র কেহ অশ্রুজল,
একবার ছাড়িল না কেহ দীর্ঘশ্বাস !
পিতা ! গেল যদি মান,
গেল যদি দেবতাসম্ভ্রম,
কিবা ফল নন্দন-কাননে,
কিবা প্রয়োজন তবে স্বর্ণ-সিংহাসনে,
কিম্বা হেন অতি ভীরু এ অমাত্যগণে ?
পিতা ! অনুমতি দিন একবার,
প্রতিশোধ লই গে তাহার।
এই অস্ত্রে ছেদি তার শির,
রাখি গিয়ে মাতৃ-পদতলে,—
তা না হ'লে জুড়াবে না মনের আগুন।

মাতলির প্রবেশ।

মাতলি। দেবরাজ ! রাক্ষসগণ সসৈন্যে স্বর্গ আক্রমণ করেছে।

ইন্দ্র। শোন—শোন স্বপন-বারতা,
শত্রুগণ করিয়াছে স্বর্গ আক্রমণ।
শোন ঐ ঘোর হুহুঙ্কার !
বীরদর্পে সত্য সত্য কাঁপিছে দিগন্ত।
কহ এবে—
কার সাধ রক্ষপদে দিতে পুষ্পাঞ্জলি ?

পবন। দেবরাজ ! সম্ভবে না হেন দেবাধম।

ইন্দ্র। ভাল—ভাল!

ইতস্ততঃ তবে কেন আর?

অসি চর্ম্ম খড়্গ শূল ভল্ল টাঙ্গি গদা,

নারাচ পট্টিশ প্রাস শেল শিলিমুখ

ধরি সবে এককালে ইরম্মদতেজে

চল যাই আক্রমি গে অরাতিবাহিনী।

[সকলের প্রস্থান।

[যুদ্ধ করিতে করিতে দেবতা ও রাক্ষসগণের প্রবেশ, দেবগণের পলায়ন ও রাক্ষসগণের পশ্চাদ্ধাবন।]

বেগে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। গেল সব—গেল সব

রাক্ষসের ভীম পরাক্রমে,—

ছত্রভঙ্গ হ'লো দেবঠাট।

সুদূর বিমান,

পলক ভিতরে পূর্ণ হ'লো শরজালে।

দুর্জ্জয় অরাতিকুল

মদমত্ত করীসম মত্ত ঘোর রণে,—

আক্রমিল এককালে চতুরঙ্গবলে।

কাঁপাইল বিশ্ব শরজলে,

কাঁপাইল হর্ম্মচূড়া,

কাঁপাইল গিরি, নদী, বন।

মন্দিরের শৃঙ্গপাত,

গর্ভিনীর গর্ভপাত,

হইলে সে বিকট হুঙ্কারে।
ঐ—ঐ ঘাত-প্রতিঘাতে
রথ যত হ'লো চূর্ণমার,
মরিল মাতঙ্গ—মরিল তুরঙ্গ,
মূর্চ্ছা গেল দেবরথী যত।
বহে রক্তস্রোত,
ভাসে তাহে অনুক্ষণ
মৃত-কল্প-দেবতা সকল,—
মৃত অশ্ব-মৃত গজ,
রক্তস্রোতে চলেছে ভাসিয়া।
হারিল পবন, হারিল বরুণ,
হটিল কুবের, যম, শনি, হুতাশন।
জয়ন্ত—জয়ন্ত ঐ পড়িল ভূতলে,
কোথা পিতা ব'লে মোরে করিছে স্মরণ।
যাই—যাই,
হেন দৃশ্য না পারি সহিতে।

[বেগে প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে মাল্যবান ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

মাল্যবান। [ইন্দ্রের তরবারি ব্যর্থ করিয়া]
কি হে পুরন্দর!
মিটিল কি এবে তব রণ-কণ্ডূয়ন?

ইন্দ্র। হাঁরে মূর্খ!
কিরাত কি ক্ষান্ত হয় কভু,

শিকারের হৃৎপিণ্ড
যাবৎ না পারে উৎপাটিতে।

মাল্যবান। বাখানি তোমায় দেবরাজ!
এ পর্য্যন্ত পায় নাই কেহ
বীরত্বের পরিচয় কার্য্যে তব!
কিন্তু দেখি এবে হাঃ—হাঃ—হাঃ!
রসনায় আছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

ইন্দ্র। ভাল আজ পাবে পরিচয়,
অসুররুধিরপায়ী এ মোর দন্তলী,
রক্ষরক্তপানে আজ হয়েছে লোলুপ।

মাল্যবান। ধরিয়াছ এত শক্তি কবে হে বাসব?
তস্কর অধম তুমি, এড়ি' তুল্য বীরে
দুর্ব্বলের সনে গিয়া কর আস্ফালন।
বিচক্ষণ নহে দেবগণ,
তাই তো হেন পাপিষ্ঠ জনে
বসায়েছে স্বর্গ-সিংহাসনে।
মণ্ডুকের গলে মালা হায় রে কেমনে
দানিল ত্রিদশগণ ভুজঙ্গ-আসনে!

ইন্দ্র। নীচকুলে জন্ম তব,
দেবকার্য্য বিচারিতে কিবা অধিকার?

মাল্যবান। নীচ হয় উচ্চ কভু,
উচ্চ হয় নীচ কার্য্যগুণে,
চরে গৃধ্র উচ্চ নভোস্থলে,
নিম্নে লক্ষ্য থাকে তার মৃতজীব প্রতি।
সুখাদ্য সেবিত সারমেয়,

বিষ্ঠা আস্বাদনে কভু
হয় কি বিস্মৃত ?

ইন্দ্র। শত যজ্ঞ করি সমাপন,
ধরে ইন্দ্র শতক্রতু নাম।

মাল্যবান। ভাল ইন্দ্র ! কোন্ কর্ম্ম সাধি,
লভিয়াছ দেহে ঐ সহস্র লোচন !

ইন্দ্র। ওহো। মশক মাতঙ্গশিরে করে পদাঘাত !
আয়—আয়—আয় দুরাচার !
এই অস্ত্রমুখে তোরে দিই যমালয়।

মাল্যবান। আয় তবে দেখা যাক্, কে কারে পাঠায় যমালয়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে ইন্দ্রের পলায়ন ও
মাল্যবানের পশ্চাদ্ধাবন]

মাল্যবান ও দেববালকগণের প্রবেশ।

দেববালকগণ। দাও রণ দুরন্ত রাক্ষস !

মাল্যবান। তোমারা নহ তো মোর সমকক্ষ বীর !

দেববালকগণ। যুদ্ধ দাও দুরন্ত রাক্ষস !

মাল্যবান। কি মুস্কিল !
অসি মোর হবে কলঙ্কিত।

দেববালকগণ। যুদ্ধ দাও দুরন্ত রাক্ষস !

মাল্যবান। বীরগণ ঘোষিবে দুর্ণাম।

দেববালকগণ। দাও রণ দুরন্ত রাক্ষস !

মাল্যবান। আরে—আরে বোধহীন দেব-শিশুগণ !
তোমাদের দেবরাজ হারিয়াছে রণে।

দেববালকগণ। যুদ্ধ দাও দুরন্ত রাক্ষস !

মাল্যবান। তবে আয়,
রণসাধ মিটাই তোদের। [যুদ্ধারম্ভ]

দেববালকগণ। বাপ্ রে—গেলাম রে—ম'লাম রে!

[বেগে প্রস্থান।

মাল্যবান। এই কাল ছোঁড়াটাকে বন্ধন করা যাক্। [বন্ধন] ছোঁড়াটার কটাক্ষ যেমন কুটিলতাময়, মুখমণ্ডলও তেমনি চক্রান্তব্যঞ্জক। বোধ হয়, এই কাল ছোঁড়া ঐ বালকদের নেতা ছিল। কেমন?

কাল। উঃ, বড় লাগ্‌ছে! একটু আস্তে বাঁধ না। ওগো আমার বন্ধনটা খুলে দাও, বড়ই লাগ্‌ছে!

মাল্যবান। পূর্ব্বে তা ভাব্‌তে পার নাই? দূত!

দূতের প্রবেশ।

মাল্যবান। এই বালককে কারাগারে আবদ্ধ কর গে।

দূত। [স্বগত] আহা এতো কাল নয়, এ যেন জগতের আলো। এস তোমাকে কারা-মন্দিরে যেতে হবে।

[কালকে লইয়া প্রস্থান।

মাল্যবান। এ আবার কারা? সকলেই যে নারী!

দেববালিকাগণের প্রবেশ।

দেববালিকাগণ। হাঁগো আমরা দেব বালিকা। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করছি৭

মাল্যবান। পড়িনু বিষম ফেরে
নারীসনে কেমনে যুঝিব?

দেববালিকাগণ। ধর অসি, কর রণ।

[যুদ্ধ ও নারীগণের পলায়ন ও মাল্যের অনুসরণ ।]

ভগ্নদূতের প্রবেশ ।

ভগ্নদূত । রক্ষরাজ ! বড় তাজ্জব ব্যাপার ! একটু গিয়ে বালকটা হো হো ক'রে হাস্‌তে লাগলো ; বল্‌লে, এ শিকলে কি আমি বাঁধা থাকি ? বল্‌তে না বল্‌তে বন্ধন খুলে গেল । আমি তখন আচ্ছা ক'রে হাত দুটো সাপ্‌টে ধর্‌লাম । তখন দেখ্‌লাম, সে বালক আর বালক নাই, দেহটা প্রকাণ্ড হ'য়ে উঠেছে ! মাথাটা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে, আর চোখ দুটো যেন চন্দ্র সূর্য্য জ্বল্‌ছে ! মহারাজ ! সেই না দেখে আমি একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি । পরে দেখি, সে বালক আর নাই । মহারাজ ! তাই ছুটে সংবাদ দিতে এলাম ! অবাক কাণ্ড—অবাক কাণ্ড !

মাল্যবান । পলায়ন ক'রেছে ? কি আশ্চর্য্য ! তবে কি সে কোন ভণ্ড মায়াবী ? চল—চল দূত ! তার অন্বেষণ করি গে ।

[দূত সহ মাল্যবানের প্রস্থান ।

নারায়ণের প্রবেশ ।

নারায়ণ । নন্দনের এক প্রান্তে শচীদেবী, অন্য প্রান্তে জয়সেন । শচীদেবী পুত্রের নিকট গমন কর্‌ছে । উভয়ে এক সঙ্গে অন্তঃপুরে আগমন কর্‌বে । দুষ্ট রাক্ষস শচীলাভে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছে । তার পাপ অভিসন্ধি কোন মতে সফল হ'তে দেবো না । ইন্দ্রাণী এখনও জয়সেনের সাক্ষাৎলাভ করে নাই । এই অবসরে আমি জয়সেনরূপ ধারণ ক'রে শচীদেবীর সম্মুখীন হই গে । তা হ'লে জয়কে রক্ষ-অত্যাচার হ'তে রক্ষা করা হবে । তারপর যখন শচীর উপর কোন অত্যাচার হবার উপক্রম

হবে, তখন ষোড়শী মোহিনীরূপে মাল্যবানকে মুগ্ধ ক'রে সতীত্ব রক্ষা কর্‌বো। এই জয়সেনরূপ ধারণ কর্‌লাম। [তথা করণ] জয়সেনের কাছে যাবার পূর্ব্বে শচীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করি গে।

[প্রস্থান।

জয়সেনরূপী নারায়ণ ও শচীদেবীর প্রবেশ।

জয়সেন। মা! রাক্ষসেরা যুদ্ধে দেবগণকে হারিয়ে দিয়েছে। হাঁ মা! তা হ'লে কি এই স্বর্গরাজ্য এখন রাক্ষসদের হ'লো?

শচী। হ'লো বৈ কি!

জয়সেন। মা! নারায়ণ কেন এ রকম কর্‌লেন?

শচী। আমাদের কপাল মন্দ, তাই বাছা আমাদের এই দশা, সময়গুণে পথের কাঙ্গাল রাজা হয়, আবার রাজাও সময়ে পথের কাঙ্গাল হয়।

বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ও ধীরপদবিক্ষেপে মাল্যবানের প্রবেশ।

মাল্যবান। এই না সেই ইন্দ্রভামিনী, যার অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা বিশ্ববাসী চিরদিন কীর্ত্তন ক'রে থাকে! ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন,কেন না যে অমূল্য রত্নলালসায় আমি সাধ ক'রে দেবতাদের সঙ্গে রণানল প্রজ্জ্বলিত করেছি, সেই রত্ন আজ অনায়াসে করতলগত হ'লো। সমুদ্রসিঞ্চন ক'রে যদি রত্নলাভ না হয়, তা হ'লে তার চেয়ে আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে?

জয়সেন। তুমি কে গা?

মাল্যবান। এই স্বর্গের ইন্দ্র।

জয়সেন। কৈ তোমার দম্ভোলী কৈ ?

মাল্যবান। আমি নূতন ইন্দ্র।

জয়সেন। ও, তুমি সেই রাক্ষস মাল্যবান।

মাল্যবান। হাঁ। [শচীর প্রতি] সুন্দরি! দেবগণ সমরে পরাস্ত হয়েছে। তোমার স্বামী দেবরাজ পর্য্যন্ত পলায়ন করেছে। তুমি এখন কি করবে ?

শচী। করবো আর কি ? দেবতাদের যে গতি, আমারও তাই হবে।

মাল্যবান। দেবতাদের তো ঘোর দুর্গতি।

শচী। আমারও তাই হবে। তরুর যে দশা, আশ্রিতা লতিকারও সেই দশা হবে।

মাল্যবান। সুন্দরি! তুমি আমার অনুগামিনী হও, তোমার কোন কষ্ট হবে না।

শচী। রাক্ষস! মুখ সাম্‌লে কথা ক'। জানিস্ আমি সতী, সতীর পতি ভিন্ন অন্য গতি নাই!

মাল্যবান। সুন্দরি! ওসব অলস শাস্ত্রকারের বাক্য। দেখ, তুমি আদর্শ সুন্দরী, আর তোমার স্বামী একজন ভীরু পারদারিক। রত্নময় সুন্দর কণ্ঠহার যে রক্ষা করতে অক্ষম, তার কেন সে হারের আশা! এস সুন্দরি! আমার মহিষী সুন্দরীর ন্যায় তোমাকেও যত্ন করবো।

শচী। কোথায় নারায়ণ—মধুসূদন—লজ্জানিবারণ! আজ একি করলে ? পিশাচের দুর্ব্বাক্য যে আমার বুকে শেল বিঁধ্‌ছে।

জয়সেন। ওরে পিশাচ! মাকে কাঁদাচ্ছিস্ কেন ?

মাল্যবান। আঃ মর ছোড়া, এই পদাঘাতে তোকে যমালয়ে দিই। [বক্ষে পদাঘাত] একি, আমার পায়ে যে বিষম আঘাত লাগ্‌লো, আর ছোড়াটা স্থির হ'য়ে দাড়িয়ে রইল! এ ছোঁড়ার কি লাথি খাওয়া

অভ্যাস আছে না কি ? হাঁরে ছোঁড়া ! তোর কি লাথি খাওয়া অভ্যাস আছে না কি ?

জয়সেন। হাঁ, একবার খেয়েছিলাম।

শচী। না—না—কার সাধ্য তোর বুকে লাথি মারে ?

মাল্যবান। কে মেরেছিল বালক ?

জয়সেন। একজন ব্রাহ্মণ।

মাল্যবান। [শচীর প্রতি] দেখ সুন্দরি ! তোমার স্বামী এমনি অকর্ম্মণ্য ! কনিষ্ঠ পুত্রকে একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ পদাঘাত করলে, তার কোন প্রতিকার হ'লো না। হাঁরে ছোঁড়া ! সত্যি না তামাসা করছিস ?

জয়সেন। এই দেখ না, এখনও বুকে দাগ আছে। [চিহ্ন প্রদর্শন]

শচী। তাই তো, তবে তুই এতদিন দেখাস্ নি তো !

জয়সেন। মা ! বড় লজ্জা করতো।

মাল্যবান। তুই দেখ্তে পাই নারায়ণ হ'য়ে উঠেছিস্। নারায়ণ না কি ভৃগুঠাকুরের পদাঘাত বক্ষে ধারণ করেছিল। বালক ! তোর আঁখি দুটো সহসা অশ্রুপূর্ণ হ'লো কেন ?

জয়সেন। ভৃগুঠাকুরের পত্নী খ্যাতিকে নারায়ণ স্বহস্তে ছেদন করেছিল, এই কথাটা মনে পড়ায় বড় কষ্ট হ'লো।

শচী। পিশাচ ! তোর কি দয়া মায়া কিছুই নাই ! কি ব'লে দুধের বালককে পদাঘাত করলি ? রাজা হ'য়েও পিশাচত্ব যায় নি ?

মাল্যবান। সুন্দরি ! আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমার সঙ্গে আস্বে কি না ?

শচী। নারীর একমাত্র রত্ন সতীত্ব। পিশাচ ! সেই রত্ন আজ বিসর্জ্জন দেবো ? যদি সতীর মাহাত্ম্য থাকে, তবে তুই কোনমতে আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবি নে।

মাল্যবান। আচ্ছা, দেখা যাক্, কে তোমায় রক্ষা করে ?

শচী। কোথায় চক্রধারী দয়াময়! সতীর যে মান যায়! এ অকূলে কূল দাও দীনবন্ধু! আর না হয়, তোমার চক্রে আমাকে খ্যাতির মত ছেদন কর। কৃপাসিন্ধু! কৃপাবিন্দু দান ক'রে সতী অবলার সতীত্ব-রত্ন দস্যুর কর হ'তে উদ্ধার কর।

জয়সেন। দাঁড়াও, আমার বাবাকে ডেকে আনি। [স্বগত] এইবার মোহিনীরূপে আসি গে।

[প্রস্থান।

শচী। জয়—জয়! কোথা যাস্ বাবা ?

মাল্যবান। সুন্দরি! আর কেন ইতস্ততঃ ?

শচী। দয়াময়! কৈ তুমি ? এলে না ? তোমার প্রাণ কাঁদলো না ? তবে বুঝি আজ থেকে সতীর গৌরব ডুবে যায়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর —কেউ যদি সতীর পক্ষে থাক, তবে এসে দাঁড়াও। কৈ—কৈ—কে কোথায় ?

মাল্যবান। এই নিয়ে চল্‌লাম।

[বেগে ধরিতে উদ্যত ও হঠাৎ স্তব্ধ হওন]

বেগে মোহিনীর প্রবেশ ও স্থিরভাবে অবস্থান।

মাল্যবান। একি! সুন্দরীর সে অনুপম লাবণ্যছটা কোথায় গেল ? সূর্য্যালোকে দীপালোক যেমন তেজোহীন হ'য়ে সূর্য্যোলোকে মিলিয়ে যায়, তেমনি এর সে লাবণ্য-জ্যোতি কোন মহাজ্যোতিতে বিলীন হ'য়ে গেল। একি! আমার স্বপ্ন দর্শন—না দৃষ্টিভ্রম! না, ঐ যে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ষোড়শীরূপিণী! তুমি আবার কে গা ?

মোহিনী। আমি গো, আমি।

মাল্যবান। বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

মোহিনী। হাঁ—হাঁ—আমি তিনি।

মাল্যবান। এতেও কিছু বুঝ্‌তে পারলাম না।

মোহিনী। তবে আমি "তুমি"।

মাল্যবান। সে কি সুন্দরি ?

মোহিনী। হাঁ, আমার আমির মধ্যে "তিনি" আর "তুমি" এই দুটোকে টেনে নিয়েছে।

মাল্যবান। যাক্‌, তুমি এখানে কেন ?

মোহিনী। তুমি এখানে কেন ?

মাল্যবান। আমার অনেক মতলব আছে।

মোহিনী। আমারও অনেক মতলব আছে।

মাল্যবান। তোমার আবার কি মতলব ?

মোহিনী। তোমার কি মতলব গা—তোমার কি মতলব ?

মাল্যবান। সে কথা তোমাকে বল্‌বো কেন ?

মোহিনী। তবে আমিই বা সে কথা তোমাকে বল্‌বো কেন ?

মাল্যবান। আমি ত্রিলোকজয়ী রাজা।

মোহিনী। আমি বিশ্ববিজয়িনী রাণী।

মাল্যবান। যাক্‌ রমণি ! আমার মতলব বল্‌ছি।

মোহিনী। হাঁ, এখন পথে এস। বল—বল।

মাল্যবান। আমি প্রেমের ভিখারী।

মোহিনী। ঠিক হয়েছে গো—ঠিক হয়েছে। আমিও প্রেমদাত্রী।

মাল্যবান। তবে এস প্রেমদায়িনি !

মোহিনী। হাঁ চল।

[মোহিনীসহ মাল্যবানের প্রস্থান।

দীনবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ ।

শচী । একি বেশ সুরনাথ ?

ইন্দ্র । মহাচক্রীর মনোনীত বেশ । এই বেশে এখন কাটাতে হবে ।

শচী । তবে আমি ও তোমার মত সাজি না ! [তথাকরণ]

জয়সেনের প্রবেশ ।

জয়সেন । মা, তুমি আমাকে ফেলে এলে !

শচী । সেকি বাছা ? তুই না আমার সঙ্গে এলি ? রাক্ষসটা তোর বুকে এক লাথি মারলে !

জয়সেন । সত্যি মা ! আমি এই আসছি ।

শচী । তবে বালকরূপে এ কে এসেছিল ? আমার বালককে রক্ষা করতে এ ছলনা কে করলে ? তাঁর হৃদয়ে কি এত দয়া—তাঁর বুকে কি এত ভালবাসা ? এ ভালবাসার তো তুলনা নাই—এ দানের যে প্রতিদান নাই । এ হতভাগিনী শচীর কান্নায় কার হৃদয়ে আঘাত লাগ্লো ? পোড়া মন ! এখনও কি বুঝ্তে পারছ না, এ বালকরূপে কে এসেছিল ? উনিই বলীর দর্পহারী—নাম দীনবন্ধু,—উনিই যে সেই কল্পতরু । জীবনটা একটা বিশাল মরুভূমি, দারুণ তাপে জ্বলছে । আশালতা নাই—শান্তি-তৃণ নাই, কেবল শূন্যময় ধু ধু করছে । এক ফোঁটা দুঃখের অশ্রু তাতে পড়েছিল, তাই সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল । যেমন স্বাতী নক্ষত্রের জল ভিন্ন মুক্তার জন্ম হয় না, তেমনি খাঁটি অশ্রু ভিন্নও তরুর জন্ম হয় না । তাই ও তরু প্রায় দেখ্তে পাওয়া যায় না । আজ ভাগ্যগুণে, সেই তরুর মূলে আশ্রয় পেয়েছিলাম । দয়াময় ! কে তোমায় বলে নিষ্ঠুর ?

জয়সেন । বাবা ! মা ! তোমাদের একি বেশ ? তবে আমিও

তোমাদের মত সাজি না ! কাঙাল কাঙ্গালিনীর ছেলে রাজবেশে থাকি কেন ? [রাজবেশ পরিত্যাগ]

ইন্দ্র। না, আর দেখা যায় না। চক্ষু অন্ধ হ' অথবা এখনি মহাপ্রলয় ঘটুক। তা' না হ'লে এ মনস্তাপ আর রাখ্‌বার স্থান দেখি নে। তা কি এ হতভাগ্য ইন্দ্রের কথায় হবে ! তবে স্বহস্তে এই অস্ত্রে আত্মহত্যা ক'রে সকল জ্বালা দূর করি। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

বেগে নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি। [অস্ত্র ধরিয়া] একি সুরনাথ ?

ইন্দ্র। কে তুমি মা, আমার সুখে বাধা দিলে ?

নিয়তি। ছিঃ অমরনাথ! অমরের কি মৃত্যু আছে ? আমি নিয়তি।

ইন্দ্র। দেখ মা নিয়তি! রাজপুত্র আমার ভিখারী, রাজরাজেশ্বরী আমার ভিখারিণী সেজেছে।

নিয়তি। বৎস! বিলাপ সম্বরণ কর। নিয়তি তোমার প্রতি প্রসন্না হয়েছে। তুমি কৈলাসে গিয়ে আশুতোষ ও ভবানীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করগে। তাঁরা এর প্রতিকারের উপায় ব'লে দেবেন। বিলম্ব ক'রো না।

[প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ।

ইন্দ্র। আসুন তপোধন! দাসের প্রণাম শ্রীচরণে গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ করবেন।

নারদ। শচীনাথ! নিয়তির আদেশে তুমি এখন কৈলাসে গমন

কর। তোমার দুঃখ অচিরে অবসান হবে। সুররাণী ও জয়সেন নির্ব্বিঘ্নে আমার তত্ত্বাবধানে থাক্‌লো। যাও তুমি।

ইন্দ্র। তবে এখন আমি কৈলাসে চল্‌লাম। তপোধন! এদের সকল ভার আপনার উপর ন্যস্ত হ'লো।

নারদ। তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

নারদ। মা ইন্দ্রজায়া! ভাবনা কি? দুরাত্মা রাক্ষসগণ অচিরে পরাভূত হবে। তুমি যে অমরাবতীর ঈশ্বরী ছিলে, আবার তাই হবে। স্বর্গ আবার দেবতাদের অধিকারে আস্‌বে। দেবতাদের নির্ব্বাপিত গৌরব আবার প্রজ্জ্বলিত হবে। মা! পুত্রসহ আমার সঙ্গে এস।

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস।

শিব, দুর্গা ও যোগিনিগণ।

যোগিনিগণ।—

গীত।

বম্ বম্ বম্ বম্,　　　　বম্ বম্ বম্ বম্,
বাজা না দুটো গাল।
মায়ের পাশে,　　　　দেখ্ না ব'সে,
রাজিছে মহাকাল।

তাঁর পানে বারবার আঁখি ঢলু ঢলু
জটাজালে জাহ্নবী ছলু ছলু,
দিপীছে ললাটে চন্দ্রমা, কৌমুদি কলাপে হাসিছে মা,
জবাফুলে বিল্বদলে পুজিব মায়ের চরণ যুগল ॥

[প্রস্থান ।

শিব। দিগম্বরি! দেখ আমার কৈলাস কেমন শান্তিময়। পতঙ্গ, বিহঙ্গ, ভূচর, খেচর, সবাই যেন এক অভিনব আনন্দের উৎসবে মত্ত হয়েছে। কাননে, ভবনে, ঊর্দ্ধে, ভূতলে সর্ব্বত্রই যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ধারা প্রবাহিত হ'চ্ছে! কিন্তু আনন্দময়ি! এ মহানন্দের দিনে তোমার কেন নিরানন্দ? তোমার যে বিধুবদন সকল আনন্দের উৎপত্তি স্থান। আজ কেন তা মলিনতায় ঢাকা পড়েছে? মন্দভাগ্য শঙ্কর চিরদিন পাগল। বল পাগল-হৃদয়তোষিণি! কৈলাশেশ্বরি! এ ভাবান্তরের কারণ কি? আবার কি শুম্ভ নিশুম্ভ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেছে না রক্তবীজ ও মহিষের ন্যায় আর কোন দুর্জ্জয় শত্রুর কথা শুনেছ?

দুর্গা। কৈলাসনাথ! সে জন্য নয়।

শিব। তবে?

দুর্গা। অকস্মাৎ দেহখানা ট'লে উঠ্‌লো—প্রাণটা শিহরে উঠ্‌লো—তারপর চোখে জল এলো। ভাব্‌লাম, আমার অংশে সকল সতীর জন্ম, সেই সতীর চোখে দুঃখের জল নিশ্চয় পড়্‌ছে; তা না হ'লে আমার প্রাণ কাঁদে কেন? ভূতনাথ! মাল্যবান শচীর কোন অপমান কর্‌ছে না তো?

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। [স্বগত] সিদ্ধিঘোটা বুদ্ধি মোটা সবাই মোরে বলে।
বলদ চরাই তাতে সবাই কত কথা তোলে ॥

চাই না দ্বন্দ্ব বলুক মন্দ নিন্দায় কিবা দোষ ।
বাপ মাকে নিন্দে কিন্তু তাই বড় আপশোষ ॥
বাবা আমার পাগল, ভূত নিয়ে করে গণ্ডগোল,
গলায় পরে হাড়ের মালা, সাপের সঙ্গে করে কত খেলা ।
জটার মাঝে গঙ্গা চলে, আবার কপালভরা আছে আগুন
জ্বালা ॥
বিষ খেয়ে নীলবর্ণ কর্‌লে সাদা গলা ।
ভুলে আছে কিসের ভাবে কি যে ভাবে,
নাম হয়েছে তেমনি ভাঙ্গড় ভোলা ॥
কাণে দিয়ে ধুতুরার ফুল পরে বাঘের ছাল ।
ষাঁড় চ'ড়ে বেড়ায় ঘুরে নাইকো দেহের হাল ॥
ছাই মেখে যোগী সেজে বেড়ায় শ্মশানমাঝে ।
মরি লাজে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে, ভিক্ষা কর্‌তে যায়
মায়ের কাছে ॥

ডমরু বাজায় বিল্বতলায়, ববম্ বম্ ব'লে
নাচে নিজে কুতুহলে নাচায় ভূতের দলে ।
মায়ের কথা কবো কটি, মাটি আমার পাগলী বেটী,
বেটী কখন কিরূপ ধরে কে বল্‌তে পারে ?
শ্যামরূপে কভু বেটী কত লীলা করে ।
শ্যামারূপে নাচে কভু বাবার হৃদিপরে ॥
বেটীর নাইকো শরম ধরম করম খেলে,
স্বামীর বুকে স্ত্রী নাচে কে কোথায় শুনেছে কোন কালে ?
ন্যাংটা হয়ে এলো চুলে ধরে তীক্ষ্ণ অসি ।
মানুষের মুণ্ড খণ্ড ক'রে রক্ত খেয়ে নাচে হ'য়ে মহাখুসী ॥

হাতগুলি কেটে নিয়ে করে বেটী পরিপাটী কোমরের হার।
গলার মালা করে পাগলী গেঁথে মানুষের মাথা।
এমন সর্ব্বনাশী মাকে গড়্‌লে কোন বিধাতা ?

শিব। নন্দি ! কি বল্‌ছিস ?

নন্দী। বল্‌বো কি আর ব'লে কর্‌বো কিবা ?
ভেবে ভেবে ভাব না পেলাম তাইতে ভাব্‌ছি বাবা !
কিবা কর্‌লাম কিবা হ'লো এতদিন ধরি।
হবে কিবা পরকালে তাইতে ভাবি ভারি।।
ভূত ব'লে কি এত ঘৃণা হবে না তার গতি।
সিদ্ধি ঘুটে জীবন গেল হ'লো না উন্নতি।।
কেঁদে পড়্‌বো মায়ের কাছে আজ একটিবার,
দেখি ইনি করেন কি না কোন প্রতিকার॥

দুর্গা। কি হয়েছে বাছা নন্দি !
অত বক্‌ছ কেন ?

নন্দী। হয় নাই কিছু মা,
তোমার নন্দী ছেলে বোকা,
মাগো জনম আমার বৃথা,—
কিবা কর্‌ছি কিবা হ'চ্ছে
বুঝ্‌তে নারি কিছু যে মা তার মুণ্ড মাথা !
একটি ভিক্ষা আছে মা তোর কাছে,
মিছে কথা নয় মা সেটা।
বেটা যে তোর ভয়ে মরে নদীর মীন হ'য়ে,
তেষ্টায় যেন যায় না প্রাণটা চ'লে।

দুর্গা। নন্দী আমার নিতান্ত ছেলেমানুষ ! বাছা ! তোকে কি

আমরা পর মনে করি ? আমার কার্ত্তিক গণেশ যেমন, তুইও তেমনি। চিন্তা কি বাপ! তুই নির্ভাবনায় আমার পুরী রক্ষা কর্।

নন্দী। ভুল্‌ছি না আর মিষ্টি কথায়,
দে না মাগো ক'রে একটা বন্দোবস্ত পাকা।
বোকা নন্দী হয়েছে মা সেয়ানা এতদিনে,
জেনে শুনে ঠক্‌ছে না আর।
জগৎশুদ্ধ সবাই ডাকে সদাই মা মা ব'লে,
কার কথা মা শুন্‌বি কখন,
কার কথা বা রাখ্‌বি স্মরণ,
নিবেদন তাই করি ওমা কৈলাসেশ্বরি!
লেখা পড়া দে না দয়া ক'রে,
নইলে মাগো পড়্‌বো আমি বিষম ফাঁপরে।

দুর্গা। নন্দি—নন্দি! তোর এত সন্দেহ? তোর কথা আমি মনে মনে গেঁথে রেখেছি। তোর কোন চিন্তা নাই। তোর যেমন বিশ্বাস, তেমনি ভক্তি!

নন্দী। মন তো আমার বোঝে না মা,
কর্‌লি যদি ওমা দয়া,
কর্ না মা এক কাজ,
লাজ নাই বল্‌তে আমার,
আঁচলেতে দে না গেরো ভুল্‌বি নাকো আর,
মা—মা—মা আমার,
মা নামটী কত মিঠে কতই চমৎকার!

দুর্গা। আচ্ছা নন্দি! তোর সন্তোষের জন্য এই আমি আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ্‌লাম।

নন্দী। এইবার মা তুই কর্‌লি সত্যি মায়ের মত কর্ম্ম,
ভূতের কুলে জন্মেছি যে বুঝ্‌বো মা তোর কেমন ক'রে মর্ম্ম।
ধর্ম্ম রাখিস্‌ পাষাণী বেটী কোটী কোটী নমি মা তোর পায়,
দায় থেকে রক্ষা করিস্‌ রক্ষাময়ী নাম তো সবাই কয়।
বল্‌বার কিছু নাই মা আমার,
নিবেদন সব করেছি তোর পায়,
এখন দুর্গা ব'লে কাঁধে নিলাম পুরীরক্ষার ভার।
বাধা বিঘ্ন যায় রে কেটে দুর্গানামের গুণে,
ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে দূরে শান্তি জাগে মনে।
যতন ক'রে বদন ভ'রে গাওরে মহাসুখে,
জয় মা কৈলাসেশ্বরী সর্ব্বার্থসাধিকে।
দয়াময়ী মা যে আমার দয়ার নাইকো সীমা,
সকল দোষ অভয়পদে করে যে মা ক্ষমা।
গাওরে পাখী প্রেমানন্দে ব'সে গাছের ডালে,
বনের পশু ডাক্‌ না সবাই দুর্গা দুর্গা ব'লে।
যক্ষ, রক্ষ, অমর, কিন্নর সবাই এক প্রাণে,
দুর্গানামে যাও না ম'জে এইবার দিনে দিনে।
থাক্‌লাম এখন পুরীদ্বারে ত্রিশূল নিয়ে করে,
কার সাধ্য দেখ্‌বো আজি মধ্যে প্রবেশ করে।

দীনবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। দ্বারি! দয়া ক'রে দ্বার ছাড়।

নন্দী। কেগো তুমি কোথা থেকে কর্‌ছ আগমন,
কোথায় যাবে কহ আগে কিবা প্রয়োজন।

ইন্দ্র। দ্বারি ! আমি কৈলাসনাথের কাছে যাবো।

নন্দী। এ আশা দুরাশা মাত্র হবে না সফল,
কি কর্ম্ম করেছ তুমি কিবা পুণ্যফল ?
যুগযুগান্তর কাটে যে পদ না মেলে,
কি সাহসে আগন্তুক, লভিতে তা এলে ?
যেতে তোমায় দিব নাকো ফিরে যাও ঘরে,
দ্বারী আমি নিষেধ আছে ছাড়্‌বো কেমন ক'রে।

ইন্দ্র। ভাগ্য মন্দ হ'লে সবাই মন্দ হয়। সরোবর বারিহীন, দাতাও কৃপণ হয়। দেবরাজ ইন্দ্র আজ স্বর্গচ্যুত, তাই সে সর্ব্বচ্যুত। নইলে নন্দীও আজ প্রতিকূল ! নন্দি ! তোমার দোষ নাই। মা সুরলক্ষ্মী যখন পায়ে ঠেলেছেন, তখন তুমি যে আমার বিরূপ হবে.তাতে আর বিচিত্র কি ?

নন্দী। তুমি কি সেই সুরনাথ ! কেন বা এ বেশে,
রাজবেশে আস নাই তা চিন্‌বো আমি কিসে ?
দাঁড়াও একটু আস্‌ছি ত্বরা হেথা সুরপতি,
জিজ্ঞাসিব বাপ মাকে এই আমার মিনতি।

[শিবের উদ্দেশে]

দ্বারদেশে দীনবেশে দাঁড়িয়ে সুরপতি,
দর্শন চাহে বল পিতা কিবা অনুমতি।

শিব। আস্‌তে বল নন্দি !

নন্দী। প্রার্থনা করেছে মঞ্জুর যাও সুরপতি !

ইন্দ্র। [নিকটস্থ হইয়া] কৈলাসনাথ ! এ হতভাগ্য অমরনাথ যে ঘোর সঙ্কটে পতিত হয়েছে। তুমি অন্তর্যামী, তোমাকে আর বাক্যের দ্বারা কি জানাবো ? দুরাত্মা মাল্যবান আমার স্বর্গ-সিংহাসন অধিকার করেছে। দেবগণকে বিতাড়িত করেছে এবং দেববালক-বালিকাগণের

উপর ভয়ানক অত্যাচার করেছে। সকরুণ রোদন ও হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছুই নাই। হায় রে! সে রোদনে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, ঘাতকনয়নেও বাষ্পবারি বিগলিত হয়। কৈলাসনাথ! সে পাপিষ্ঠ ঘোর অহঙ্কারে মত্ত হয়েছে। আমার কনিষ্ঠ পুত্র জয়সেনের বক্ষে পদাঘাত করেছে,—আর বল্‌তে বাক্য রোধ হ'চ্ছে, দুরাত্মা তাতেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে সুধাংশুবদনী সতীকুললক্ষ্মী লক্ষ্মীরূপিণী বৈজয়ন্তের সারনিধি আমার শচী-দেবীর অঙ্গস্পর্শে অগ্রসর হয়েছিল। হে সর্ব্বতাপহর ত্রিপুরান্তক! বাসবকে কি এই মর্ম্মান্তিক ব্যথা দেবার জন্য সৃজন করেছিলে? যদি তাই হয়, তবে সে সঙ্কল্প তো পূর্ণ হয়েছে। আর কেন? তোমার সেই ভীম ভৈরবরূপ ধারণ কর—প্রলয়-বিষাণ বাজাও, মহাপ্রলয় ঘটুক—ইন্দ্রের অস্তিত্ব লোপ হোক—শোক তাপ হৃদয়ের জ্বালা নিবে যাক্।

শিব। দেবরাজ! মাল্যবানের পিতা আমার পরম ভক্ত ছিল? মাল্যবান স্বয়ং ঘোর তারাভক্ত। তার প্রতিকূলাচরণ আমাদের দ্বারা সম্ভবে না। তুমি এখানে আর বৃথা বিলাপ না ক'রে নারায়ণের শরণাপন্ন হওগে।

ইন্দ্র। তবে চল্‌লাম কৈলাসনাথ!

[প্রস্থান।

পৃথিবীর প্রবেশ।

পৃথিবী। কৈ পিতা! আমার ভার তো লাঘব হ'লো না।

শিব। কেন, দেব-রাক্ষসের যুদ্ধ তো আরম্ভ হয়েছে।

পৃথিবী। তাতে একটীও রাক্ষস মরে নাই। ধরার যে ভার, সেই ভারই আছে। পিতা! পিতা! আর কতদিন এ ধরা কেঁদে বেড়াবে?

শিব। পৃথ্বি! আর তোমাকে কাঁদতে হবে না। ইন্দ্রকে আমি নারায়ণের কাছে পাঠিয়েছি। তাঁর অব্যর্থ সুদর্শনে রক্ষকুল নির্ম্মূল হবে—অবিশ্রান্ত ধ্বংসব্যাপার চল্‌বে—তুমি শবাচ্ছনা হ'য়ে রুদ্ধশ্বাস হবে, পরে ভীষণ রক্তাম্বুধিতে ভাস্‌তে থাক্‌বে। শৃগাল কুক্কুরের চীৎকারে—বিধবার আর্ত্তনাদে—হাহাকারে—দীর্ঘশ্বাসে তোমার কর্ণ বধির হবে। যাও মা বসুন্ধরে! তোমার দুঃখ অচিরে বিমোচন হবে।

পৃথিবী। কিন্তু যদি না হয় তো আবার এসে বিরক্ত কর্‌বো। দেখি, তুমি এ কন্যাকে কতবার ছলনা কর।

[প্রস্থান।

শিব। নন্দি! সত্য সত্যই রাক্ষসবংশ দিন দিন বিস্তার হ'চ্ছে! তাতে ধরার ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। যাই হোক্, ভারলাঘব নারায়ণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে। আমরা কোনমতে মাল্যবানের বিপক্ষ হ'তে পারি না। সতি! মাল্যবান কে জান?

দুর্গা। জানি, সুকেশের পুত্র।

শিব। সুকেশের বিচিত্র শৈশব ঘটনার কথা স্মরণ আছে কি?

দুর্গা। কৈ, আমার তো কিছুই স্মরণ হ'চ্ছে না!

শিব। ভূমিষ্ঠ হবা মাত্র সুকেশ পিতা-মাতা কর্ত্তৃক এক পথিপ্রান্তে পরিত্যক্ত হয়। আমি তখন তোমাকে নিয়ে বৃষ-বাহনে বিমানপথে বিচরণ করি। শিশুকণ্ঠনিঃসৃত সকরুণ রোদনধ্বনি ঘটনাচক্রে আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়। অবতীর্ণ হ'লাম; দেখ্‌লাম, বালকটী নিঃসহায়—ধুলায় অবলুণ্ঠিত। চেহারা অতি রমণীয়—সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত। হৃদয় তখনই স্নেহরসে দ্রবীভূত হ'লো—মন্দাকিনীর ন্যায় করুণার ধারা ঝর ঝর ভাবে প্রবাহিত হ'তে লাগ্‌লো। তখন তাকে অনেক বর প্রদান করি। শক্তি! এইবার তোমার মনে পড়ে কি?

দুর্গা। মাল্যবান কি সেই সুকেশের পুত্র? চল না, আজ আবার সেই-রূপ শূন্যমার্গে বিচরণ করিগে। সেই ঘটনার কথা মনে পড়াতে বড়ই কৌতূহল হ'চ্ছে।

শিব। নন্দি! ভাং প্রস্তুত কর্। ভবানীর আজ শূন্যমার্গে ভ্রমণ কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছে। ঐ দেখ্ নন্দি! ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, নিম্নে বিশাল জলধি। ঐ নীলাকাশের কোল দিয়ে একখণ্ড শুভ্র মেঘ মন্থর গতিতে ভেসে যাচ্ছে। চল শক্তি! ঐ মেঘখণ্ডে আমরা আরোহণ করিগে। ঐখান থেকে আমরা দেখ্‌তে পাবো, নারায়ণ রক্ষসমরে অগ্রসর হ'চ্ছে কি না। নন্দি! ভাং দে রে। [পান করিয়া] বব বম্—বব বম্—বম্ বম্। চল শক্তি! আর একটু ঊর্দ্ধে উঠিগে। ঐ দেখ, দেবরাজ এখনও গোলোক পথে অগ্রসর হ'চ্ছে, আর লক্ষ্মী ও সরস্বতী তুমুল কোন্দল আরম্ভ করেছে। চল, কাছে গিয়ে শুনিগে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোলোক।

লক্ষ্মী, সরস্বতী ও উভয়ের সঙ্গিনিগণ।

গীত।

উভয়ের সঙ্গিনিগণ।—কনক রুচির কায় মনোহর; হেরলো সঙ্গিনী,
দেখ লো স্বজনী।
রজতজ্যোতি গঞ্জিত অতি হেরলো সঙ্গিনী,
দেখ লো স্বজনী, হেরলো রঙ্গিনী, দেখ লো ভামিনী।

লক্ষ্মী-সঙ্গিনিগণ।— সম্পদদায়িনী,
সরস্বতী-সঙ্গিনিগণ।—বিদ্যা বিধায়িনী,
উভয়ের সঙ্গিনিগণ।—কমলাসনে বাণী,
আদর ক'রে ফুলের হারে পুজিব সঙ্গিনী,
আয়লো স্বজনী, আয়লো ভামিনী।

সরস্বতী। লক্ষ্মি! বল দেখি আজ নারায়ণ কোথায়?

লক্ষ্মী। বোধ হয় ইন্দ্রের কাছে।

সরস্বতী। কেন, ইন্দ্রের কাছে কেন লক্ষ্মি?

লক্ষ্মী। সরস্বতি! তুমি জান না? মাল্যবান রাক্ষস ইন্দ্রকে যে হারিয়ে দিয়েছে—স্বর্গ অধিকার করেছে—আর দেবগণকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর তুমি তো জান, তিনি ভক্তের দাস। ভক্তের কান্না দেখ্‌লে অমনি দুটো চক্ষু জলে ভেসে যায়। তোমার আমার আর কজন ভক্ত! আমার তবু যা হোক আছে, কিন্তু ভাই! রাগ ক'রো না, তোমার ভারি কম।

সরস্বতী। লক্ষ্মি! তোমার ঐ অভিমানটুকু আর গেল না। তুমি মনে কর, আমায় চেয়ে বড়।

লক্ষ্মী। তা ভাই বড়, তা মনে কর্‌বো না?

সরস্বতী। কিসে?

লক্ষ্মী। সব বিষয়ে।

সরস্বতী। আচ্ছা এক বিষয়ের নাম কর।

লক্ষ্মী। আমার ভক্ত বেশী।

সরস্বতী। তাইতে তুমি বড়?

লক্ষ্মী। নিশ্চয়ই।

সরস্বতী। ধর্ম্মের ভক্ত অপেক্ষা পাপের ভক্ত খুব বেশী। তা হ'লে

কি ধর্ম্ম অপেক্ষা পাপ শ্রেষ্ঠ ? লক্ষ্মি ! আমি তো বলি, যেটা কম সেইটি শ্রেষ্ঠ। সোণার চেয়ে লোহা বেশী,—হীরের চেয়ে সোণা বেশী ; তা ব'লে কি সোণার চেয়ে লোহা শ্রেষ্ঠ, না হীরের চেয়ে সোণা শ্রেষ্ঠ ?

লক্ষ্মী। তা নয় সরস্বতি, তা নয় ! তোমার সাধনায় তো আর সুখ নাই, তাই তোমার সাধক কম। অর্থ না থাকলে বিদ্যায় কি হবে ? বিদ্যায় অভাব পূর্ণ হয় না—বিদ্যায় ক্ষিধে যায় না। হাঁ, তবে বিদ্যা যদি অর্থকরী হয়, তবে সে বিদ্যায় ফল আছে বৈকি। ধনে দুর্ব্বল বলবান হয়, মূর্খও পণ্ডিত হয়। ধনহীন বিদ্যা আর ভস্মে ঢালা ঘি, দুই এক কথা। সরস্বতি ! খুঁড়িয়ে বড় হ'য়ো না।

সরস্বতী। তা ভাই যা বল, তোমার অর্থই যত অনর্থের মূল। চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধর্ম্মনাশ, কর্ম্মনাশ, যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত, তুমুল হত্যাকাণ্ড, আত্মবিচ্ছেদ, বিশ্বাসঘাতকতা, সবই তোমার ধনের জন্য। ধনে অভাব পূর্ণ হয় না, কেবল ধনলিপ্সা বাড়্‌তে থাকে। রোগীকে যতই জল দাও, ততই তার পিপাসা বাড়ে,—আগুনে যতই ঘি দাও, ততই তার দাহিকাশক্তি বাড়ে। ধন যত হয়—সম্পদ যতই বাড়ে, ততই তার কামনা বাড়ে। সেই কামনা একটি মনের পীড়া। তাই বলি লক্ষ্মি ! ধনে ঠিক শান্তি দেয় না—অর্থে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আসে না। বিদ্যা নিবৃত্তি আনায়, ধনে প্রবৃত্তি বাড়ায়,—বিদ্যায় বিরাগ আসে, ধনে অনুরাগ জন্মায়। বিদ্যায় পাষণ্ডকে হৃদয়বান করে, অসভ্যকে সুসভ্য করে। ধনে কেবল বিলাসিতা, দাম্ভিকতা ও উগ্রতা উত্তেজিত করে— ভগবানের কথা ভুলিয়ে দেয়। লক্ষ্মি ! ভেবে দেখ, তোমায় আমায় কত প্রভেদ ? শুধু জিত্‌তে যেও না।

লক্ষ্মী। বিদ্যার কি গৌরব দেখাও সরস্বতি ! বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ধনোপার্জ্জন। ধনে বন্ধুমিলন হয়—ধনে নিয়মসৃষ্টি—ধনেই আবার

সেই নিয়মখণ্ডন। সরস্বতি! অধিক কি বল্‌বো, যোগ-যাগ সবই ধনের জন্য, প্রভূত সম্পত্তিলাভের জন্য ও রাজপদ অধিকারের জন্য।

সরস্বতী। লক্ষ্মি! সামান্য ধনের জন্য কেউ যাগযজ্ঞ করে না। নিত্য-ধন লাভ কর্‌লে জীবের ঐ ধনের আশা থাকে না। যাগযজ্ঞ তারই জন্য লক্ষ্মি, তারই জন্য। আচ্ছা বেশ, আমরা উভয়ে আজ নারায়ণের বিচার প্রার্থনা কর্‌বো। সহচরীগণ! তোমরা নারায়ণকে একবার এইখানে পাঠিয়ে দাও।

[সহচরীগণের প্রস্থান।

নারায়ণের প্রবেশ।

লক্ষ্মী। ঐ যে নারায়ণ আস্‌ছেন।

সরস্বতী। [উভয়ে নারায়ণের সম্মুখীন হইয়া] বেশ, উনিই বলুন না!

নারায়ণ। আবার তোমাদের কি হয়েছে?

সরস্বতী। লক্ষ্মী বলে আমি বড়।

লক্ষ্মী। সরস্বতী বলে আমি বড়।

উভয়ে। [সমস্বরে] বল নাথ! আমাদের মধ্যে কে বড়?

নারায়ণ। এও তো এক বিষম সমস্যা! বলি, তোমাদের কি আর অন্য কাজ কর্ম্ম নাই? দুবেলা কেবল কোন্দল নিয়ে আছ। তোমরা দেবরমণী; তোমরা যদি এরকম কর, তা হ'লে অন্যকে কি ব'লে বোঝাবো? বোঝাতে গেলে অমনি তোমাদের কথা উল্লেখ ক'রে আমাকে নির্ব্বাক কর্‌বে। আর এও কি একটা কথা, তোমাদের মধ্যে কে বড়! এর উত্তর, আমার মতে তোমরা দুজনই বড়; তা ছাড়া এর অন্য কোন সূক্ষ্ম মীমাংসা নাই। শোন লক্ষ্মি! ধন না থাক্‌লে বিদ্যা হয় না, আবার বিদ্যা না

থাক্‌লে, ধন হয় না। কেবল প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই কিম্বা কেবলমাত্র পুরুষের দ্বারাও নয়। কেবলমাত্র দৈবের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয় না, আবার কেবলমাত্র পুরুষকারের দ্বারাও নয়। তবে উভয়ের একত্রযোগে কার্য্য সিদ্ধ হয় বটে। একটি পক্ষের দ্বারা কি পাখী কখন উড়তে পারে, না এক হাতে কখন তালি বাজে? প্রকৃতি পুরুষ, দৈব পুরুষকারের মধ্যে যেমন করণ কারণ সম্বন্ধ, বিদ্যা ও ধনের মধ্যে ঠিক তাই। একের সাহায্য ব্যতীত অন্যটি নিষ্ফল। ছিঃ—ছিঃ, লক্ষ্মি! সরস্বতি! তোমরা আর এরূপ কোন্দল ক'রো না,—আমি আর শুনতে পারি না! কোথায় তোমাদের মিষ্টি কথায় আপ্যায়িত হবো, তা না হ'য়ে নিত্য নিত্য একি বিড়ম্বনা! ঐ বুঝি নারদ এই দিকে আস্‌ছে। আচ্ছা, এখন তোমরা নিজ নিজ কক্ষে গমন কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

নারায়ণ। [স্বগত] দুই পত্নীর স্বামী হওয়া কি বিষম দায়! এক জনকে প্রশংসা করলে আর একজন মুখটি ম্লান ক'রে বসে,—একজনের সঙ্গে দুদণ্ড মন খুলে কথা কইলে আর একজন অমনি রাগ ক'রে বসে।

নারদের প্রবেশ।

নারায়ণ। নারদ! তোমার বড় দুর্ভাগ্য, তুমি বড় দেরিতে এসেছ।

নারদ। কেন প্রভু?

নারায়ণ। লক্ষ্মী সরস্বতীর ঝগড়ার গন্ধ পেয়েছিলে তো? তা অভিনয় হ'য়ে গেছে, এখন এসে আর কি হ'লো?

নারদ। না প্রভু! আজ আমার বড় সৌভাগ্য।

নারায়ণ। সে কি নারদ?

নারদ। হাঁ প্রভু! কদলীবিক্রয় না হোক্, দোল দেখা হ'লো তো!

নারায়ণ। কেন, তুমি সে ঝগড়াবাধান অভ্যাসটি ত্যাগ ক'রেছ না কি? কোন্দলে যে তোমার মহা স্ফূর্ত্তি ছিল। নারদ! আমি জানি, যেখানে অনল, সেইখানে অনিল—আর যেখানে কলহ, সেইখানেই নারদ।

নারদ। আমিও জানি,—যেখানে সরোবর, সেইখানে সলিল,—যেখানে সলিল, সেইখানে পঙ্ক,—যেখানে পঙ্ক, সেইখানে পঙ্কজ,—যেখানে পঙ্কজ, সেইখানে মধু,—যেখানে মধু, সেইখানে মধুপ,—আর যেখানে নারায়ণ, সেইখানে নারদ। নারায়ণ! আজ কলহরূপ পঙ্ক জন্মেছিল ব'লে তাতে তোমার পদারবিন্দ প্রস্ফুটিত হয়েছে, আর সেই মধু পান কর্‌বার জন্য এই হতভাগ্য মধুপ নারদ এসে উপস্থিত হয়েছে।

নারায়ণ। তুমি আমার যথার্থ ভক্ত বটে! শোন ভক্তচূড়ামণি! ভক্তই আমার সম্বল—ভক্তই আমার বৈকুণ্ঠ—ভক্তই আমার জীবনের জীবন। ভক্তের জন্য কতবার নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছি—কতবার দুর্ব্বহ অভিশাপ শিরে বহন করেছি। নারদ রে! আমার আহার নিদ্রা নাই, আমি কেবল প্রহরীর মত ভক্তের পেছু পেছু ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি যোগীর নই—আমি ভোগীর নই,—আমি কেবল ভক্তের ভগবান।

নারদ। কিন্তু প্রভু! নিগৃহীত দেবগণের কোন প্রতিকার করছো না কেন? তারা যে দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। হে দুর্গতিনাশন দীনতারণ মধুসূদন! তাদের কি সদ্গতি হবে না? দেবরাজ তো অনেক ক্ষণ তোমার নিকট আগমন করেছে!

নারায়ণ। নারদ! আমি নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকি নাই। জয়সেনরূপে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্রকে রক্ষা করেছি, মোহিনী মূর্ত্তিতে শচীদেবীকে উদ্ধার করেছি।

নারদ। শচীদেবী ও জয়সেন এখন আমার তত্ত্বাবধানে আছে। তার

সে অপরূপ দেহকান্তি একেবারে মলিন হ'য়ে গেছে। নারায়ণ ! দেবতাদের প্রতি একবার কৃপা-দৃষ্টিপাত কর, নইলে তাদের উপায়ান্তর নাই। আমি এখনি গিয়ে দেবরাজকে প্রেরণ করিগে। [বীণার প্রতি] বল্ রে বীণা ! মনোসাধে হরিবোল। গাও রে মুরলি ! প্রেমানন্দে হরিনাম। দিনে দিনে দিন ফুরাল, গাও রে সবাই হরিনাম।

[প্রস্থান।

দীনবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ।

নারায়ণ। এস সুরপতি ! আমি তোমার জন্য অপেক্ষা কর্ছি। তুমি এখন কোথা থেকে আস্ছ ?

ইন্দ্র। কৈলাস থেকে।

নারায়ণ। কৈলাসনাথ কি বল্লেন ?

ইন্দ্র। বল্লেন, মাল্যবান আমার ভক্ত। তুমি নারায়ণের কাছে গমন কর। হে কলুষনাশন সর্ব্ববিঘ্নহর ! এ সঙ্কটে তুমিই এখন একমাত্র আশা-তরী—অকূল সাগরে একমাত্র ধ্রুব জ্যোতিঃ।

নারায়ণ। উঃ, দুরাত্মা রাক্ষস কি অত্যাচারী !

ইন্দ্র। নারায়ণ ! সে অত্যাচার রসনায় বর্ণনীয় নয়। দেবগণ স্বর্গত্যাগী, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিত্যাগী হয়েছে,—তস্করের মত কখন মর্ত্ত্যে, কখন বা পাতালে ছদ্মবেশে ভ্রমণ কর্ছে।

নারায়ণ। বুঝেছি, রাক্ষসদের পতন অতি সন্নিকট।

ইন্দ্র। নারায়ণ ! একবার অমরাবতীতে গিয়ে দেখুন, কি সর্ব্বনাশ হয়েছে ! দেখ্‌বে, হে সচ্চিদানন্দ ! দেবললনাগণের অনর্গল অশ্রুপাত ছাড়া আর কিছুই নাই। কেবল নিরানন্দ, হাহাকার, ও দীর্ঘনিশ্বাস

অমরাবতীকে গ্রাস ক'রে রেখেছে। সর্ব্বত্রই কেবল গভীর বিষাদের মহোৎসব বসেছে। দীনতারণ! এ দুঃখ কত দিনে অবসান হবে?

নারায়ণ। এখনই এর বিহিত হ'চ্ছে। কিন্তু দেবরাজ! কোথা হ'তে কোমল কণ্ঠনিঃসৃত করুণধ্বনি শ্রুতিগোচর হ'চ্ছে?

ইন্দ্র। ওরা নিগৃহীতা দেববালাগণ।

গীতকণ্ঠে দেববালিকাগণের প্রবেশ।

দেববালিকাগণ।—

গীত।

নব ঘন জিনি বরণ শ্যামসুন্দর চক্রধারী।
দয়ার মুরতি জগতের পতি, অগতির গতি ত্রিতাপহারী॥
শ্বেত শতদল যুগল নয়ন, নিরুপম রূপে মোহিত ভুবন,
শিরে শিখী-পাখা, ভালে তিলক আঁকা, হাসি চন্দ্রিমারেখা আহরি মরি।
ব্যথিত মোরা সবে রক্ষ-অত্যাচারে, ভাসি নিশি দিন বিষাদ-সাগরে,
অবলা বালা মান, রাখ হে ভগবান, বিপদে কর ত্রাণ বিপদবারী॥

ইন্দ্র। আহা সরলা বালাগণ সুখ বৈ দুঃখ জান্‌তো না। আজ সেই চিরসুখী বালিকাগণ কাঙ্গালিনী। ওহে বিপদবারি! তোমার বিপদবারী নাম বুঝি ডুবে যায়।

নারায়ণ। এইবার রাক্ষসদের সৌভাগ্য-শশী এক এক কলা ক'রে ক্ষয় হ'তে থাক্‌বে। ঐ দেখ, রাক্ষসদের পাপ পুণ্য তৌল হ'চ্ছে, পুণ্যের চেয়ে পাপের ভাগ ঢের বেশী হয়েছে। দেবরাজ! এ আবার কাদের আর্ত্তনাদ?

ইন্দ্র। ওরা সুরবালকগণ। আহা কুসুমকোরক সম সদা হাসি

হাসি মুখশশী, সোহাগের প্রতিমূর্ত্তি কুমারগণ একেবারে শীর্ণকায় হ'য়ে গেছে। রহস্তময়! এ তোমার কোন রহস্ত?

গীতকণ্ঠে দেববালকগণের প্রবেশ।

দেববালকগণ।—

গীত।

আঁখিজল মুছায় কে বল ব্যাথার ব্যাথী পেলাম না।
কত দিন কাঁদিব কত দিন জ্বলিব কত দিন সবো ঘোর যাতনা॥
অন্ন নাহি মিলে ক্ষুধায় আকুল,
বিধি হ'লো কেন হেন প্রতিকুল,
আপন কর্ম্মফলে জ্বলি দুঃখানলে, দুষিব কারে বল না।
সর্ব্ববিঘ্নহর দুর্গতিনাশন,
আছ হে কেমনে মুদিয়া নয়ন,
অবিরাম গুণধাম ডাকি তবু কেন বাম, দেবনাম আর বুঝি রাখ্‌বে না।

নারায়ণ। বালকগণ! আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, এর সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর্‌বো। রাক্ষসবংশ অতি শীঘ্র ছারখার হবে, দেবতাদের প্রাধান্য পুনঃ স্থাপিত হবে। অগ্নিপ্রক্ষিপ্ত সুবর্ণ যেমন ভস্ম না হ'য়ে অধিকতর উজ্জ্বলভাব ধারণ করে, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন উজ্জ্বলতর জ্যোতি-সহ পুনরুদিত হয়, তেমনি রক্ষ-অপহৃতা সুরলক্ষ্মী অধিকতর গৌরবের সহিত অচিরে দেবতাদের অঙ্কশায়িনী হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ আবার কারা আসে? দেবরাজ! এ আবার কাদের আর্ত্তধ্বনি?

ইন্দ্র। ওরা পরাজিত হৃতসর্ব্বস্ব দেবগণ।

দীনবেশে দেবগণের প্রবেশ।

দেবগণ।—

গীত।

জয়তি জগৎপতি জগজন পালন।
মুকুন্দ মাধবদেব কেশী কংশনাশন॥
কলুষনাশন, পতিতপাবন, নারায়ণ নমস্তুভ্যং,
ভীতচিত্ত জন শরণ।
কি জানি মহিমা, কে জানে গরিমা,
বেদে পুরাণে সীমা হয় নাকো নিরূপণ।
ধরাভার নাশে, লীলা পরকাশে,
যুগে যুগে কত বেশে ভূলোকে কর ভ্রমণ॥

নারায়ণ। দেবগণ! তোমাদের দুর্গতির কথা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। অচিরেই প্রতিকার কর্‌বো।

পবন। নারায়ণ! চিন্‌তে পেরেছ কি?

নারায়ণ। চিনেছি, তোমরা ছদ্মবেশী দেবগণ।

কুবের। ধারণা ছিল, দেবজন্ম উন্নতির চরম উৎকর্ষ। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি তো বলি, নরের জীবন বরং ভাল; দুঃখের দুর্ব্বহ ভার—অনুতাপের কঠোর কশাঘাত—পাপ প্রবৃত্তির বৃশ্চিক দংশন, নশ্বর দেহের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয়। কিন্তু হতভাগ্য অমরগণকে সুদীর্ঘকাল ধ'রে স্থিরচিত্তে সকল অত্যাচার, সকল অপমান সহ্য কর্‌তে হয়। যত দিন না মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়, তত দিন নিষ্কৃতি নাই। ছিঃ—ছিঃ, এই অমরত্বের জন্য তপাচরণ—এই দেবত্বের জন্য দুষ্কর সাধনা? গোলকনাথ! বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এই বুকের উপর দিয়ে যে কত

শত ভীষণ ঝঞ্ঝা ব'য়ে যাচ্ছে—কত শত বজ্রপাতে যে অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে—কত শত শোক-দুঃখের জ্বালাময়ী প্রচণ্ড শিখায় এই অন্তঃস্থল দগ্ধ বিদগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, তার ইয়ত্তা নাই'; তথাপি এখনও সেই ঘৃণিত কলঙ্কময় জীবন বহন কর্‌ছি। লীলাময় হে! এ অমরত্বের প্রয়োজন কি?

নারায়ণ। অলকানাথ! রাজপদ বিপদসঙ্কুল, তা ব'লে কি কেউ রাজপদের কামনা কর্‌বে না? কমল চয়নে অঙ্গুলিতে কণ্টক বিদ্ধ হয়, তা ব'লে কি কণ্টকভয়ে কমল চয়ন করা হবে না, না কমলের আদর কেউ কর্‌বে না?

যম। নারায়ণ! তোমার অনন্ত লীলা আমাদের ধারণাতীত। তথাপি জিজ্ঞাসা করি, চক্রধারি হে! দেবগণের এ মহা শোচনীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তোমার কোন রহস্য প্রচারিত হবে? তুমি যে চিরদিন অনন্ত করুণাময়। তবে দেবগণ কোন্ মহা অপরাধে সে করুণায় বঞ্চিত?

বরুণ। দেবতাদের অটল বীরত্ব—দেবতাদের যশ-সূর্য্য, চক্ষের পলকে ডুবে গেল! দেবতাদের মান গেল—ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই নষ্ট হ'লো। দেবতাদের আদর গেল, এখন ঘোর অপবাদ প্রচার হ'লো।

নারায়ণ। এইবার নিয়তি তোমাদের প্রতি প্রসন্না হয়েছেন।

পবন। মহত্বে, বীরত্বে, ধীরত্বে, সম্পদে দেবগণ গরীয়াণ,—বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার, শীলতা, সভ্যতায় দেবগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু হা ধিক্! মৃত্যুর অধীন হ'লো না, তবু নিয়তির অধীন। নারায়ণ! এ তোমার বিচিত্র রহস্য—বিচিত্র বিচার। শোন দেবগণ! আর স্থির থাকা কর্ত্তব্য নয়। লজ্জা—লাঞ্ছনা—অপমান স্মরণ কর। নিরাশ হৃদয়ে আবার উৎসাহের অনল-কণিকা উদ্দীপিত কর—আশার ছলনে বলহীন হৃদয়ে পুনর্ব্বার সহস্রগুণ বল সঞ্চয় কর। চল, সকলে সমবেত হয়ে পুনর্ব্বার রক্ষসমরে অবতীর্ণ

হইগে। যে পর্য্যন্ত না দেহের শোণিত নিঃশেষিত হয়—যে পর্য্যন্ত না হস্ত থেকে অস্ত্র পতিত হয়, ততক্ষণ রণ-সাগরে ভাসমান থাকিগে। যুগ যুগান্তর অতীত হোক্,—অনন্ত কাল ধ'রে যুদ্ধ চলুক। দেখি, অটল পুরুষকারে নিয়তির গতি রোধ হয় কি না?

ইন্দ্র। ভাই পবন! সত্য সত্যই নিয়তি এখন প্রসন্না হয়েছেন।

নারায়ণ। প্রভঞ্জন! স্থির হও।

বরুণ। গোলোকনাথ! কেমন ক'রে স্থির থাকি? যে জ্বালায় জ্বল্‌ছি, তা রসনায় বর্ণনা করা যায় না—লেখনীতে শেষ হয় না! হৃষীকেশ! কোন্ পুণ্যফলে নীচ রাক্ষস দেবতার মান খর্ব্ব করে? জানি তুমি দর্পহারী মধুসূদন, তবে কেমন ক'রে এত দর্প সহ্য কর্‌ছ? হায়—হায়, আর তো কেউ দেবতা মানবে না—আর তো কেউ দেবপূজা কর্‌বে না। দেবতার পবিত্রতা নষ্ট হ'লো—সর্ব্বস্ব গেল,—রইল কেবল সন্তপ্ত ঘৃণিত জীবনের অস্তিত্ব।

নারায়ণ। আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, এইবার তোমাদের দুঃখ দূর কর্‌বো। মাল্যবান কঠোর তপস্যার বলে এত অত্যাচার ক'রেও নিষ্কৃতি পাচ্ছে। এইবার তার পুণ্য অপেক্ষা পাপের পরিমাণ বেশী হয়েছে। ঐ দেখ, তুলাদণ্ডের সাম্যভাব নষ্ট হ'লো; এইবার আমারও সুযোগ উপস্থিত হ'লো। দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর।

ইন্দ্র। বিশ্বভারহারী হরি যখন আমাদের ভার গ্রহণ করেছেন, তখন আর ভাবনা কিসের? এস হে অমরবৃন্দ!

[নারায়ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নারায়ণ। লীলা—লীলা করি দিবা নিশি,
লীলার ছলনে দয়া মায়া দিই বিসর্জ্জন।

নাম মোর দয়াময় অনাথশরণ
প্রচারিত আছে বিশ্বমাঝে ;
তবে কেন কাঁদে দেবগণ ?
কেন কাঁদে দেবশিশু,
কেন কাঁদে দেববালাগণ ?
অমর-রমণীগণ কি কারণ তবে
ভাসে সদা বিষাদ-সলিলে ?
লীলা লীলা করি আমি হইনু উন্মাদ,
ডুবাইনু নামের গৌরব।
আর না !
ষোড়শী মোহিনীরূপ ধরি,
ভুলাইব দুরন্ত রাক্ষসে,
শেষে জিনি কৌশলে তাহার
হরি লব মহাশক্তি কবচ কুণ্ডল।
তারার প্রসাদে লভিয়াছে দুষ্ট নিশাচর
ভাগ্যগুণে রতন যুগল।
না হরিলে সে রতন ছলে বা কৌশলে,
কার সাধ্য রণে তারে করে পরাজিত ?
চলিনু হরিতে আগে সে মহাশক্তি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবিরপ্রাঙ্গণ।

মাল্যবান ও মোহিনী।

মাল্যবান। সুন্দরি! পূর্ব্বে যদি আমি তোমার সন্ধান পেতাম, তা হ'লে কি ছার শচী-রত্নের জন্য এত লালায়িত হ'তাম। বল ললনে! চন্দ্রে অনাদর ক'রে কোন্ মূর্খ তারার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে?

মোহিনী। কেন, তুমি তো আমার সন্ধান জান্তে।

মাল্যবান। কি ক'রে? তোমাকে তো আর কখন দেখি নাই।

মোহিনী। ওগো আমি যে সকল সময় তোমার কাছে আছি।

মাল্যবান। সেকি কথা সুন্দরি! বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা তুমি, সকল সময় আমার কাছে আছ?

মোহিনী। হাঁ গো হাঁ, আমি সকল সময় তোমার কাছে আছি।

মাল্যবান। একি ভ্রান্তি? উদ্যানে এ হেন লোচনানন্দকর বিকসিত কুসুম সত্ত্বেও অবোধ ভৃঙ্গ মাল্যবান সতৃষ্ণনয়নে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করেছে। অসম্ভব—অতি অসম্ভব। অথবা হ'তে পারে, আমার দৃষ্টিশক্তির শিথিলতা ঘটেছিল; তা না হ'লে সপ্তসমুদ্র সিঞ্চিত যে মহারত্ন আশাতীত, সে রত্ন অনায়াসে লব্ধ হ'য়েও আমি বুদ্ধিদোষে অবহেলা কর্‌বো কেন? রমণি! আমার তো স্মরণ হয় না।

মোহিনী। মৃগনাভি মৃগের কাছে থাকে, কিন্তু মৃগের কি স্মরণ হয়? গন্ধে মাতোয়ারা হ'য়ে সেই অবোধ মৃগ কেবল চারিদিকে ধাবিত হয়। ভ্রমেও ভাবে না যে, সে সৌরভের উৎপত্তিস্থান তার নিজের নাভিদেশ। রক্ষরাজ! তোমার দৃষ্টিশক্তির শিথিলতা ঘটে নাই! তুমি নিজে খেয়াল ক'রে দেখ নাই, তাই দেখ্‌তে পাও নাই। বাতাস সর্ব্বদা তোমার কাছে আছে, তুমি কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছ কি? তবে যখন ইচ্ছা কর, তখন ব্যজন দ্বারা বুঝ্‌তে পার।

মাল্যবান। মোহিনী! সে বরং সম্ভবপর, কেন না বাতাস সর্ব্বত্র।

মোহিনী। আমিও সর্ব্বব্যাপী।

মাল্যবান। [বিকট উপহাস করিয়া] মহারত্ন যদি সর্ব্বব্যাপী হ'তো, তা হ'লে এত মহার্ঘ বা আদরণীয় হবে কেন? অথবা হ'তে পারে, বিশ্বসংসারের যাবতীয় পদার্থের সৌন্দর্য্যটুকু নিয়ে তোমার সৃষ্টি হ'য়ে থাকবে। তা হ'লে তুমি সর্ব্বব্যাপী বৈকি!

মোহিনী। ওগো আমার সৃষ্টি কেউ করে নি, আমার সৃষ্টি আমি নিজেই করেছি।

মাল্যবান। তুমি কি তবে অযোনিসম্ভবা?

মোহিনী। হাঁ গো হাঁ।

মাল্যবান। সম্পূর্ণ সত্য, নইলে এ অভাবনীয় নয়নাভিরামা পূর্ণচন্দ্র-রূপিণী নিরুপমা লাবণ্য-প্রতিমা কোন বিধাতার কল্পনা-তুলিকায় সম্ভবপর? সুকুমার নয়ন-কটাক্ষ—সুকুমার বাক্যস্ফুর্ত্তি—সবই সুকুমার! সবই অদ্ভুত! কিন্তু ভামিনি! তোমার কথাগুলি এক পক্ষে যেন পাগলিনীর উক্তি, আবার পক্ষান্তরে যেন গভীর জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ! বল রমা! তুমি কি তবে পাগলিনী?

মোহিনী। হাঁ গো হা, আমি পাগলিনী

মাল্যবান। তুমি পাগলিনী? কেন, তুমি কিসের ভাবে অথবা কিসের অভাবে পাগলিনী? তুমি যে সকলের ভাব্য বস্তু, তোমার ভাব্য আবার কি আছে? তুমি যে সকলের সদ্ভাব, তোমার আবার অভাব কি আছে?

মোহিনী। আমাকে ভালবাসে—হৃদয়মধ্যে রাখে, এমন কাউকে দেখ্‌ছি না। তাই ভেবে ভেবে মাথাটা একটু বিগড়ে গেছে।

মাল্যবান। ভুল কথা। তুমি যে মধুময়ী মনোমুগ্ধকারিণী নবীনা নীরজা! সৌরভাকৃষ্ট মধুপিপাসু লোভান্ধ ভ্রমরগণ তোমার অন্বেষণে দেশ-দেশান্তর হ'তে প্রধাবিত হ'চ্ছে। তুমি কি বল্‌ছ রমণি!

মোহিনী। কিন্তু তারা সকলে মধুলোভী, মধুতত্ত্ববিৎ নয়। লোভীরা কেবল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, তত্ত্ববিদেরা কেবল মর্ম্ম গ্রহণ করে।

মাল্যবান। সুন্দরি! বোধ হয় তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ, আমি তোমাকে ভালবেসেছি।

মোহিনী। তবে তুমি আমার ভালবাসার যোগ্য পাত্র কি না, তার প্রমাণ কি?

মাল্যবান। প্রমাণ? রমণি! বড় দুঃখের কথা, তোমার কাছে আমাকে প্রমাণ দিতে হবে? কি লজ্জার কথা যে, আজ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট—যার ভীম বাহুবলে অমরবৃন্দ পরাজিত—সুরলক্ষ্মী যার মর্য্যাদা বাড়াবার জন্য স্বেচ্ছায় অঙ্কশায়িনী হয়েছে, তাঁকে আজ নারীর কাছে প্রমাণ দিতে হবে! রমণি! পরীক্ষা কর্‌তে পার্‌বে তো?

মোহিনী। পার্‌বো বৈকি!

মাল্যবান। জান, পরীক্ষক পরীক্ষার্থী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হ'লে পরীক্ষা সুচারু হয় না।

মোহিনী। তা জানি বৈকি!

মাল্যবান। তবে কি তুমি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?

মোহিনী। নিশ্চয়ই।

মাল্যবান। বেশ কথা, আমি আগে তোমাকে পরীক্ষা করি। আচ্ছা, কোন্ বিষয়ে তুমি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?

মোহিনী। সকল বিষয়ে।

মাল্যবান। যুদ্ধ-বিদ্যায় ?

মোহিনী। হাঁ।

মাল্যবান। আচ্ছা, আগে যুদ্ধবিদ্যার পরিচয় হোক্। কিন্তু যদি হার ?

মোহিনী। আমি তোমার হবো। আর তুমি যদি হার ?

মাল্যবান। তুমি যা চাইবে, তাই দেবো।

মোহিনী। সত্য করছ ?

মাল্যবান। হাঁ, অন্যথা হবে না।

মোহিনী। তবে পরীক্ষা হোক্।

মাল্যবান। বেশ, এই নাও অসি। [অসি প্রদান ও ক্ষণপরে যুদ্ধ বিরাম] অসম্ভব রণশিক্ষা ! আচ্ছা এই লও গদা। [গদা প্রদান] দেখি, তুমি গদাযুদ্ধে কেমন বিশারদ ! [ক্ষণপরে যুদ্ধ বিরাম] অদ্ভুৎ গদাচালনা ! আচ্ছা এই ধর ধনুর্ব্বাণ। [ধনুর্ব্বাণ প্রদান] এই দেখ সুন্দরি ! আমি তোমার প্রতি সর্পবাণ নিক্ষেপ করলাম।

মোহিনী। এই দেখ, আমি তোমার প্রতি গরুড়বাণ নিক্ষেপ করলাম।

মাল্যবান। আচ্ছা এবার এই অগ্নিবাণ ছাড়লাম।

মোহিনী। আমিও মেঘবাণ ছাড়লাম।

মাল্যবান। আচ্ছা—আচ্ছা এই প্রমোহনবাণ ছাড়লাম।

মোহিনী। আচ্ছা—আচ্ছা, এই প্রজ্ঞাবাণ নিক্ষেপ করলাম।

মাল্যবান। কি আশ্চর্য্য! যে বীরত্বে আমি ত্রৈলোক্য জয় করেছি, সেই বীরত্বে আজ আমি নারীর কাছে পরাস্ত হ'লাম। আচ্ছা বল সুন্দরি! একখণ্ড লৌহগোলক জলে ডোবে, কিন্তু পারদে ভাসে কেন?

মোহিনী। এইটা আর বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্ব জল অপেক্ষা বেশী, কিন্তু পারদ অপেক্ষা কম, তাই লৌহগোলক জলে ডোবে কিন্তু পারদে ভাসে। বুঝেছি, এটা বিজ্ঞানবিদ্যার পরীক্ষা।

মাল্যবান। আচ্ছা, এইবার বল, জলের সঙ্গে তৈল মিশ্রিত হয় না, কিন্তু দুধের সঙ্গে হয় কেন?

মোহিনী। হাঁ, জলের পরমাণুর সঙ্গে তৈলের পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগ হয় না, কিন্তু দুগ্ধের সঙ্গে হয়। এটা রসায়ন শাস্ত্রের প্রশ্ন।

মাল্যবান। আচ্ছা ভীমপলশ্রী ও বাগেশ্রী—উভয়ের প্রভেদ কি?

মোহিনী। ভীমপলশ্রীর সুর নিম্নগ ও বাগেশ্রীর ঊর্দ্ধগ। সঙ্গীত শাস্ত্রও তো হোলো!

মাল্যবান। না, সত্য সত্যই হারলাম। আচ্ছা সুন্দরি! বল দেখি ভগবান ব'লে কোন কিছু আছে কি না?

মোহিনী। নিশ্চয়ই।

মাল্যবান। কি ক'রে জানলে? তুমি কি কখন তাকে দেখেছ?

মোহিনী। ক্রিয়া দেখে কর্ত্তা অনুমান হয়, ধুম দেখে অগ্নির অস্তিত্ব জ্ঞান হয়। জ্ঞানীরা জ্ঞান-চক্ষে তার অস্তিত্ব বুঝ্‌তে পারে। গর্ভস্থ সন্তান মৃত পিতাকে না দেখ্‌লেও তার অস্তিত্ব কখন অস্বীকার কর্‌তে পারে কি? যদি কেউ নাস্তিক থাকে, তবে তাকে উত্তাল তরঙ্গময় মহাসিন্ধু-কূলে একবার যেতে বল, আর একবার উজ্জ্বল নক্ষত্রময় অনন্ত আকাশের দিকে তাকাতে বল। সে তখন মনকে আর প্রবোধ দিতে পার্‌বে না, চারিদিকে গুরুর অনুসন্ধান কর্‌তে থাকবে,—শেষে তাকে সেই অব্যক্ত

মহাশক্তির কাছে আত্মসমর্পন কর্‌তে হবে। সেই মহাশক্তি ভগবান—লীলাময়। তাঁর লীলা অচিন্ত্য—ধারণাতীত।

মাল্যবান। কামিনি! তোমার জ্ঞানগর্ভ বাক্য—তোমার স্বতপুর্ণ যুক্তিপ্রদর্শন অতি মধুর—অতি মনোহর। আর আমার প্রশ্ন কর্‌বার কিছুই নাই। আমি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার কর্‌ছি, আমি সকল বিষয়ে তোমার কাছে পরাস্থ হ'লাম। রমণি! বল, এখন তুমি কি চাও? কোন রাজ্য অথবা কি পরিমাণ ধন-রত্ন?

মোহিনী। ওগো, আমি ওসব চাই না—ও সব চাই না।

মাল্যবান। [স্বগত] কি সর্ব্বনাশ! তবে কি আমার কবচ কুণ্ডল লক্ষ্য করেছে! [প্রকাশ্যে] রমণি! তবে তুমি কি চাও?

মোহিনী। তোমার কবচ আর আর ঐ কুণ্ডল। [মাল্যবানের নত মুখে অবস্থান] কৈ, নিরুত্তর অধোমুখে কেন? যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে না পার্‌বে, তবে প্রতিজ্ঞা কর্‌তে গিয়েছিলে কেন?

মাল্যবান। [স্বগত] মা তারা! এইবার যে নিরুপায়! তোমার যে মহাশক্তিসম্পন্ন কবচ কুণ্ডল প্রভাবে আমি দিগ্বিজয়ী হয়েছি, সেই দুটি মহারত্ন যে বিসর্জ্জন দিতে হয় মা! [প্রকাশ্যে] রমণি! এই দুটির বিনিময়ে আমি লঙ্কার সিংহাসন—স্বর্গের সুরম্য নন্দন—এই রাজ-মুকুট—রাজ্জ-পরিচ্ছদ সবই তোমাকে দিতে পারি—শেষে সপরিবারে তোমার ক্রীতদাস হ'য়ে থাক্‌তে পারি, আমাকে অব্যাহতি দাও বামা! এ উড্ডীয়মান বিহঙ্গের পক্ষ দুটি ছেদন ক'রো না।

মোহিনী। আচ্ছা, থাক্ তোমার কবচ কুণ্ডল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা আর নরকের দ্বার উদ্ঘাটন করা একই কথা, এ কথা বোধ হয় তোমার জানা থাক্‌বে। বেশ, এখন আমি চল্‌লাম।

[গমনোদ্যত]

মাল্যবান। না—না—অভিমানিনি! এই নাও। [কবচ কুণ্ডল প্রদান] এখন সন্তুষ্ট হ'লে তো?

মোহিনী। অভিষ্ট পূর্ণ হ'লে কে না সন্তুষ্ট হয়!

মাল্যবান। অথবা বল না, রুধিরপায়িনী লোলুপরসনা বাঘিনী রক্ত পেলে কেন না সন্তুষ্ট হবে?

মোহিনী। বাঘিনীর দোষ কি? লুব্ধ মৃগ ইচ্ছা ক'রে বাঘিনীর মুখে প্রবেশ করেছে।

মাল্যবান। কিন্তু বামা! তোমাকে এইবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই জীবন্ত মাল্যবানের হৃৎপিণ্ডটি উৎপাটন করতে কে তোমাকে যুক্তি দিয়েছিল? শুনেছিলাম, রমণী কল্যাণময়ী—নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী, তা তো নয়, এ যে দেখ্‌তে পাই, সর্ব্বনাশী কাল-ভুজঙ্গিনী! মূঢ় আমি, অনিত্য রূপ-লালসায় আত্মপ্রতারিত হ'য়ে হৃদয়রক্তপিপাসু ভয়ঙ্করী বিষধরীর প্রণয় প্রার্থনা করেছিলাম। সত্য বল, কে তুমি রমণীরূপিণী কাল-ভুজঙ্গিনী! বল—বল, কে তুমি বিশ্বাসঘাতিনী? তোমাকে কল্যাণদায়িনী জ্ঞানে হৃদয়ের অতি প্রিয়তম স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এই কি তার যোগ্য প্রতিদান? অবসর বুঝে আজ সেই সরল অন্তঃকরণ প্রণয়ীকে ভীষণ দংশন কর্‌লে! বল—বল কামিনীরূপিণি! যে মুখ দিয়ে একবার সুধা বর্ষণ করেছ, সেই মুখে আবার কেমন ক'রে গরল উত্তোলন ক'র্‌লে? অহো, ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা—অদ্ভুত প্রতারণা! রমণি! সত্য সত্যই তোমাদের চরিত্র দেবতারা পর্য্যন্ত জান্‌তে অক্ষম।

মোহিনী। এখন জান্‌তে পার্‌লে তো!

মাল্যবান। ভণ্ড তপস্বিনী গলিত নখদশনা স্থবিরা ব্যাঘ্রী স্বুবর্ণ কঙ্কণ-লুব্ধ অথচ সন্দিগ্ধ হতভাগ্য পথিকের ঘাড় ভেঙ্গে যখন মহানন্দে রক্তপান করে, তখন সে বুঝ্‌তে পারে বৈকি! কিন্তু বুঝ্‌লে কি হবে? তখন

যে সময় অতীত। রমণি! এখন বুঝেছি. কিন্তু সময় যে অতীত হ'য়ে গিয়েছে।

মোহিনী। তোমাকে বোঝাবার জন্যই তো আমার এই প্রতারণা।

মাল্যবান। রমণি! এইরূপে কত জনার রক্ত পান করেছ? আর কত দিন থেকে বা এই ভীষণ প্রতারণা আরম্ভ করেছ?

মোহিনী। কত জন তার সীমা সংখ্যা নাই। তবে যেখানে যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি দেখেছি, সেইখানে সেইখানে এইরূপ প্রতারণা করেছি। যেখানে যেখানে ভক্তের নির্য্যাতন দেখেছি, সেই খানে সেই খানে এইরূপ প্রবঞ্চনা করেছি। যেখানে যেখানে "অতি" কথার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, সেইখানে সেইখানে আমার এইরূপ ছলনা নিয়োজিত হয়েছে! এইরূপ প্রতারণা—ছলনা—প্রবঞ্চনা যুগ যুগান্তর ধ'রে চলে আস্‌ছে! তোমায় আর কত বল্‌বো! এখন আমি চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

মাল্যবান। সর্ব্বনাশি! সর্ব্বনাশি! আমার সর্ব্বনাশ ক'রে কোথায় যাও? [ক্ষিপ্তের ন্যায় মোহিনীর পশ্চাদ্ধাবনোদ্যোগ।]

[বিকট চীৎকারসহ নৃসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব]

মাল্যবান। [চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া] কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! অর্দ্ধনর, অর্দ্ধসিংহ, আকাশস্পর্শী বিরাট কলেবর! রক্তশ্রাবী নরশির বিজড়িত সুদীর্ঘ গ্রীবাদেশ—দীর্ঘায়ত সুতীক্ষ্ণ শ্বেত নখ দশন—রুধিরাক্ত লেলিহান করাল রসনা—বিকটাকৃতি সুবিশাল মুখমণ্ডল—পদভরে মেদিনী টলমল! কি ভীষণ—কি ভীষণ—কি ভীষণ! [পতন ও মূর্চ্ছা, সংজ্ঞালাভান্তর পুনরুত্থান ও বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিকে অবলোকন] কোথায় গেল

সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি? সে চতুরা রমণী বা কে? মায়াবিনী আমার মহাশক্তি অপহরণ ক'রে কোথায় গেল? বুঝেছি, সেই দর্পহারী মহাচক্রী এ মহাদর্পী মাল্যের দর্প চূর্ণ কর্‌বার জন্য এই সকল ছলনা নিয়োজিত করেছেন! চক্রধারি! তোমার উদ্দেশ্য তো পূর্ণ হয়েছে! কি বল্‌বো, সুমালীর কথায় পরিচালিত না হ'লে আমার এ সর্ব্বনাশ হ'তো না। মূর্খ আমি, অনিত্য রাজ্যমদে মত্ত হ'য়ে জগৎকে তৃণজ্ঞান ক'রেছি—তুচ্ছ বাহু-বলে গর্ব্বিত হ'য়ে কতই না নৃশংস অত্যাচার করেছি—ইন্দ্রিয় ভোগাভি-লাষে জ্ঞানহারা হ'য়ে শতসহস্র অপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দান করেছি। নিরপরাধ তপসিদ্ধ বিপ্রদ্বয়ের মনোব্যথা—সদ্‌গুণ-সৌন্দর্য্যের একাধার কুমারের নির্ব্বাসন—বালকবক্ষে সজোরে পদাঘাত—পতিরতা দেবললনা-কুলচন্দ্রমা শচীদেবীর অপমান জনিত মূর্ত্তিমান প্রতিশোধ যেন উগ্রমূর্ত্তিতে আমাকে আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে! চারিদিকে প্রদীপ্ত হুতাশন প্রচণ্ড শিখা বিস্তার ক'রে আমাকে গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে! জলে অনল—স্থলে অনল! অনল—অনলময় বসুন্ধরা ধূ ধূ ক'রে জ্বল্‌ছে! সৃষ্টি জ্বলে গেল! সবই ছার-খার হ'লো—ছারখার হ'লো—ছারখার হ'লো! [পুনঃ পতন ও মূর্চ্ছা]

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

কর্ম্মানন্দ ।—

গীত।

তোমার বিষদাঁত তো ভেঙ্গে গেছে।
মানে মানে যাও না সরে গর্জ্জ কেন মিছে॥
ইহকাল গেল হেলায় পরকাল না বুঝে।
কালব্যাধি ধরেছে তোমায় কি করবে ভেষজে॥
সুগম পথ ছেড়ে এলি কণ্টকেরি মাঝে।
ব্যাথায় আকুল হ'চ্ছ ব'লে কান্না কি আর সাজে॥

মাল্যবান। [উত্থিত হইয়া] অহো বিষম মনস্তাপ—দারুণ জ্বালা! কে তুমি গায়ক! আমি আর যে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি না!

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

দিলে জ্বালা পরের হৃদে দেখ দেখি বুঝে।
কত জ্বালা আপন হৃদে বাজে কি না বাজে॥
ছিলে কোথায় এলে কোথায় মায়ায় গেলে মজে।
কোথায় যাবে দু'দিন পরে তাও তো জান না যে॥
কেশে ধ'রে করাল শমন ফিরছে পাছে পাছে।
বাগে পেলে নিয়ে যাবে এখন চল বুঝে সুঝে॥

[প্রস্থান।

মাল্যবান। যাই হোক্, আমি এখন শিবিরে চল্‌লাম। সুমালী ও তুম্বুরুর কথা না শুন্‌লে কিছুতেই আমার মনে শান্তি হবে না। তারা—তারা—ওমা সর্ব্বমঙ্গলে! আমার এ কি কর্‌লে মা? জল সিঞ্চন ক'রে যে তরুকে বর্দ্ধিত কর্‌লি, তাকে আবার ছেদন কর্‌বি মা? কর্ মা! তবু তোর তারা নাম ছাড়্‌বো না। জীবনে মরণে ঐ তারানাম আমার জপমালা রইল। তারা—তারা—তারা! জয় মা ভুবনেশ্বরী ভুতেশ-ভামিনী

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

শোকাভিভূতা পাগলিনীপ্রায় সুন্দরীর হস্ত ধারণ করিয়া উভয় পার্শ্বে অনলা ও নিকষার প্রবেশ।

সুন্দরী। বিধি মোর বাম!
গুণধাম প্রিয়তম প্রাণাধিক ধনে
হারাইনু রাজ্য হ'তে!
কহ মা নিকষে!
মোর সমা অভাগিনী আছে কি জগতে? [রোদন]

নিকষা। মা! মা! কান্না কেন?
পিতৃ-আজ্ঞা পালিবার তরে,
পুত্র তব হ'লো পরবাসী।

সুন্দরী। মাগো! যে দিন কুমার,
রাজার পরুষ বাক্যে অশ্রুপূর্ণনেত্রে
গেল চ'লে রাজ্য ত্যজি' সন্ন্যাসীর বেশে,
পাগলিনী হয়েছি মা সেই দিন হ'তে!

নিকষা। সময়ের ফেরে
সুখ দুঃখ ঘটে মা কপালে।
চিরসুখী কেবা এ সংসারে?
কিম্বা কেহ নহে চিরদুঃখী!
আসিলে সময় জেন সুনিশ্চয়,

স্বরাজ্যে ফিরিবে দাদা।
সম্বর রোদন মাতা!
বৃথা কেন কর অনুতাপ!

সুন্দরী। স্মরি পূর্ব্ব কথা সম্বরিতে নারি শোক!
মাগো! নির্ব্বাসন আদেশ প্রচারে,
বজ্র-ব্যথা লাগিল মরমে।
রাজার চরণতলে পড়িনু তখনি,
ধরি' পা দু'খানি মাগিলাম ক্ষমাভিক্ষা।
বৃথা অনুরোধ—বৃথা অশ্রুপাত!
বজ্র হেন হৃদয় রাজার,
তিতিল না মম অশ্রুজলে!
নির্ব্বাসিত করিল কুমারে অকাতরে।

অনলা। মাগো! পিতা মোর নহে অপরাধী,
অপরাধী নহে কিম্বা দাদা।
কি কুক্ষণে জন্মেছিনু আমি সর্ব্বনাশী,—
না বুঝিয়া ভাবী ফলাফল,
ভ্রাতৃসহ করিনু বিবাদ!
করি অভিমান,
গেনু ত্বরা পিতৃসন্নিধান,—
পিতৃদ্রোহী বলি'
ভ্রাতৃনামে দিনু অপবাদ।
শুনিল বারতা পিতা,—
স্নেহ করে মোরে সমধিক,
লাগিল হৃদয়ে তাঁর দারুণ আঘাত!

রোষে হ'লো আরক্তলোচন,
থর থর কাঁপিল শরীর,
প্রচারিল পুত্র-নির্ব্বাসন !

সুন্দরী। মাগো !
পুত্র বিনা অধীর পরাণ !
আহা যাদুমণি মোর,
কোথা ভ্রমে মনোদুঃখে ?
কেমনে মা ধৈরয ধরিব ?
রকত কুসুম-কান্তি নিন্দিত অধরে
খেলিত যে সুমধুর হাসি,
কোথা পাবো তাহা ?
কোথা পাবো আর,
সে অমিয়মাখা মা মা বুলি ?
যা যা তোরা দুটি বোন,
কহ মহারাজে,—
"উন্মাদিনী হইয়াছে রাণী,
পুত্র তরে গেছে চ'লে উধাও হইয়া।"

নিকষা। আয়রে অনলা !

[অনলাসহ নিকষার প্রস্থান।

সুন্দরী। [স্বগত] আর কেন বৃথা কালক্ষয় ?
ভ্রমি দেশে দেশে একাকিনী,
সুধাইব পৌরজনে,—
"কোথা মোর নয়নের তারা ?"

ভ্রমি বনে বনে তপস্বীর বেশে,
"কৈ পুত্র—কোথা পুত্র" বলিয়া কাঁদিব।
রহিল এ অলঙ্কার,
জিজ্ঞাসিলে রাজা
"কোথা রাণী ব'লে",—
উত্তরিবে এই অলঙ্কার।

[গমনোদ্যত]

দ্রুতপদে মাল্যবানের প্রবেশ।

মাল্যবান। একি ? একি ?
কোথা যাবে রাণি ?

সুন্দরী। যেথানে গিয়াছে সেই সোনার পুতলী,
সেইখানে যাবো রাজা সেইখানে যাবো।

মাল্যবান। একি কথা ?
মাল্যের জীবন তুমি,
তুমি স্বয়ং শক্তিস্বরূপিনী
সুখ দুঃখে চিরদিন হইবে সঙ্গিনী,
একি অকস্মাৎ ? একি ! একি !
কেন হেন ঘোর ভাবান্তর ?

সুন্দরী। না হেরি কুমারে,
হইয়াছি উন্মাদিনী রাজা !
ভেবেছিনু তাই,
রাজাসুখে দিয়ে জলাঞ্জলি,
যাব চ'লে পুত্র অন্বেষণে।

জানাতে তোমারে,
রেখেছিনু ভুমে অলঙ্কার।

মাল্যবান। সত্যই তো ভুমে অলঙ্কার!
একি রে বিধাতা তোর একি রে ছলনা?
কেন রে চৌদিকে হেরি ঘোর বিড়ম্বনা?
সুখ-সিন্ধু-প্রধাবিত কেন ভাগ্যস্রোত
পশিবে সহসা এবে বিষাদ-সাগরে?
কে কহিবে এ গুঢ় রহস্য?
বিরাট রাক্ষসপুরী সুখ-লীলাস্থলে,—
কে কহিবে বল,
কেন হবে নিদারুণ বিলাপ-উৎসব?
উদিত সুধাংশু মোর ললাট-আকাশে,—
কে কহিবে বল,
ঘোর ঘন ঘটা কেন আবরিবে তারে
পরম সুকৃতি ফলে হায় রে অদৃষ্ট!
পেয়েছিনু মহারত্ন কবচ কুণ্ডল,
ঐ বলে সর্ব্বলোকে ছিনু রে অজেয়।
কিন্তু হায় বিধাতার বিচিত্র রহস্য,
না পারি বুঝিতে এবে ক্ষুদ্র জীব আমি।
হেরি কোন্ পুণ্যফল অর্পিল সে নিধি,
কোন্ দোষে পুনর্ব্বার ভাঙাইল তাহা?
কেন মাল্যে স্থাপিল রে ত্রিদশ-আসনে,
কেন বা আবার,
পাড়িতে অকালে তারে করে কুমন্ত্রণা?

সুন্দরী। রাজা! আমার উপায় কর।

মাল্যবান। কি উপায় কর্‌বো রাণি? সত্য বটে, অনুতাপে এখন দগ্ধীভূত হচ্ছি, কিন্তু সে কি আর এ পাষণ্ড পিতার মুখদর্শন কর্‌বে? যে বিষদিগ্ধ বাক্যবাণে তার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন-ভিন্ন করেছি—যে ভীষণ পৈশাচিক ব্যবহারে তার কোমল অন্তর শতধা বিদীর্ণ করেছি—মর্ম্মে মর্ম্মে যে দুর্ব্বিসহ বিষাদের বিভীষিকাময় বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছি, তার যে কোন প্রতিকার নাই। তাই বলি রাণি! কেউ কখন যদি যথার্থ সুখের অধিকারী হ'তে চায়, তবে সে অগ্রে যেন সর্ব্বান্তকারী রিপুগণকে পরাজয় করে, নতুবা তাকে এ মূঢ় মাল্যবানের মত হ'তে হবে—সকল অনুষ্ঠান পণ্ড হবে। রাণি! ঐ দেখ দিন যায়! কিসে দেহশত্রু দুর্ম্মদ রিপুগণকে পরাস্ত কর্‌তে পারি, তার ব্যবস্থা করিগে চল। চল, অগ্রে পুত্রান্বেষণে অগ্রসর হইগে, আর ঐ ব্যপদেশে বানপ্রস্থ অবলম্বন করা যাবে। রাজপ্রতিনিধির স্বরূপ এই শিরোভূষণ রইল!

মোহিনীবেশে ষড় রিপুর প্রবেশ।

রিপুগণ—

গীত।

একি! একি! একি! হে রাজন।
সুখে বীতরাগ আজি কি কারণ॥
তেজে প্রভাকর, রূপে সুধাকর,
বীর অবতার কেন এ মনন;—
বিরাগ রাজপদে, নিষ্কাম সম্পদে,
প্রবৃত্তি বিপদে একি অলক্ষণ॥

সকলে। [একবাক্যে] মহারাজের জয় হোক্।

মাল্যবান। [বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে] এরা যে সকলেই রমণী!

১ম রিপু। কেন রাজা? নারী দেখে যে একেবারে বিস্মিত হ'লেন! নারীর উপর কোন বিদ্বেষ আছে না কি?

মাল্যবান। তা জানি না। তবে সম্প্রতি নারী কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েছি।

২য় রিপু। আপনি নিজে?

মাল্যবান। হাঁ।

৩য় রিপু। সে কোন্‌দেশী নারী? নারী যে পুরুষের দাসী—পদসেবিকা।

মাল্যবান। প্রথমে তাই।

৪র্থ রিপু। পরে কি অন্য রকম?

মাল্যবান। হাঁ; প্রথমে পদসেবিকা—তারপর বক্ষমাংসখাদিকা—তারপর হৃদয়প্রবেশিকা এবং শেষে হৃৎপিণ্ড-অপহারিকা।

৫ম রিপু। সে কি রাজা! মেয়ে মানুষ, বাঘ ভালুক না হাঙ্গর কুমীর?

মাল্যবান। তারা বরং ভাল। কেন না তারা চিরদিন একই ভাব—হিংস্রপ্রকৃতি—সুদূর অরণ্যব্যাসী,—কখন ছদ্মবেশী নয়। কিন্তু অমৃত-ভাষিনী নারী—গৃহপালিতা ছদ্মবেশিনী ব্যাঘ্রী—দুগ্ধ-কদলি সেবিতা বাস্তু ভুজঙ্গিনী,—সুযোগ পেলে প্রতিপালকের প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করে।

৬ষ্ঠ রিপু। আপনাকে কি প্রতারণা করেছে?

মাল্যবান। জীবনের জীবন হ'তে প্রিয়তর দুইটি মহারত্ন আমি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। একটি কবচ, আর একটি কুণ্ডল। কিন্তু রমণীর দুর্ভেদ্য কুটিলতায় আত্মবিস্মৃত হ'য়ে সেই দুইটি মহারত্ন আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি।

১ম রিপু। আপনি যখন ধনকুবের, তখন অর্থবলে আবার সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌বেন।

মাল্যবান। না—রত্নদ্বয় দৈবপ্রদত্ত। তপস্যাকালে শবররূপিণী কোন নারী আমাকে প্রদান করে। নারীই আমাকে প্রদান করেছিল, আবার নারীই তা অপহরণ করেছে।

২য় রিপু। সেই জন্য আপনার নারীবিদ্বেষ?

মাল্যবান। হাঁ, ভেবেছিলাম, আর নারীমুখ দেখ্‌বো না। পুত্রকে খুঁজে নিয়ে কোন নারীহীন রাজ্যে গিয়ে বাস কর্‌বো। কে বলে রে, নারী লজ্জাবতী—অবগুণ্ঠনমুখী ব্রীড়াবনতবদনী রমণী লক্ষ্মীরূপিণী? ভুল কথা! নারী লজ্জাবতী, একথা কবির কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩য় রিপু। আপনার মনে ভয়ানক অশান্তি হয়েছে, তাই অমন কথা বল্‌ছেন।

মাল্যবান। অশান্তি—ভয়ানক অশান্তি! রাজ্যই এখন আমার পক্ষে ঘোর অশান্তি! বোধ হয়, এ অশান্তিময় হৃদয়ে আর কখনও শান্তি আস্‌বে না।

৪র্থ রিপু। কেন মহারাজ! আমরা আপনাকে শান্তি দিতে পারি।

মাল্যবান। কেমন ক'রে?

৫ম রিপু। আমাদের হাতে এই দণ্ড দেখ্‌তে পাচ্ছেন। এই দণ্ডের গুণ অসীম। স্পর্শমাত্রই আপনার ভাবান্তর উপস্থিত হবে। রাজ্যে স্পৃহা জন্মাবে—ঐশ্বর্য্যে অনুরাগ আস্‌বে। দেখ্‌বেন, রাজ্যই শান্তিময়।

মাল্যবান। রমণীগণ! যে কোন উপায়ে আমাকে শান্তি দান কর। আমার অঙ্গে অবাধে তোমাদের ঐ যষ্টি স্পর্শ করুক।

রিপুগণ—

গীত।

যাও যাও দেখি কেমনে রাজন।
আসমানে কুসুম ফোটে কি কখন॥

রাখিব তোমায় পুষে,　　ভব-কারাবাসে,
উড়িতে আকাশে দিব না কখন,—
ঘটনার স্রোতে,　　চলেছ ভাসিতে,
কেন তা রোধিতে করিছ যতন॥

[প্রস্থান।

মাল্যবান। সত্যই তো, কোথা যাবো আমি?
ক্ষয় করি দেহের শোণিত
করিয়াছি সাম্রাজ্য গঠন,
এ হেন সাধের রাজ্য ত্যজি,
বানপ্রস্থে যাইতে কামনা!
ধিক্—ধিক্ মোরে,
শত ধিক্ মোর কল্পনায়!
ভ্রান্তিবশে হইয়া উন্মাদ
নির্ব্বোধের সাধ করি হৃদয়ে পোষণ।
রাজা আমি প্রবল প্রতাপ,
শিরে মোর শোভে শিরস্ত্রাণ,
রাজদণ্ড করে বিলম্বিত,
শিখিয়া ধরিতে অসি
করিয়াছি শত শত রণ,
পরাজয় কারে বলে জানি না কখন!
হায়—হায়! বৃথা হবে এ সকল?
বৃথা কি হইবে তবে তপস্যার ফল?
না—না! পারিব না রাজ্য ত্যাগিতে!
ত্যজিব কেমনে বল আত্মীয় স্বজনে?

ভেঙ্গেছে স্বপন মোর,
দিব্য জ্ঞান হয়েছে উদয়,
নারীদের দণ্ড পরশনে।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

কর্ম্মানন্দ।—

গীত।

স্বপ্ন ভেঙ্গেছে কে বলে।
তুমি হ'চ্ছ ক্রমে জড়ীভূত ঘোর স্বপ্ন-জালে॥
পরের কথায় নাম্‌ছ তুমি ক্রমে অগাধ জলে।
"পরবুদ্ধি বিনাশায়" গেছ কি গো ভুলে॥

মাল্যবান। বিনাশ! বিনাশ! কে বল্‌লে?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

রাজ্যের হাল হয়েছে কি (একবার) দেখ না মাথা তুলে।
দুর্ভিক্ষ মড়ক দেশে জেঁকেছে এক কালে॥
শব নিয়ে খেঁকাখেঁকি করছে কুকুর শৃগালে।
রক্ত বমন ক'চ্ছে সদাই কাক শকুনি চিলে॥

মাল্যবান। কি আশ্চর্য্য! এ কি শ্মশান?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

রাজ্য হ'লো দারুণ শ্মশান গেছে গো সব জ্ব'লো
দাউ দাউ ক'রে চিতারাশি চৌদিকেতে জ্বলে॥

সমাজ সাবাজ এখনও যাও নাই ডুবে জলে ;
তারানাম-তরীতে উঠে যাও না পায়ে চ'লে ॥

মাল্যবান। একি হেরি আজ !
দুর্ভিক্ষ মড়ক হাহাকার,
ঝাঁকিল রে এক কালে !
অন্নকষ্ট—জলাভাব !
একি দৃশ্য ভয়ঙ্কর !
বৃথা রাজ্য—বৃথা বাহু বল !
বৃথা করি আত্মশ্লাঘা—বৃথা অভিমান !
শ্মশান করেছি রাজ্য,
প্রজাকুল করেছি নির্ম্মূল।
হের রাণি ! উদিল আকাশে
অকস্মাৎ দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড,
প্রচণ্ড উত্তাপে দগ্ধ করে তরু-লতা-তৃণ,
সজীব নগরী হইয়াছে ধূলিময় মরু।
বহে ভীম প্রভঞ্জন,
উড়ায় আকাশব্যাপী তপ্ত রজোরাশি।
রাণি ! একি মহা অলক্ষণ ?
অকালে প্রলয়-দৃশ্য কেন বা নেহারি !
চল রাণি ! চল যাই সুমালীর পাশে,
জিজ্ঞাসিগে কিবা প্রতিকার।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

মালীর প্রবেশ।

মালী। [স্বগত] দূর থেকে দেখ্‌লাম, যেন চারিটি মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। একটি মূর্ত্তি অতি রুগ্ন, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট—একটি অতি ভয়ঙ্কর, রক্তাক্ত আঁখিবিশিষ্ট—একটি অতি ভীরু, ঘৃণাজনক—আর একটি যেন ছায়ামূর্ত্তি। বোধ হয় কোন ষড়যন্ত্রকারীগণ শরীরী হয়েছিল, আমার আগমনে অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু হায়, একি হ'লো! শান্তিময়ী লঙ্কা—পুণ্যময়ী রক্ষপুরী! হায়—হায়! আজ তার কি মহা শোচনীয় পরিবর্ত্তন! লঙ্কানগরী আজ একটা মহাশ্মশান! সত্য, ধর্ম্ম ডুবে গেছে—ভক্তি, বিশ্বাস লোপ পেয়েছে। শ্মশান—শ্মশান—মহাশ্মশান! ওকি! চারিদিকে দুর্ভিক্ষ—মহামারি—হাহাকার! উঃ, কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য! চক্ষু—চক্ষু! অন্ধ হ'। ওকি—ওকি! পলিতকেশ লোলিতচর্ম্ম স্থবীর পিতাকে পুত্র অপমান কর্‌ছে! আবার—আবার ওকি হৃদয়ভেদী দৃশ্য! পেটের সন্তান গর্ভধারিণী মাতার শিরে অনায়াসে কুঠারপাত কর্‌ছে! মাতৃহত্যা! অসহ্য—অসহ্য! হায়, একি দেখ্‌লাম। ভগবান! ভগবান! একি কর্‌লে? ও আবার কি—ব্রহ্মহত্যা? গেল—গেল, রাজ্য গেল—সব ধ্বংস হ'লো। ও আবার কার আর্ত্তনাদ? কি বিকট মূর্ত্তি—রক্তাক্ত কলেবর—গলদেশে আমূলবিদ্ধ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা! কে তুমি—কে তুমি?

দূরে আত্মহত্যার প্রবেশ।

আত্মহত্যা। উঃ, কি দারুণ জ্বালা! জ্ব'লে গেলুম—জ্ব'লে গেলুম—জ্ব'লে গেলুম।

মালী। উঃ, কি ভীষণ দৃশ্য! বল—বল, কে তুমি? কেন তোমার এ দশা?

আত্মহত্যা। আমি অবলা দুর্ব্বলা। দুর্ব্বৃত্তেরা বলপূর্ব্বক আমার সতীত্বনাশে উদ্যত হয়েছিল। আমি ভীষণ ছুরিকায় আত্মহত্যা ক'রে সতীত্ব রক্ষা করেছি। আমি আত্মহত্যা—মহাপাপিনী। জ্ব'লে ম'লাম—জ্ব'লে ম'লাম—জ্বলে ম'লাম।

[বেগে প্রস্থান।

মালী। [স্বগত] মহারাজ! মধমাগ্রজ! তুম্বুরু ঠাকুর! একবার এসে চক্ষু উন্মীলন ক'রে দেখ। সোণার লঙ্কাকে শ্মশান ক'রে তুলেছে। হায়—হায়! এখনও চৈতন্য হ'লো না! এখনও পাপসংযমের কোন চেষ্টা করছ না! মহারাজ! পরবুদ্ধিতে এখনও আত্মসমর্পণ ক'রে রেখেছ? অহো, রাজ্য ছারখার হ'লো—দারুণ পাপে সর্ব্বনাশ হ'লো! হরি হে! একি লীলা প্রভু? আমি বিষম সমস্যায় পড়েছি লীলাময়! আমি আর পাপ সংস্রব সহ্য করতে পারছি না! দীনবন্ধু হে! আমার উপায় কর। এ অকূল পাথারে তুমি আমার আশা—একমাত্র তুমিই ভরসা। তবে আর কেন? অসিহস্তে বীরবেশে বীরহৃদয়ে শ্রীহরির সুদর্শনকে আলিঙ্গন দান করবো। জয় সত্যের জয়—জয় ধর্ম্মের জয়!

সত্য ও ধর্ম্মের প্রবেশ।

মালী। আপনারা কি সত্য ও ধর্ম্ম?

সত্য। হাঁ। ইনিই ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম। উনিই সত্য।

মালী। মালি! ধন্য তুমি! তোমার রক্ষঃজন্ম ধন্য! আজ সত্য

ও ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান অবস্থায় তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আগন্তুকদ্বয় ! এ দীন সঙ্গতীহীন মালীকে কোন সুযুক্তি দানে অনুগৃহীত করবার জন্য আগমন করেছেন, না তার কোন অজ্ঞানকৃত অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করবার জন্য ছলনা বিস্তার করতে এসেছেন ?

সত্য। বৎস সুকেশনন্দন ! তোমার কিছুই অগোচর নাই। একবার তোমার পিতার রাজ্যশাসন ভেবে দেখ, আর এখন তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের শাসনপ্রণালী চিন্তা কর। দেখ দেখি, কি ঘোর পরিবর্ত্তন ! স্বর্ণময়ী লঙ্কা অধুনা অঙ্গারময়ী হ'য়ে উঠেছে ! তখন লঙ্কা ছিল ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত, এখন হয়েছে মহাশ্মশান,—তখন লঙ্কা ছিল স্বর্গের নন্দন, এখন হয়েছে গহন বিষ-কানন। কিন্তু তা ব'লে সে পূর্ব্বতন গৌরব-রবি একেবারে অস্তমিত হয় নাই। সে গৌরব এখন তোমাতে নিস্পেষিত—ক্ষীণপ্রভ অবস্থায় প্রতিভাত হ'চ্ছে ! বৎস ! তুমি যথার্থই ভাগ্যবান পুরুষ। তুমি সত্যকে শিরোভূষণ ক'রে এই চির বৈচিত্র্যময় সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলে ; কিন্তু তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর—যিনি এই বিশাল লঙ্কা-রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট—সমুদ্র-স্রোতাভিমুখে কূলসংলগ্ন ক্ষণস্থায়ী বালুকাস্তরের ন্যায় অনিত্য অপরিমিত ঐশ্বর্য্যাগমে যৎপরোনাস্তি মদগর্ব্বী হ'য়ে উঠেছেন—আমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন ; সুতরাং পলে পলে অপমানিত, অনাদৃত ও তিরস্কৃত হ'য়ে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু বৎস ! একেবারে লঙ্কারাজ্য পরিত্যাগ করতে পারি কৈ ? তোমার প্রগাঢ় ভক্তিতে সত্য যে আবদ্ধ রয়েছে। এক পক্ষে তোমার মধ্যমাগ্রজের ঘোর ভ্রূকুটি প্রদর্শন, অন্যপক্ষে তোমার স্বাভাবিক নির্ভীকতা,—এক পক্ষে তাঁর বজ্রনির্ঘোষ নাস্তিক উক্তি, অন্য পক্ষে তোমার অটল শাস্ত্রীয় সত্য সমর্থন,—একধারে দুর্দ্ধর্ষ নাস্তিকতা—উত্তেজিকা তেজস্বিনী চাটুকাহিনী, অন্য ধারে তোমার সরল

বিশ্বাস স্থাপন। বৎস ! তুমি যথার্থই সংসার-সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়েছ, তাই আজ শরীরী হ'য়ে তোমার উৎসাহ-বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষী হয়েছি। সম্মুখে ভীষণ জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত। ভয়গ্রস্ত হও' না,— সত্য আশ্রয় ক'রে কর্ত্তব্যমার্গে অগ্রসর হও।

[সত্য ও ধর্ম্মের প্রস্থান।

মালী। [স্বগত] কে বলে রে সংসার সুখের স্থান ?
সুখ সুখ করি আমি ভ্রমিলাম কত,
যতন বিফল হ'লো সুখ বা কোথায় ?
ডুবিলাম সুখ-আশে সংসার-সাগরে,
খুঁজিলাম পাতি পাতি করিয়া রতন,
বৃথা হ'লো অন্বেষণ কোথা বা রতন ?
লভিলাম মধুচক্র সুখ লালসায়,
ভাগো না ঘটিল মধু, মধুকরগণ
করিল সর্ব্বাঙ্গে মোর বিকট দংশন !
হেরি মণি ফণীশিরে লোভে অন্ধ হ'য়ে
ধাইনু হরিতে তাহা,—
না মিলিল মণি,
দংশিল কেবল মাত্র দুষ্ট বিষধর।
হেন ভাবে প্রতারিত হ'য়ে শতবার
ভাবিয়াছি পূর্ণব্রহ্ম সুখের নিদান।
হরি প্রেমে ঢালি প্রাণ সত্যধর্ম্ম মানি,
যথা ধর্ম্ম তথা জয় স্মরি পলে পলে,
পশিব বীরের বেশে অমর-সমরে !

সুমালীর প্রবেশ।

সুমালী। মালি! মালি! একি রে প্রলাপ?
সত্য ধর্ম্ম কোথা পেলি ভাই?
কোথা পেলি পূর্ণব্রহ্ম, কোথা হরিপ্রেম?
স্বপ্নরাজ্য আছে বটে এক!
সে রাজ্যের রাজা ভগবান,
সেই রাজ্যে সত্য-ধর্ম্ম,
সেই রাজ্যে পাপ-বিভীষিকা!
যুগ-যুগান্তর কত গেল,
কত বার রবি শশী উদিল ডুবিল,
তত্ত্বদর্শী কত, কত প্রত্যুৎপন্নমতি,
কত যে প্রতিভাশালী পুরুষপ্রধান,
করিতে করিতে যার দীর্ঘ গবেষণা
কালস্রোতে যাইল মিশিয়া,—
পূর্ণতা সাধিতে যে তত্ত্বের
আসে পুনঃ ধরামাঝে জনমে জনমে,
তথাপি—তথাপি রে অনুজ!
নারে নিরূপিতে।
সেই রাজ্যে—অলীক স্বপন সেই রাজ্যে
করিছ কেমনে ভাই বিশ্বাসস্থাপন?
সে রাজ্যের রাজা ভগবান,
প্রত্যক্ষতা যার,
প্রমাণিতে এযাবৎ কেহ না পারিল!

বল বল মালি !
সেই কল্পনার রাজা ভগবানে
কি ভাবে বুঝিলি ভাই তুই ?

মালী। তাঁহার কৃপায় হের হে অগ্রজ !
চলিতেছে নিরন্তর জগতের ক্রিয়া।

সুমালী। পঞ্চভূতে জগৎ গঠন,—
সংযোগ বিয়োগে, বিচ্ছেদ মিলনে,
আধিক্যে ন্যূনত্বে, চলিছে জগৎ-ক্রিয়া।
মূল কথা না বুঝিলি মালি !
ভগবান—ভগবান করি নিশি দিন,
হইলি রে ক্ষিপ্তপ্রায় ! কিন্তু মালি !
সুমালীর অটল প্রতিজ্ঞা কভু টলিবার নয়,
সত্য ধর্ম্ম বোঝে না সুমালী,
পাপ পুণ্যে নাহি ভেদাভেদ,
চিনিয়াছে যে অবধি স্বীয় বাহুবল,
কাল্পনিক ভগবানে দেছে খেদাইয়া।
কাজ নাই আর কোন বাদ-বিসম্বাদে,
দেখা যাবে সম্মুখ সমরে।

মালী। অধীন মাগিছে আর্য্য সেনাপতি-পদ।

সুমালী। নাহি মোর কোন প্রতিবাদ,
স্বীকার করেন যদি জ্যেষ্ঠ সহোদর।
এস এস ভাই !
উভয়ে রাজার কাছে করিগে প্রস্তাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ফুল-বন।

সুন্দরী, অনলা ও নিকষার প্রবেশ।

সুন্দরী। এ উদ্যানে প্রায় আসি, কিন্তু এমন প্রফুল্ল ভাবটি আর কখন দেখিনি তো! যে দিকে তাকাই, সেই দিকে যেন হাসি-হাসি ভাব! ঐ যে বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় প্রশাখায়, পল্লবে পল্লবে যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ধারা ব'য়ে যাচ্ছে! কেন? সেই বেল, সেই জাতি, সেই যুঁথী, সেই মল্লিকা, সেই মালতী, সেই বর্ণ, সেই গন্ধ! তবে কেন এতদিন অন্যভাব দেখ্‌তাম? সেই পল্লবিত তরু—সেই কুসুমিতা লতা—সেই সুগায়ক পিক—সেই সুললিত কুজন—সেই মৃদুমন্দ অনিল—সেই সুনীল অম্বর—সেই স্থিরা প্রকৃতি—আর সেই হতভাগিনী আমি! যা' ছিল, সবই আছে—সবই সত্য; কিন্তু আমার সেই আমিত্ব কোথায়? সে আমিত্ব যে পুত্রগত হয়েছিল—পুত্রনির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমার আমিত্বও বিসর্জ্জন দিয়েছি। যার তিলমাত্র সুখে আমার বিপুল হর্ষ উপস্থিত হ'তো,—যার দুঃখ স্পর্শে আমি বিষাদ-সমুদ্রে সাঁতার দিতাম, তার অদর্শনে আমার সুখ কেমন ক'রে আস্‌বে? তার মনস্তাপে আমার মনস্তুষ্টি কেমন ক'রে হবে? তার দীর্ঘশ্বাসে—তার অশ্রুপতনে আমার সুখশান্তি কেমনে সম্ভবে? তবে কেন এ অস্বাভাবিক চিত্তপ্রফুল্লতা দেখা দিলে? শোক-দুঃখ-জর্জ্জরিত হৃদয়ে—গাঢ় অন্ধকারময় চিত্তে অকস্মাৎ কেন আলোকের জ্যোতিঃ ফুটে উঠ্‌লো? উষার স্বপ্ন কি সত্যে পরিণত হবে?

নিকষা। তা' হতে পারে জ্যাঠাই মা! দাদার উদ্দেশে অসংখ্য চর পাঠান হয়েছে, তাতে বিলক্ষণ আশা হয়, দাদার সাক্ষাৎলাভ খুব শীঘ্রই হবে।

উন্মত্তের হস্তধারণ করিয়া মাল্যবানের প্রবেশ।

মাল্যবান। রাণি! রাণি! দেখ একবার, কে এসেছে!

সুন্দরী। কে উন্মত্ত—বাপ্ আমার এসেছিল? তোর হতভাগী জননীর হৃদয়ে চিতা জ্বেলে গিয়েছিলি. বাপ্ রে! সেই অনল কি নির্ব্বাণ করতে এসেছিস? পুত্র রে! এখনও বেঁচে আছি, সে অনলে এখনও মরি নাই। হৃদয় শ্মশান হয়েছে—দেহযষ্টি কঙ্কালাবশিষ্ট হয়েছে—প্রাণও ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়েছে, তবুও মায়ার আবেশে দেহ ত্যাগ করতে চাইছে না। বাবা! বাবা! তোর আশায় কেবল এই অসার শূন্য জীবন রেখেছি,—তোর মায়ায় কেব ল এই বিলম্বিত জীবন বহু দুঃখে বহন করছি।

উন্মত্ত। মা! মা! পিতৃ-আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। পিতা এ জগতে সাক্ষাৎ ভগবান। পিতা সন্তুষ্ট হ'লে দেবতারা পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হন,—ভগবান স্বয়ংও সন্তুষ্ট হন। মাগো! কর্ত্তব্যের তাড়ন বড়ই কঠোর, সেই কঠোর নির্ম্মম তাড়নে অনুশাসিত হ'য়ে মাতৃ-মমতা পদদলিত করেছি। কঠোর কর্ত্তব্যের ভীম ভ্রুকুটি দেখে, জননিগো! গর্ভধারিণী—স্তন্য-দায়িনী—সংসারের সার আরাধ্যা দেবী মা তুমি—তোমার কথায় ভ্রুক্ষেপও করি নাই। মাগো! একদিকে পিতার কঠোর আজ্ঞা-জনিত অনলময় বিকর্ষণ, অন্য দিকে তোমার সুশীলতা স্নেহময় আকর্ষণ; সেই বিষম অবস্থায় প'ড়ে সত্য সত্যই আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলাম। শেষে কর্ত্তব্যের কঠোর অনুশাসনকে আলিঙ্গন দান ক'রে পিতৃ-মনোরথ পূর্ন

করেছিলাম। ক্ষমাময়ি মা আমার, অধম তনয়কে ক্ষমা কর। গর্ভাবস্থা হ'তে মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত সন্তানকে ক্ষমা করে, একমাত্র গর্ভধারিণী মাতা ভিন্ন আর কে ?

অনলা। দাদা! দাদা! আমাকে ক্ষমা কর। আমিই সকল অনর্থের মূল।

উন্মত্ত। না ভগ্নি! তুমি কেন বৃথা অনুতাপ কর্‌ছ ? পূর্ব্বজন্মে আমি নিশ্চয় কোন বিষময় কর্ম্মবীজ রোপণ করেছিলাম, ইহজন্মে তার বিষময় ফল আস্বাদন কর্‌ছি। তুমি কেন দোষী হবে স্নেহের ভগ্নি ?

মাল্যবান। বৎস! রোষাবেশে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে চণ্ডালের কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেছিলাম, তজ্জন্য এখন যৎপরোনাস্তি অনুতপ্ত হচ্ছি। পুত্র! জানি না কি, তোর জন্য আমার সংসার-র না। তুই যে আমার যথাসর্ব্বস্ব—তোকে লক্ষ্য ক'রে আমার সংসারযাত্রার সূত্রপাত করা। অমিত তেজে দৈনন্দিন সাম্রাজ্যবিস্তার—অতুল বাহুবীর্য্যে দেবগণের উপর প্রভুত্বস্থাপন, কেবল তোর ভাবী সৌভাগ্যের ভিত্তিস্থাপনের জন্য। কিন্তু কি কর্‌বো ? বিধিনির্ব্বন্ধ এত অপ্রহিত যে, সেই স্বীয় পুত্রকে ক্রোধ-বশে অম্লানমুখে নির্ব্বাসিত কর্‌লাম। ধন্য ক্রোধ! ধন্য তোর পৈশাচিক শক্তি! তুই মনে কর্‌লে সুধা-সমুদ্রে গরল উত্তোলন কর্‌তে পারিস্—হৃদয়বানকেও নির্দ্দয় চণ্ডাল সাজাতে পারিস্।

কম্পিত কলেবরে বেগে ভগ্নদূতের প্রবেশ।

ভগ্নদূত। মহারাজ—মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'লো। রাজ্য গেল—ধন প্রাণ সবই নষ্ট হ'লো।

মাল্যবান। কি হয়েছে দূত ?

ভগ্নদূত। দেবতারা এক এক ক'রে সকল অধিকার পুনরুদ্ধার

কর্‌ছে। পাণ্ডা হয়েছে, সেই নারায়ণ ঠাকুরটি। কুম্ভকারের চাকার ন্যায় হাতে প্রকাণ্ড চক্র। সেই চক্র ঘোরাচ্ছে এমন ভাবে যে, কেউ তার সম্মুখীন হ'তে পার্‌ছে না। মহারাজ! রাক্ষসবংশ বুঝি নির্ব্বংশ হ'লো। ওরে বাপ রে! যুদ্ধ দেখে গাটা অমনি ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। চক্ষু দু'টো বেরিয়ে পড়্‌লো—আর গা দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে ঘাম বেরুতে লাগ্‌লো। আমাতে তো আর আমি নেই। এখন ভগদূত ভগ্ন ভূত হ'য়ে দাঁড়িয়েছি।

মাল্যবান। সত্যই তো নিকটে ঘোর হুহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে।

ভগ্নদূত। [সচকিতে] এঁ্যা! এঁ্যা! কোন্ দিকে? আমি পথ দেখ্‌বো না কি?

মাল্যবান। ভগ্নদূত! চল—চল, শিবিরে গমন করি। সেইখানে সুমালী ও আচার্য্য বিশ্রাম কর্‌ছে! দুর্ব্বৃত্ত দেবগণ আবার রাক্ষসের হস্তে লাঞ্ছিত হবার অভিলাষ করেছে। এস—এস, তাদের মনোরথ পূর্ণ করিগে।

[ভগ্নদূতসহ মাল্যবানের প্রস্থান।

রণ-রঙ্গিণীবেশে বসুদার প্রবেশ।

বসুদা। দিদি! আশীর্ব্বাদ কর।

সুন্দরী। একি বেশ ভগ্নি? করে অসি, পার্শ্বে ধনুর্ব্বাণ?

বসুদা। দিদি! আশীর্ব্বাদ কর, যেন পতির গতিলাভ কর্‌তে পারি।

সুন্দরী। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ঐ সীমন্ত-সিন্দুর যেন চিরদিন জাজ্বল্যমান থাকে।

বসুদা। দিদি! আশীর্ব্বাদ কর, যেন যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌তে পারি।

সুন্দরী। ভক্তি ক'রে মা রণ-চণ্ডীকে পূজা করগে, রক্তজবা রক্ত-চন্দনে মিশিয়ে মায়ের রাঙ্গাচরণে দাওগে।

সহমৃত্যুর প্রবেশ।

সহমৃত্যু। সতি! সতি! এখনও বিলম্ব কর্‌ছ! আমি অন্তরালে থেকে শুনেছি, তোমার পতিদেব যুদ্ধে সেনাপতি হবেন; মহারাজের সম্মতির অপেক্ষায় শিবিরে অবস্থান কর্‌ছেন। সুখে দুঃখে, বনে বা রণে সকল স্থানে তোমার পতির অনুগামিনী হওয়া উচিত; নইলে তোমার পবিত্র সতী নামে কলঙ্ক স্পর্শ কর্‌তে পারে।

বসুদা। সেই জন্যই তো আমি এই রণ-রঙ্গিনী বেশ ধারণ করেছি। এস—এস, মা রণ-চণ্ডীকার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রণযাত্রা করিগে। দিদি! রাজমহিষি! তুমি আমায় বড়ই স্নেহ কর্‌তে, আমিও তোমাকে ভক্তি কর্‌তাম। এখন প্রফুল্লমনে আমাকে বিদায় দাও দিদি! এই তোমার পদধূলি মাথায় লেপন কর্‌লাম। যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তবে আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, নইলে দিদি! এই আমার শেষ বিদায়।

সুন্দরী। বসুদা! স্নেহের ভগ্নি! প্রাণ কেন কেঁদে ওঠে বোন? অহো, বল্‌তে বুক ফেটে যায়! বসুদা রে! কে যেন আমার কাণে কাণে বল্‌লে, বসুদা জন্মের মতন চল্‌লো। একি কথা শুনল[illegible]? এঁ্যা—এঁ্যা! একি অলক্ষণ! দিবাভাগে শিবারব—পেচকের কর্কশ চীৎকার—বায়সের অশুভ কোলাহল! ভগ্নি! স্নেহের বসুদা! সোহাগের প্রতিমূর্ত্তি! একি দেখি ভাই?

বসুদা। দিদি! যা হবার তা হবে। বীরপত্নী আমি—পতিকে রণে পাঠিয়ে আমি কেমন ক'রে গৃহে নিশ্চিন্ত থাকি?

সহমৃত্যু। যারা বীররমণী, তারা কখন থাকে না।

বসুদা। দিদি! আর কেন বৃথা সময় নষ্ট করি। আমি এখন শিবিরে প্রাণনাথের কাছে চল্‌লাম।

সহমৃত্যু। হাঁ, চল সখি!

[সহমৃত্যু ও বসুদার প্রস্থান।

নিকষা। জ্যাঠাই মা! চল, আমরাও শিবিরে যাই।

সুন্দরী। চল মা! এখানে থেকে আর কি কর্‌বো? নিকষা! আমি ভালরূপে জানি, বিধাতা আমার ভাগ্যে সুখ লেখে নাই। আমি রাজরাণী, কিন্তু বোধ হয় পথের ভিখারিণীও আমা অপেক্ষা ভাগ্যবতী। কি কর্‌বো? আমার যে মৃত্যু নাই। হা নিষ্ঠুর মৃত্যু! তুমি কি আমায় দেখ্‌তে পাও না? তুমি কি কেবল সুখী জনের প্রাণ হরণ কর্‌তে ভালবাস? যে জীবন শান্তিপূর্ণ—যে জীবন নীরোগ—যে জীবন সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত হাসিমাখা,—যে জীবন স্নেহময়—যে জীবন সরলতাময়—যে জীবন সকলের জীবন, সেই জীবনটি কেবল নিতে পার?

নিকষা। জ্যাঠাই মা! চল, মহারাজের কাছে এইবার যাই। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। যদি এখনও তাঁকে সুপথে আন্‌তে পারি।

সুন্দরী। আর কি সময় আছে মা?

নিকষা। জ্যাঠাই মা! সমস্ত জীবন কাটিয়ে যদি মৃত্যুকালে হরিনাম উচ্চারণ করা যায়, তা' হ'লে তাতেই মুক্তি আছে।

সুন্দরী। তবে চল মা!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রক্ষঃ-শিবির।

সুমালী, মালী, তুম্বুরু ও সভাসদগণ।

তুম্বুরু। সুমালি! দেবগণের মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে কর্ণ বধির হ'য়ে যাচ্ছে। ভগ্নদূতের মুখে শুন্‌লাম, সেই স্ত্রৈণচূড়ামণি নারায়ণ ঠাকুরটি দেব-বৃন্দের অগ্রণী হয়েছে। সুদর্শনে আমাদের বিস্তর রক্ষঃ-সৈন্য নিধন করেছে, বিজিত রাজ্যের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করেছে। সুমালি! আর কি নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য? কেমন মালি! বোধ হয়, এইবার আমার ভাষাটা বিলক্ষণ সরল হ'য়ে এসেছে। অধ্যবসায় বা অভ্যাসে কি না হয়? জল বিন্দু বিন্দু পতনে পাষাণকেও এককালে ক্ষয় ক'রে তোলে।

সুমালী। উঃ! দেবগণ এতই নির্লজ্জ!

বার বার সম্মুখ সমরে
হার মানি যে দুরাত্মাগণ
ত্যাগিল স্বর্গ-অধিকার,
ছদ্মবেশে ভ্রমে অহর্নিশ
কভু মর্ত্ত্যে কভু বা পাতালে,
কভু বনে কখন বা পর্ব্বতগহ্বরে,—
এল তারা পুনশ্চ সংগ্রামে!
কি আশ্চর্য্য! না হইল কিঞ্চিৎ শরম,
সেই মুখে—সেই জম্বুক-বিক্রমে,
আসিতে আবার রণে
সিংহ সম প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসের সনে।

ইচ্ছা হয়, বাহুবলে বিজিত সাম্রাজ্য
তাদিগকে করি, প্রত্যর্পণ,
চ'লে যাই মোরা স্থানান্তরে।
ধিক্! ধিক্ দেবগণে!
ঘৃণা হয়—লজ্জা হয়, নাহি সাধ আর
সশস্ত্র দাঁড়াতে পুনঃ বিপক্ষে তাদের।

নেপথ্যে। জয় নারায়ণের জয় জয় দেবগণের জয়!

সুমালী। এ হেন সাহস, কবে মালি!
বাড়িল রে দেবতাগণের?
দুর্মদ রাক্ষসগণে,
বিমুখিবে সম্মুখ সংগ্রামে?
ধিক্ রে তাদের দুরাশায়!
সুসুপ্ত কৃতান্তে দুষ্টগণ
জাগাইল নিজধ্বংস হেতু।
রাক্ষসের ক্রোধানলে জ্বলি,
বুঝিনু নিশ্চয়,
আবার ভুঞ্জিবে তারা অনন্ত দুর্গতি!

তুম্বুরু। এবার যথোচিত দণ্ডবিধান করা যাবে। বেটাদের নাসা-কর্ণ ছেদন করা হবে,—কঠিন লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে অন্ধকারময় কারা-গৃহে আটক করা হবে। ইদানীং কয়েদীর সংখ্যা খুবই ন্যূন। কারা-প্রকোষ্ঠ প্রায় সবই শূন্য প'ড়ে আছে। বেটাদের প্রতি এবার আর দয়া-মায়া নাই!

সুমালী। শোন দেব! ভীষণ প্রতিজ্ঞা মোর!
ভৈরব হুঙ্কার ছাড়ি,

কালরূপে পশিব সংগ্রামে !
কাঁপিবে দিগন্ত,
কাঁপিবে সভয়ে এই বিশ্ব-চরাচর !
চন্দ্র সূর্য্য না রাখিব,
চিবাইয়া দন্তে কড়মড়ি,
ফুৎকারে রেণুরূপে দিব উড়াইয়া।
ঘটাইব অকালে প্রলয়,
ঘটাইব পুনঃ একার্ণব,
বটপত্রে চক্রী নারায়ণে,
আবার—আবার মালি !
ভাসাব অনন্তকাল প্রলয়-সলিলে।

নেপথ্যে। জয় নারায়ণের জয়—জয় দেবগণের জয় !

সুমালী। আবার আবার সেই ভীম জয়নাদ !
অপেক্ষিতে নারি আর,
নাচিছে সঘনে হিয়া সমর-উল্লাসে।
কৈ—কৈ ? কোথা মহারাজ ?
কেন তাঁর বিলম্ব অধিক ?

তুম্বুরু। ঐ যে মহারাজ এই দিকে দ্রুতপদে আস্ছে। নিশ্চয়ই এ সংবাদ শুনে থাক্‌বে।

মাল্যবানের প্রবেশ।

মাল্যবান। সুমালি ! এক বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে না হ'তে আর এক মহাবিপদ উপস্থিত হ'লো। ভগদূতের মুখে শুন্‌লাম, নারায়ণ দেবতাদের অনুকূলে অগ্রসর হয়েছে—অমরাবতী পুনরধিকার করেছে। হায়—

হায়, কুমার-মিলন ঘট্‌তে না ঘট্‌তে একি বিষম বিঘ্ন সংঘটিত হ'লো! ভাই মালি! আচার্য্যদেব! এর প্রতিকার কি?

তুম্বুরু। আমার মতে সুমালী সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হোক্।

মাল্যবান। তাতে আর দ্বিরুক্তি কার আছে?

মালী। মহারাজ! যদি অনুমতি করেন, অধীনের এক নিবেদন আছে।

মাল্যবান। কি নিবেদন মালি?

সুমালী। মালী সেনাপতির পদ প্রার্থনা কর্‌ছে।

মাল্যবান। এ প্রস্তাব তুমি অনুমোদন কর?

সুমালী। মহারাজের অনুমোদন আমাদের সকলের শিরোধার্য্য। মালী আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; এ যাবৎ কোন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে নাই। উপস্থিত সুযোগ একে দেওয়া যুক্তিযুক্ত ব'লে বিবেচনা করি। কেমন আচার্য্যদেব! আপনার মত কি?

তুম্বুরু। হাঁ, সে কথা সত্য বটে। তোমরা দু'ভাই সমস্ত যশোরাশি লাভ করেছ। মালীকে এ পর্য্যন্ত কোন গুরুতর কর্ম্মের ভার দাও নাই। কাজেই মালীর কোন যশ বা অপযশ নাই। এক্ষণে যশলিপ্সু মালীর উপর সেনাপতির ভার দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

মাল্যবান। তা হ'লে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মালী আজ সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হ'লো। মালি! তুমি রক্ষঃ-সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হ'লে। এই শাণিত অভিষেক-তরবারি প্রদান কর্‌ছি, গ্রহণ কর।

সভাসদগণ।—

গীত।

ধর অনুজ ধর শাণিত কৃপাণ।
ধর চর্ম্ম পর বর্ম্ম ধর ধনুর্ব্বাণ।

ভৈরব সমরনাদে, জিনি তেজে ইরম্মদে,
আতঙ্ক অরাতিহৃদে কর রে প্রদান ॥
খসে যেন গ্রহতারা, ভাসে রক্তধুধি ধরা,
শত্রু হোক্ দিশেহারা, নইলে ছার প্রাণ ;—
অরি নাশি ভীমবলে, জয়-মাল্য পরি গলে,
ফিরে এস কুতুহলে, আশীষি ধীমান ॥

তুম্বুরু। দেখ মালি! অতি দুরূহ কর্ম্মে অগ্রসর হ'চ্ছ। তোমার দ্বারা যেন কুলের গৌরববৃদ্ধি হয়।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

কর্ম্মানন্দ।—

গীত।

ও তো নয় রে বোকা ছেলে।
ও যে সেয়ানা বণিক আসল ছেড়ে মজে না নকলে ॥
কাঞ্চন ফেলে কাচে ও যে যায় না কভু ভুলে।
ও যে সুধাভ্রমে গরলরাশি খায় না কোন কালে ॥

মাল্যবান। ভ্রমে কি না হয়?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কালসর্প রজ্জু ভ্রমে (ও যে) নেয় না বুকে তুলে।
মরীচিকায় প্রাণ হারাতে (ও তো) যায় না সলিল ব'লে ॥

মাল্যবান। তবে কি আমি ভ্রান্ত ?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তুমি ভ্রান্ত নিজে মীন হেন বদ্ধ ভ্রান্তি-জালে।
হৃদয় কাটে শত খণ্ডে তোমার ভাবী ফল ভাবিলে॥
ডুব্‌বে তোমায় পাপের তরী ভাস্‌বে নয়ন-জলে।
ও তো যাবে অবহেলায় পরপারে চ'লে॥

[প্রস্থান।

মাল্যবান। মালি! তোমার উপর আমাদের আর কোন সন্দেহ নাই। তুমি প্রাণপণে শত্রুজয় ক'রে রক্ষঃমুখ উজ্জ্বল রাখ্‌বে। আচার্য্য! সুমালি! এস, আমরা সৈন্ত-সামন্ত সুসজ্জিত করিগে।

সুমালী। যে আজ্ঞা।

[মালী ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

মালী। [স্বগত] ধন্ত ভগবান! তুমি সত্য সত্যই কারও মনোবাসনা অপূর্ণ রাখ না। যে তোমাকে যে ভাবে কামনা করে, সে তোমাকে সেইভাবে প্রাপ্ত হয়। যে তোমাকে শত্রুভাবে দেখ্‌তে চায়, তার সম্মুখে তুমি জলদগম্ভীরনাদী করাল কৃতান্তরূপে অবতীর্ণ হও। যে তোমাকে মিত্রভাবে ইচ্ছা করে, তার সম্মুখে তুমি ভুবনমোহন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও। তুমি অনাদি অনন্তরূপী। কখন তুমি নৃমুণ্ডমালিনী—ভীমা মুক্তকেশী উলাঙ্গিনী—করাল অসিধারিণী ভয়ঙ্করা দানব-দলনীরূপা, আবার কখন বা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। আজ যদি ভাগ্যগুণে মালীর বিপক্ষে অস্ত্র-ধারণ করেছ, তখন তার মুক্তির ব্যবস্থাটা কর নাথ! সংসার পূতিগন্ধময়; এ অসার সংসার-কামনা

মিটেছে। জয় ধর্ম্মের জয়—জয় সত্যের জয়—জয় ভবার্ণবের কাণ্ডারী শ্রীহরির জয়।

সত্য ও ধর্ম্মের প্রবেশ।

উভয়ে। সত্য ধর্ম্ম মোরা দুইজন,
কর নিবেদন,
কি কারণ করেছ স্মরণ ?

মালী। উপস্থিত আসন্ন সময়।

সত্য। ক্ষতি কিবা তাহে ?

মালী। হয়েছি শঙ্কিত অতি,
তাই দোঁহে করেছি স্মরণ।

ধর্ম্ম। ভাল, তাহে আশঙ্কা কিসের ?

মালী। ভীষণ সমর-সিন্ধু
উন্মত্ত বারিধি হেন আকুল দুস্তর
ঊর্ম্মি সম শত্রু-অনিকিনী,
জলধি কল্লোল জিনি' দেয় জয়ধ্বনি !
শুনি সে ভৈরব নাদ,
অকস্মাৎ প্রকৃতির ভাঙ্গিল সমাধি,—
থর থর কাঁপিল বসুধা,
ধরিয়া বিরাট চক্র সে রণ-সাগরে,
অপেক্ষিছে চক্রী নারায়ণ।
বিষম সে চক্রী হরি,—
ভয় হয় মনে,
পড়ি চক্রে তার

লক্ষ্যভ্রষ্ট হই জীবনের।
ইচ্ছা করি যুদ্ধভার লয়েছি মস্তকে,
পশিব দারুণ রণে সেনাপতিরূপে!
কহ মহাজন! শক্তিহীন আমি,
এ দুস্তর কাল-সিন্ধু তরিব কেমনে?

সত্য। ভয় নাই তোর,
আশীর্ব্বাদ করি,
হরি তোর হইবে সদয়।
সত্যের আশ্রয়ে তুই সতত পালিত,
হবে তোর অভীষ্ট পূরণ!

ধর্ম্ম। ভয় নাই—ভয় নাই মালি!
ধর্ম্মবলে তুই মহাবলী।
জননী-জঠর হ'তে পড়িয়া ভূতলে,
ধর্ম্মের চরণপ্রান্তে লইলি আশ্রয়।
রাখিলি ধর্ম্মের মান,
পাবি পরিত্রাণ ধর্ম্মবলে।
যাও বৎস! করি আশীর্ব্বাদ,
জীবন-সংগ্রামে তুই হবি রে বিজয়ী

সত্য। চলিলাম এবে কার্য্যান্তরে মোরা।
যাও বৎস আপন কর্ত্তব্যে,—
থাকি দোঁহে অলক্ষ্যে তোমার,
রাখিব সতত লক্ষ্য প্রহরীর মত।

[সত্য ও ধর্ম্মের প্রস্থান।

মালী। একি ভাব হেরি প্রকৃতির !
লুকাইল কোথা হাসিভাব ?
থামিল সহসা কেন মাঙ্গলিক ধ্বনি !
কাংস্য করতাল-রোল শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি
থামিল সহসা কেন যত দেবালয়ে ?
একি হেরি অলক্ষণ রণযাত্রা-কালে ?
ছিল রাজ্যে দেব-দেবী যত,
ত্যজিল কি একে একে সবে ?
সত্যই তো ধারণা আমার।
সুবর্ণবরণী সেই অন্নপূর্ণা মাতা
যায় ঐ মন্দির ত্যজিয়া।
হায়—হায়, বিদরে হৃদয়,—
না পারি দেখিতে আর !
হইয়াছে ভীমাকৃতি চামুণ্ডরূপিণী,
ধরিয়াছে ভীষণ কৃপাণ !
লোল জিহ্বা করি লক্ লক্,
তাথৈ তাথৈ নাচে সৃষ্টিসংহারিণী !
নাশিছে রাক্ষসকুল, খর্পর ভরিয়া
করিছে রুধির পান অট্ট অট্ট হাসি !
গ্রাসিল—গ্রাসিল সব,
সংহারিল সৃষ্টি সর্ব্বনাশী !
যাই গিয়ে পড়িগে চরণে,
সান্ত্বনিতে পারি যদি নিজ রক্তদানে।

[বেগে গমনোদ্যত]

সহসা রণবেশে বসুদার প্রবেশ ও হস্ত ধরিয়া বাধাদান।

বসুদা। কোথা যাবে ?

মালী। যাব সেই স্থানে,
মৃত্যু যেথা করে সুখে বাস।

বসুদা। কিবা নাম তার,
কোন কর্ম্ম হয় সেই স্থানে ?

মালী। নাম তার রণস্থল,
ক্রিয়া সেথা মৃত্যু-অভিনয়।
বাণে বাণে কাটাকাটি হয়,
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
রক্তে রক্তে হয় মেশামিশি,
সেইখানে যাব বিনোদিনি !

বসুদা। তব সাথে আমিও যাইব।

মালী। একি বেশ তব চারুশীলে ?
করে অসি—পৃষ্ঠে শোভে তূণ,
পার্শ্বদেশে বিলম্বিত ধনু !
ভাল ভদ্রে ! জিজ্ঞাসি তোমায়,
পারিবে তো সমরে তিষ্ঠিতে ?

বসুদা। পার যদি তুমি,
অর্দ্ধাঙ্গিনী আমি,
পারিব না কোন্ শাস্ত্রমতে ?

মালী। সমর অযোগ্যা তুমি।

বসুদা। ছিঃ—ছিঃ, নাথ !
অযোগ্যারে করিয়াছ জীবনসঙ্গিনী ?

মালী। অভিমান কেন সুহাসিনি ?
অন্তঃপুরে থাক চিরদিন,
জানিবে কেমনে বল রণ-ইতিহাস ?
মত্ত মাতঙ্গিনীসমা তাই,
যেতে চাও সমর–প্রাঙ্গণে !
যাও শুভে ! পুনঃ অন্তঃপুরে,
কোন্ দুঃখে পশিবে সমরে ?
বসুদা। কোন্ দুঃখে তুমি বা যাইবে ?
মালী। অহো সংসারের বিচিত্র রহস্য
বুঝিবে কেমনে তুমি নিত্যানন্দময়ি !
যুদ্ধভার লয়েছি মস্তকে
তেঁই যাব দারুণ আহবে।
বসুদা। শুনিয়াছি দেব !
চক্রধারী হরি পশিয়াছে রণে।
মালী। অরিরূপে আমিও পশিব,
ভক্তিসূত্রে করিব বন্ধন।
বসুদা। জীবনবল্লভ ! পত্নী আমি তব,
ভ্রমিব পশ্চাতে
ছায়া সম সম্পদে বিপদে।
মালী। ধন্য তুমি সতি !
অন্য হ'তে ভ্রম মোর সাথে,
ছায়া হেন সম্পদে বিপদে।

এই মহাপ্রস্থান-কালে একবার প্রাণ ভ'রে হরিনাম শুনতে ইচ্ছা হ'চ্ছে। ঐ না, সেই বৈষ্ণব-বালকগণ ভক্তি-গদ্‌-গদ্-কণ্ঠে এই দিকে আসছে !

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণব-বালকগণের প্রবেশ ।

বৈষ্ণব বালকগণ— ।

গীত ।

পীযূষ-পূরিত হরিনাম (গাওরে)
ষড়জ-ঋষভ করি, সপ্ত সুর ধরি,
লয় মান স্থির করি গাও অবিরাম ।

মালী । আবার গাও ।

বৈষ্ণব-বালকগণ ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

জগজ্জন-পালক দুষ্ট-নিসূদন,
পাপী-তাপী-তারণ তিন গুণগ্রাম ।

মালী । আবার—আবার গাও ।

বৈষ্ণব বালকগণ ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

বর্ণে বর্ণে ঝরে অমিয় শত ধারে,
পিয়িয়ে আকণ্ঠ ভ'রে পূরাও মনস্কাম ।

মালী । আবার—আবার—আবার গাও ।

বৈষ্ণব-বালকগণ ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

পানে পিয়াস আসে, পরাণ পুলকে ভাসে,

বিপদে সম্পদ, ভয়ে অভয় পদ
বিষাদে প্রসাদপ্রদ নাম মোক্ষধাম ॥

[প্রস্থান।

মালী। চূর্ণ হোক্ পাপ রাজ্য,
গুঁড়া হোক্ ভৌতিক শরীর,
ধর্ম্মের বিজয়-ভেরী বাজুক নিয়ত,
পাপের পতাকা ত্বরা হোক্ পদানত!
এস যাই প্রিয়তমে সমর-সঙ্গিনি!
নিয়তি সমরে ঐ বাজায় দুন্দুভি,—
"যথা ধর্ম্ম তথা জয় হবে সুনিশ্চয়"—
ধর্ম্ম-রণে চলেছি লো মরণে কি ভয়?

[বসুদার হস্ত ধরিয়া মালীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্র-তীর।

ভগবতী ও নারায়ণ।

নারায়ণ। সতি! পাপ-ভারে পীড়িতা ধরিত্রী,—
আসে বার বার,
লাঘবিতে ত্বরা সে পশরা।
হ'লো সে কারণ,
রক্ষ-মেধ-যজ্ঞ আয়োজন।
কর নিবেদন উদ্দেশ্য আপন,
বিলম্বিতে নারি বহুক্ষণ!

সতী। বসুদা সুন্দরী,
ধরি রণ-বেশ পশিয়াছে রণে।
ভাগ্যবতী বামা,
নারীকুলে আদর্শ চরিত!
সতী অংশে জন্ম তার,
রক্ষঃকুলে লক্ষ্মী সে ললনা।
সতীপূজা করে বিধিমতে,
বিলাস-বাসনা নাই চিতে।

নারায়ণ ! ছিনু রত আমি,
ক্ষণকাল শঙ্কর সেবায় ।
হেন কালে বামা আরম্ভিল স্তুতি,
দিল পুষ্পাঞ্জলি, কাঁপিল কৈলাস--
টলিল সহসা মোর কনক-আসন ।
শিব-সেবা ত্যাজি,
আসিনু নক্ষত্রবেগে ।
ভগবান ! রেখো সতী-মান,
সতীর কলঙ্ক যেন কভু নাহি হয় !

নারায়ণ । রাখিব বচন তব,
হইলাম প্রতিশ্রুত আমি !

নেপথ্যে । জয় মহারাজ মাল্যবানের জয়—জয় মহারাজ মাল্যবানের জয়—জয় মহারাজ মাল্যবানের জয় !

নারায়ণ । ঐ শোন রাক্ষসের ঘোর জয়-নাদ,
বিলম্ব না সাজে আর !

[গমনোদ্যত]

নিয়তি ও সহমৃত্যুর প্রবেশ ।

নারায়ণ । কহ লো নিয়তি !
মালী-বসুদার মৃত্যু-ইতিহাস :

নিয়তী । তব করে দেব ! এই কাল-রণে,
ঘটিবে মরণ দোঁহাকার ।
অগ্রে হবে মালীর পতন,
পরে বসুদার ।

নারায়ণ। হেন বিধি নহে প্রতিকূল,
কিন্তু তবু ভয় হয় মনে।
সহমৃত্যু। ভয়হারী তুমি নারায়ণ,
তুমি ভীত এ কথা শ্রবণে ?
নারায়ণ। নহে বামা সামান্যা রমণী,
সতী অংশে জন্ম তার,
পতিব্রতা—ধর্ম্মরতা—
সাধ্বী সুভাষিণী,
সতীবলে অতি তেজস্বিনী।
করি অনুমান,
হতমান হাবা তার সনে।
যাই হোক্,
পাতিব কৌশল-জাল।
স্বামীগতপ্রাণা সে রমণী,—
পতির নিধন বাজিবে ভীষণ,
কদাচন নারিবে সহিতে,—
যে কোন কৌশলে,
দিবে প্রাণ বিসর্জ্জন।
সহমৃত্যু! শোন মোর কথা।
সহমৃত্যু। কহ দেব!
দাসী তব চির আজ্ঞাধীন।
নারায়ণ। ভ্রম গিয়ে রমণীর সাথে অনুক্ষণ।
প্রচারিয়া আপন গৌরব,
বাধ্য কর চাহিবারে সহমৃত্যু-বর।

কর নিজ অভীষ্টসাধন,
থাকিবে সম্মান সবাকার,
মনোরথ পূরিবে সবার।

সহমৃত্যু। তব আজ্ঞা করিতে পালন,
সহমৃত্যু চলিল এখন।

নারায়ণ। যাও সবে যে যার কর্ত্তব্যে।
রাখিনু হৃদয়ে গাঁথি,
অনুরোধ তোমা সবাকার।

[নারায়ণ ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

আচম্বিতে কেন বিচলিত হইল পরাণ ?
ভীষণ রাক্ষস-রণে করিয়াছি গরুড়ে প্রেরণ!
ঐ বটে সেই খগরাজ,
করে রণ মালীসহ বীরেন্দ্র-বিক্রমে।
ভক্ত-চূড়ামণি মালী,
সম্মুখ সমরে, কার সাধ্য আঁটে তারে!
ঐ যে খগেন্দ্র অবসন্ন হতেছে ক্রমশঃ,
তিষ্ঠিতে না পারে বুঝি আর।
ঐ যে ধরিল তারে,
ল'য়ে যায় বাঁধিয়া শৃঙ্খলে!
অহো, প্রাণ মম হইল অধীর
অনুগত বাহনের লাগি।
মাভৈঃ—মাভৈঃ পক্ষীরাজ!
চলিলাম রক্ষিতে তোমায়।

ঘুরাইব এই সুদর্শন,
ঘোর চক্র—ঘোর অবিশ্রান্ত !
নাশ রে ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রলয় ঘূর্ণনে।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণ-স্থল।

গীতকণ্ঠে রণ-রঙ্গিনিগণের প্রবেশ।

রণ-রঙ্গিনিগণ।

গীত।

ভীম আরবে ঘোর আহবে বীরনারী সবে সারি সারি যাই।
ভেদুক্ অম্বর, টলুক্ ভূধর, জঙ্গম স্থাবর প্রলয়ে মিশাই॥
ধর খরশাণ, ভীষণ কৃপাণ, বীর বিক্রমে মাতাইয়া প্রাণ,
তুলিয়া সঘনে জয় জয় নাদ, সমর উল্লাসে দিগন্ত কাঁপাই॥
অস্ত্রে অরি নাশি, রক্তে রঞ্জি' অসি, গাঁথি চারু হারে শির রাশি রাশি,
তাথৈ তাথৈ নাচি হ'য়ে মহাখুসী রণরঙ্গে আজি হব কামী যাই॥

যুদ্ধ করিতে করিতে মালী ও গরুড়ের প্রবেশ, গরুড়ের পলায়ন ও মালীর পশ্চাদ্ধাবন, এবং গরুড়ের হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া মালীর পুনঃ প্রবেশ।

মালী। কেমন পক্ষীরাজ ! তুমি এখন জীবন ভিক্ষা চাও, না মৃত্যু-কামনা কর ?

গরুড়। সে বিষয়ে আমি কি বল্‌বো ? তোমার বিবেকের সঙ্গে তুমি পরামর্শ কর।

মালী। আমার কাছে জীবন ভিক্ষা কর। আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারি।

গরুড়। গরুড় এত হীনবীর্য্য নয়, কখন ছিল না—কখন হবে না।

মালী। সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে এখনও বীর্য্যবান্ ব'লে অভিমান ?

গরুড়। তা' হ'লেও নারায়ণ-বাহন গরুড় নীচ রাক্ষসের কাছে কখন জীবন ভিক্ষা কর্‌তে পারে না। রসনা এখনও এত নিস্তেজ হয় নাই।

মালী। কি এতদূর স্পর্দ্ধা ? শৃঙ্খলাবদ্ধ, তবুও আস্ফালন ! বুঝেছি, শুষ্ক মেঘের গর্জ্জনই অধিক হয় !

গরুড়। বলবানেরা জীবনের সকল অবস্থাতে বল প্রকাশ ক'রে থাকে। কেশরী পিঞ্জরাবদ্ধ হ'লেও—বিষধর অবরুদ্ধ হ'লেও গর্জ্জন কর্‌তে ছাড়ে কি ? না সুযোগ পেলে অবরোধকারীর প্রাণহিংসায় বিরত হয় ?

মালী। কি, এতদূর সাহস ? তবে আর তোকে ক্ষমা কর্‌ছি না। এইবার তোর ইষ্টদেবকে স্মরণ কর।

গরুড়। ইষ্টদেবকে স্মরণ কর্‌লে আমার তো ইষ্ট হবে, কিন্তু তার দ্বারা তোরও কাল পূর্ণ হবে। সেই হ'চ্ছে, বিষম সমস্যা !

মালী। আরে—আরে দুষ্ট পক্ষি ! জানিস্, এখন তোর জীবন-মৃত্যু আমার হাতে ! তোর স্পর্দ্ধা যে ক্রমে ক্রমে বাড়ছে ! আর না, এই দেখ্, এই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে তোকে যমালয়ে প্রেরণ করি। [কাটিতে উদ্যত]

সুদর্শন চক্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। সাবধান !

মালী। কে তুমি ?

নারায়ণ। তোমার দংশনকারী কালসর্প। গোলকবাসী, নাম নারায়ণ।

মালী। কালসর্প! তা' হ'লে তোমার মণি আছে। ভাল, দংশন কর, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার মণি আমি হরণ কর্‌বোই কর্‌বো। গরুড়! তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম। তোমার প্রভুকে পাবার জন্য তোমাকে বন্ধন করেছিলাম। তুমি এখন বৈকুণ্ঠে বা যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। [গড়ুড়ের বন্ধন মোচন।]

নারায়ণ। মালি! তুমি কি উপায়ে আমার মণি হরণ কর্‌বে?

মালী। তোমাকে পরাস্ত ক'রে।

নারায়ণ। পরাস্ত! বল কি?

মালী। শুধু পরাস্ত নয়, তোমাকে বন্ধন কর্‌বো।

নারায়ণ। বন্ধন! কি দিয়ে বাঁধ্‌বে?

মালী। যা দিয়ে বাঁধ্‌লে তুমি বাঁধা থাক।

নারায়ণ। হিংস্র রাক্ষস! তা কি তুমি শিখেছ?

মালী। না শিখে আর ভুজঙ্গের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি!

নারায়ণ। [স্বগত] এ কি বলে? আমার ঘোর শত্রু, কিন্তু কথাগুলি যেন ভক্তের উক্তি। [প্রকাশ্যে] মালি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

মালী। বল।

নারায়ণ। তুমি আমার শত্রু না মিত্র।

মালী। উপস্থিত তোমার শত্রু। পরে—

নারায়ণ। পরে কি?

মালী। পরে তোমার স্তাবক।

নারায়ণ। এখন আমার স্তাবক হ'লে তো আমি তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারি।

মালী। না, আর তোমাকে তোষামোদ কর্‌বো না। তোমাকে

সম্মুখ-যুদ্ধে পরাস্ত করবো—কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে করদ্বয় বন্ধন করবো। তুমি বড় কঠিনহৃদয়; সহজে বশীভূত হও না। তুমি চিরসুখী, তাই পরের ব্যাথা বুঝতে পার না। তোমাকে বন্ধন না করলে তুমি বন্ধনের জ্বালা বুঝতে পারবে না।

নারায়ণ। মালি! আর না। যুদ্ধ-বাসনা পরিত্যাগ কর! তোর ভক্তিতে আমি পরাস্ত হয়েছি।

মালী। না হরি! তুমি যখন অরিরূপে এসেছ, তখন তোমার সে কামনা পূর্ণ হোক্। রণস্থলে রণ ভিন্ন অন্য কথার প্রয়োজন কি?

নারায়ণ। তবে সাক্ষী থাক চন্দ্র, সূর্য্য—সাক্ষী থাক ভক্তমণ্ডলী—আর সাক্ষী থাক ধর্ম্ম! আমার নিষেধ সত্ত্বেও পতঙ্গ কালাগ্নিতে প্রবেশ করছে। এস গোলকবাসীগণ! আমার এই উক্তি তোমরা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা ক'রে দাও।

গীতকণ্ঠে গোলকবাসীগণের প্রবেশ।

গোলকবাসীগণ।—

দেখ বিশ্ববাসী, কালানলে পশি, অবোধ পতঙ্গ দেহ দগ্ধ করে।
ঘুরিছে শিয়রে কাল, কেশে ধ'রে রাখি কেমনে বল তাহারে॥
রবি শশী তারা অনন্ত গগন, সাক্ষী থাক ধর্ম্ম মম ভক্তগণ,
ডুবিবে তা না হ'লে, ভক্তঘাতী ব'লে, আর কি কেউ হরি ব'লে ডাকবে রে॥

[প্রস্থান।

[উভয়ের যুদ্ধ, ক্ষণকাল যুদ্ধের পর মালী কর্ত্তৃক নারায়ণের করদ্বয় বন্ধন।]

মালী। জগৎ, চেয়ে দেখ। যিনি সকল জীবের বন্ধনকারী, তিনি আজ মালীর কাছে বদ্ধ।

নারায়ণ। মালি! আমার বন্ধন মোচন কর।

মালী। কেন নারায়ণ?

নারায়ণ। বড়ই যন্ত্রণা হ'চ্ছে।

মালী। তা' হ'লে জীব যখন তোমার মায়াবন্ধনে যাতনা অনুভব করে, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক কেন? হরি হে! বন্ধনের জ্বালা বোঝাবার জন্য আজ তোমাকে বন্ধন করেছি। এই আরও একটু ক'সে বাঁধি।

নারায়ণ। মালি! আমার বন্ধন মোচন কর। বড়ই যাতনা হ'চ্ছে! প্রাণ যায়!

মালী। [স্বগত] রাক্ষসহৃদয়, তাই এখনও স্থির হ'য়ে আছি; কিন্তু আর পারি কৈ? জীবের বন্ধনমোচনকারী আজ আমার কাছে বদ্ধ। "আমার বন্ধন মোচন কর" ব'লে বারংবার অনুনয় কর্‌ছে।

নারায়ণ। মালি! আমি সত্য সত্যই তোমার কাছে পরাস্ত। রাক্ষসকুলে তুমি যথার্থ ই ধর্ম্মবীর। আমি শুধু পরাজয় স্বীকার কর্‌লাম, এতেও আমার তৃপ্তি হ'চ্ছে না; আমি তোমাকে কোন বর দিতে ইচ্ছা করি।

মালী। বিজয়ী বিজিতের কাছে বর চাবে? একি হরি? দাতা কি কখন ভিখারীর কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করে? যদি ইচ্ছা হয়, তুমি আমার কাছে বর গ্রহণ কর্‌তে পার।

নারায়ণ। [স্বগত] মালী আমার হস্তে মৃত্যুকামনা করে,—মালী আমার শত্রু নয়, পরম ভক্ত; সুতরাং তার মুক্তির অনুকূল বর প্রার্থনা করি। [প্রকাশ্যে] মালি! আমি যে বর চাবো, তাই দেবে?

মালী। হাঁ।

নারায়ণ। তবে আমি তোমার মৃত্যু-বর কামনা কর্‌ছি।

মালী। [স্বগত] এইবার আমার মহাসুযোগ উপস্থিত হ'লো আমার মুক্তির পথ মুক্ত হ'লো। এই ঘোর ভব-সমুদ্রের কূলে পারের কাণ্ডারী তরী ল'য়ে উপস্থিত। তবে আর কেন বিলম্ব!

মালী। [প্রকাশ্যে] বেশ! আমি তোমার বধ্য হলাম। এই তোমার বন্ধনমোচন করলাম। আমার কঠিন বন্ধন যখন মোচন করলে, তখন আর কেন তোমাকে বন্ধনাবস্থায় রাখি! ধর নারায়ণ! এইবার তোমার সুদর্শন ধর।

[যুদ্ধারম্ভ, ক্ষণপরে মালীর পতন।]

নারায়ণ। হায়—হায়! করলাম কি? ভক্তপত্নী ইতিমধ্যে যদি আসে, তা' হ'লে নিশ্চয়ই অভিসম্পাৎ দেবে। ঐ যে আলুলায়িতকেশা কে বামা রণরঙ্গিণী বেশে এই দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে? হায়, না জানি এবার আবার শাপগ্রস্ত হ'য়ে কোন নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে বসুদার প্রবেশ।

বসুদা। কোথায় গেল? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? এই তো ছিল! দেখতে দেখতে আর নাই! তবে কি একেবারে নাই? চাঁদের কলা তো একদিনে ক্ষয় হয় না! এ চাঁদ কি একদিনে ক্ষয় হ'লো? প্রকৃতি!—ও প্রকৃতি! ওগো তুমি না বড় দয়াময়ী! ওগো, একবার বল না মা! আমার স্বামী কোথায়? কেন, চুপ ক'রে আছ যে? একি, তোমার মুখে হাসি নাই! এ্যাঁ! তবে কি সে বেঁচে নাই? ঠিক বটে, নীরবতা সম্মতির লক্ষণ! কপাল আমার পুড়েছে! ঐ যে একটা ছিন্ন তরু ধরাশায়ী রয়েছে, না! কার কপাল পুড়লো রে? [উন্মত্তভাবে] হাঃ—হাঃ—হাঃ! এ যে আমার তরু। কেরে, না ব'লে আমার তরু

ছেদন কর্‌লি ? বেশ—বেশ ! তবে আমিও ছিন্ন হই না কেন ? কি ক'রে ? উদ্বন্ধনে না সহমরণে ?

দূরে সহমৃত্যুর প্রবেশ।

সহমৃত্যু। [অলক্ষ্যে থাকিয়া] দেখ সতি ! উদ্বন্ধন,—আত্মহত্যা তাতে মহাপাপ ! তুমি যে মনে মনে সহমৃত্যু ইচ্ছা কর্‌ছ, তাই কর, তাতেই তোমার মহামুক্তি। সতি ! তাই কর—তাই কর।

বসুন্দা। এখানে তো কেউ নাই। এ কি তবে দৈববাণী ?

সহমৃত্যু। সতি ! তাই কর—তাই কর।

বসুন্দা। [চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া] একি ! চিতানল ? না—না—এ যে একটা মূর্ত্তি—অনল দিয়ে গড়া—দেহের চারিদিক থেকে শিখা বেরুচ্ছে। উহুঃ, জ্বলে গেলাম ! স'রে যাও।

[সহমৃত্যুর প্রস্থান।

বসুন্দা। কৈ আর তো কিছুই নাই। ভ্রম ! বিষম ভ্রম ! দূর হোক্, ও চিন্তা আর কর্‌বো না। নাথ ! নাথ ! ধূলি-শয্যা পরিত্যাগ কর, তোমার রাজ-শয্যা যে শূন্য প'ড়ে আছে ! ওঠ—ওঠ নাথ ! আমার সঙ্গে কথা কও ! পাখী যে উড়ে গেছে, খালি পিঞ্জর প'ড়ে আছে। তা গেছে যাক্, কিন্তু যাবার সময় একটা কথা ব'লে গেল না—একটীবার দেখা হ'লো না ! কোথায় যাই ? কোথায় গেলে সে উড়ে পাখীকে একবার দেখ্‌তে পাই ? ওঃ ! আমি ভুল বক্‌ছি ! আমি যে বীররমণী ! মহাবীর স্বামী আমার রণশায়িত, এতে দুঃখ কি ? এতক্ষণে ভ্রম দূর হ'লো। তবে বুকের ভিতর একটা আগুন জ্বল্‌ছে সত্য,—সে আগুনের নাম শোকাগ্নি—সে আগুন আরও যেন জ্ব'লে উঠ্‌ছে ; সে দারুণ অনল নিবাই কিসে ? অন্য কোন উপায় দেখি না। তবে এই অসি যদি সে

অনল নির্ব্বাণ কর্‌তে পারে! স্বামীহন্তা!—নির্দ্দয় ব্যাধ! কৈ রে? আমার সর্ব্বনাশ ক'রে কোথায় আছিস্? দেখা দে! তোর হৃদয়-শোণিতে তর্পণ না কর্‌লে আমার হৃদয়ের তীব্র জ্বালা যাবে না। আয়—আয় কোথা তুই?

নারায়ণ। [স্বগত] স্বামীশোকে বসুন্দা পাগলিনী! কি ব'লে বা আশ্বস্ত করি?

বসুন্দা। কে তুমি গা, অধোমুখে দাঁড়িয়ে আছ? তুমি কি আমার মণিহারী? তুমিই কি শোকের চিতা জ্বালিয়ে দিয়েছ? বড় লজ্জা হয়েছে বুঝি? তাই একধারে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌ছ? দেখ—ভাল ক'রে দেখ। তুমি বিশ্বকর্ত্তা—তুমি বিচারকর্ত্তা। তুমি অবিচার কর্‌লে আর কা'কে জানাবো? শুনেছিলাম, তুমি ব্যথাহারী। কৈ, তা তো নও! তুমি যে অতি নিষ্ঠুর—তুমি কপট-শিরোমণি! উঃ! কি অসহ্য জ্বালা! কি নিদারুণ মনস্তাপ! বল—বল নারায়ণ! কোথায় যাই—কি করি? কি কর্‌লে এ বিয়োগ-যন্ত্রণা জুড়াই?

নারায়ণ। সতি! তার কাল পূর্ণ হয়েছিল! আমায় কেন বৃথা গঞ্জনা দাও?

বসুন্দা। আমাকে অনাথা করেছ! তোমায় গঞ্জনা দেবো না? হয় আমায় মণি ফিরিয়ে দাও, না হয় আত্মরক্ষা কর। সিংহী যখন বেঁচে আছে, তখন ব্যাধকে সহজে ছাড়্‌বে না।

নারায়ণ। সতি! রাক্ষস তো আর অমর নয়। মরের মৃত্যু হ'লে আর কি পুনর্জ্জীবিত হ'তে পারে? সতি! তুমি শোক সম্বরণ কর। জন্ম-মৃত্যু, জগতের রীতি; জন্মিলে মরিতে হবে, তাতে আর আক্ষেপ কি? বরং তুমি আমার কাছে অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। তুমি স্বামীহীনা—দারুণ শোকে আত্মহারা। তোমার সন্তোষসাধন করা এখন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

বসুদা। বর!—আচ্ছা! আমাকে দুটি বর দাও! কি করি, বর চাইবার তো আর কিছুই নাই। যে অমূল্য নিধি হরণ করেছ, তার তো পূরণ নাই! যাই হোক, তোমার কথা অমান্য কর্‌তে পারি না। তুমি যখন ইচ্ছা ক'রে বর দিচ্ছ, তখন প্রথম এই বর দাও, যেন অস্ত্র-চালনায় তুমি আমার জেয় হও। আমি সতী,—সাধনা করি, সেই সতী-মাহাত্ম্য তোমার দ্বারা উজ্জ্বল হোক্।

নারায়ণ। স্বীকার কর্‌লাম, আমি তোমার জেয় হবো।

বসুদা। তবে প্রস্তুত হও।

নারায়ণ। এই সুদর্শন ধর্‌লাম। [যুদ্ধারম্ভ ও ক্ষণপরে বিরাম] মালীর ন্যায় বীরের উপযুক্ত পত্নী বটে। সতি! এই তো আমি তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার কর্‌লাম। এইবার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।

বসুদা। দ্বিতীয় বর চিতারোহণ—সহমৃত্যু! পবিত্র সিন্ধুকূলে তুমি স্বহস্তে চিতা প্রজ্জ্বলিত কর্‌বে। আমি মৃত পতিসহ তাতে আরোহণ কর্‌বো। দেববালা ও বালকগণ তোমার মধুর নাম কীর্ত্তন কর্‌বে। সেই নাম শুন্‌তে শুন্‌তে আমি অনল মধ্যে ভস্ম হ'য়ে যাবো।

নারায়ণ। কি সঙ্কটে পড়্‌লাম! কিন্তু প্রতিশ্রুত হয়েছি, উপায়ান্তর নাই। সতি! তাই হবে,—তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। চল, অদূরে ঐ পবিত্র সিন্ধুকূল—ঐ শ্মশানে তোমার চিতা রচনা করিগে!

[সকলের প্রস্থান।

মাল্যবান, সুমালী ও তুম্বুরুর প্রবেশ।

সুমালী। আর্য্য! ভ্রাতৃ-শোকে হ'য়ে আত্মহারা,
হইলে কি উন্মাদের প্রায়?

মাল্যবান। সুমালি! অনুজের অকাল নিধনে,
পাইনু দারুণ ব্যাথা চিতে।
সুমালী। নহে অসম্ভব,
কিন্তু কি করিব!
রক্ষকুল রবি ডুবিয়াছে কাল-সিন্ধুনীরে!
হাহাকারে ফিরিবে কি আর?
কোটীকল্প কাল ত্যাজি অন্ন-জল,
তার তরে যদি
কাঁদি আর্য্য! জনমে জনমে,
তথাপি কি পাবো তারে?
মাল্যবান। ভাই রে! জন্মদিন হ'তে
ভুঞ্জি নাই আর,
অদ্যাবধি কভু হেন শোক!
কে জানিত ভাই, শোকের তাড়নে
জ্ঞানবুদ্ধি যায় রসাতলে!
হায়—হায়, কি কুক্ষণে আমি
মেতেছিনু এ কাল-সমরে!
সুমালি— সুমালি!
নে'রে এই শিরস্ত্রাণ,
ফিরে যা ভবনে,
বসি সিংহাসনে,
মোর কার্য্য করগে সমাধা!
ভ্রাতৃ-ধনে দিয়ে বিসর্জ্জন,
এমুখে না যাব গৃহে আর।

ভাই রে ! মিটিয়াছে জীবনের সাধ,
আর নাহি বাঁচিতে কামনা !

সুমালী। কি আশ্চর্য্য ! অহরহঃ সমর-প্রাঙ্গণে,
মৃত্যুসহ মেশামিশি করে যে পুরুষ,
তার কেন এ বিকার ?
ধৈর্য্য ধর হে ধীমান !
সম্বরণ কর ভ্রাতৃ-শোক।

মাল্যবান। সম্বরিতে নারি শোক !
অস্ত যায় রবি,
পর দিন ওঠে পুনরায়, —
কিন্তু রে সুমালি !
ডুবিল যে রবি,
উদিবে কি আর এ জনমে ?
গ্রাসিল যে কাল-রাহু তারে,
ত্যজিবে কি আর ক্ষণ পরে ?

তুম্বুরু। মহারাজ ! ভ্রাতৃ-বিয়োগে এত অধীর হ'চ্ছ কেন ? সংসারের ক্রিয়া হ'চ্ছে সংযোগ ও বিয়োগ। পুত্র, কলত্র—ভাই, বন্ধু, সবই কাল্পনিক, কেউ চিরস্থায়ী নয়। সম্বন্ধ একটা মায়ার বন্ধন মাত্র। তোমার ভ্রাতা একজন বীরপুরুষ ছিল, রণক্ষেত্রে বীরগতি লাভ করেছে, তাতে আর আক্ষেপ কি ? এ নিধনে তোমার ন্যায় ভূপতির বিচলিত হওয়া কি কর্ত্তব্য ? ঝটিকায় তুলারাশি বিচলিত হয়, কিন্তু পাষাণ চিরদিন স্থির থাকে।

মাল্যবান। কহ হে আচার্য্য !
সুধাইবে যবে,

শোকাকুলা ভ্রাতৃবধূ আসি'—
"কোথা পতি মোর দেহ রাজা আনি"—
কহ দেব!
বুঝাইব কি ব'লে তাহারে?

সুমালী। আর্য্য! শুনিয়াছি আমি,
রণ বেশে সাজি,
পতিসহ ভ্রাতৃবধূ পশিয়াছে রণে।

মাল্যবান। সত্য কথা তব।
ক্ষণ পূর্ব্বে ভাই! হেরিনু সহসা,
ভ্রাতৃজায়া সমা কোন নারী
শত্রু সহ করে মহারণ!
চক্ষের পলকে,
কি জানি কোথায় গেল!
চল সবে যাই দ্রুতগতি,
তল্লাসিগে কোথা মা আমার
পতি-শোকে ভ্রমিছে অনাথা!
ব্যাথা পাই অতি নিদারুণ!
আয় রে সুমালি! এস হে আচার্য্য!
উলঙ্গিয়া অসি,
নাশি গিয়ে দুষ্ট অরি প্রাণ!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিন্ধুকূল শ্মশান।

নারায়ণ ও পট্টবস্ত্র পরিহিতা বসুদার প্রবেশ।

নারায়ণ। ঐ দেখ সতি! আমি স্বহস্তে চিতা প্রজ্জ্বলিত করলাম।

[চিতা প্রজ্জ্বলিত করণ]

বসুদা। অনল! ধু-ধু ক'রে জ্ব'লে ওঠ, তোমার প্রচণ্ড শিখা আকাশ স্পর্শ করুক্—তোমার ধূমরাশি দেশ-দেশান্তরে চলে যাক্। অনল! তোমার বড় সুবিচার! তুমি চন্দনকে স্থান দাও, আবার বিষ্ঠাকেও স্থান দাও! আমি মহাপাপিনী বিধবা,—আমাকে নিতে হবে অনল! মা লঙ্কা! জন্মের মতন চল্‌লাম। ঐ যে আমার পতি ডাক্‌ছে! নাথ! নাথ! এই তোমার সঙ্গে মিলিত হইগে। জগৎ! একবার চেয়ে দেখ, পতির জন্য সতী কি না কর্‌তে পারে? জ্বলন্ত অনলে এই ছার প্রাণ অকাতরে বিসর্জ্জন দেয়!

গীত।

অনন্ত-পাবকে দানিব আহুতি, এ ছার জীবন দেখ জগজন।
পতির বিয়োগে, কে চাহে বাঁচিতে, বিড়ম্বনা মাত্র নারীর জীবন॥
সতী-সাধ্বী সবে দেখ না চাহিয়ে,
রাখিব সতীত্ব অনলে পশিয়ে,
কর আশীর্ব্বাদ পূরে যেন সাধ, বিধি না সাধে বাদ এ মোর আকিঞ্চন॥

[চিতারোহন]

চাম ঢুলাইতে ঢুলাইতে দেববালক-বালিকাগণের প্রবেশ।

দেববালক-বালিকাগণ।—

গীত।

জ্বলন্ত অনলে পশি কুতূহলে, সতী পতি তরে পরাণ হারায়।
দেখ্ দেখ্ সবে আসি দেখ্ বিশ্ববাসী, রবি বিহনে শশী ডুবে যায়॥
অনলে কায়া গেল রে জ্বলিয়া,
জগতে কীরিতি রহিল ঘোষিয়া,
সার্থক জীবন রমণী-রতন উজলিল নারীমুখ গৌরব-ছটায়॥
সুরসুন্দরী কুসুম বরষে,
বাজে দুন্দুভি ত্রিদশ-নিবাসে,
বল হরি হরি গাও প্রাণ-ভরি, যায় চ'লে সতী-নারী অমর-আলয়॥

নারায়ণ। ঐ দেখ তোমরা, আমার পরম ভক্ত মালী ও বসুদা। ওদের রক্ষঃকলেবর বিনষ্ট হ'য়ে দিব্যমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়েছে। আমি শক্ররূপে ওদিগে মুক্তি দিলাম। তোমরা ওদিগে নিয়ে স্বর্গে যাও।

[মালীর হস্ত ধরিয়া বালকগণের ও বসুদার হস্ত ধরিয়া বালিকাগণের প্রস্থান।

নারায়ণ। ঐ সেই দুরাচার মাল্যবান এইদিকে আসছে! সঙ্গে সুমালী ও তুম্বুরু। দুষ্ট রাক্ষস ভ্রাতৃ-শোকে উন্মত্ত। যাই হৌক্, ওর কবচ-কুণ্ডল যখন অপহৃত হয়েছে, তখন সহজে আমার হস্তে পরাজিত হবে।

মাল্যবান, সুমালী ও তুম্বুরুর প্রবেশ।

মাল্যবান। ঐ হের ভাই!

চিতানল জ্বলিছে অদূরে!

মাংসাশী খেচরগণ
হের ঐ মাংস-আশে মারে পাকসাট।
শৃগাল কুক্কুরগণ,
করিতেছে বিকট চীৎকার!
হাঁ ভাই সুমালি!
জ্বলিছে কি ঐ বহ্নি-মাঝে
পত্নীসহ প্রাণের অনুজ?

সুমালী। আর্য্য!
অনুমান তব,
সত্য ব'লে হয় বিবেচনা।

মাল্যবান। সত্য—সত্য অনুমান!
ঐ দেখ ভাই!
সতীলক্ষ্মী মা আমার
চিতানলে করে ছট্‌ফট্‌!
এখনো—এখনো বুঝি
আছে রে জীবিতা,—
চল—চল করিগে উদ্ধার।
[শশব্যস্তে কিঞ্চিৎ অগ্রসর]
কি সর্ব্বনাশ হইল রে আজ,
মা আমার নাই রে জীবিতা!
পুণ্যময়ী মা আমার,
যাও পুণ্য-লোকে।
কীর্ত্তি মা তোমার,
এ মর-জগতে রবে জ্বলন্ত রেখায়!

কিন্তু রে সুমালি !
যাবৎ না পারি,
প্রতিবিধিৎসিতে ভ্রাতৃহন্তা দুরাচারে,
তাবৎ না হইব নিশ্চিন্ত !
চল সবে অন্বেষিগে তারে।

সুমালী। ঐ—ঐ সে দুরন্ত ব্যাধ,
পলাইতে পথ বুঝি করে অন্বেষণ !

মাল্যবান। কৈ—কৈ—কোথা দুরাচার ?
বীরধর্ম্ম না মানিব আজ,
কেশরাশি ধরি তার পাড়িব ভূতলে,
উৎপাটিব চক্ষুদ্বয়, বিদারিয়া হিয়া,
সানন্দে করিব রক্তপান—
অষ্টাঙ্গে মাখিয়া নাচিব তাণ্ডব-নৃত্য !
ছিঁড়ি মুণ্ড চূর্ণি পদাঘাতে,
উড়াইব পরমাণুরূপে !
ল'য়ে শির তার
আজীবন কণ্ঠহার করিয়া রাখিব।

তুম্বুরু। আমি পশ্চাতে থাক্‌লাম। যদি কোন রকমে তোমাদের হাত এড়ায়, শর্ম্মার হাতে পড়্‌তে হবেই হবে। ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ব্রাহ্মণের কাছে আর চালাকি খাট্‌বে না। এখনও ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করি। ক্রোধ উপস্থিত হ'লে এই চক্ষুদুটো আগ্নেয়গিরি হ'য়ে দাঁড়াবে। সম্মুখে যা আস্‌বে, এককালে ভস্মসাৎ হ'য়ে যাবে। কপিলদেবের কথা কে না জানে ? মহারাজ! এইখানে আমি পথ আট্‌কে রইলাম। [স্বগত] শর্ম্মা এত অর্ব্বাচীন নয় যে প্রাণটা খোয়াবে ! বাবা, অনেক যোনি ভ্রমণ

করলে তবে এই জন্ম লাভ হয়। ছলে বলে যে কোন উপায়ে হোক্, আত্মাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সুমালী। চল আর্য্য! আক্রমিগে তারে।

তুম্বুরু। হাঁ, চল না—ভয় কিসের? [একটু অগ্রসর হইয়া আবার পশ্চাৎপদ হওন।]

মাল্যবান। সুমালি! একি দেখি ভাই! এই কি আমাদের অরি? আ-মরি-মরি, কি রূপের মাধুরী! দেখ্‌বামাত্রই তনু যে ভাবের আবেশে বিভোর হ'লো! কঠিন সংকল্প, অটল প্রতিজ্ঞা শিথিল হ'য়ে গেল!

সুমালী। দাদা! নিরুৎসাহ হবেন না। বিজয়-লক্ষ্মীকে হেলায় দেবতাদের অঙ্কশায়িনী করবেন না।

মাল্যবান। ভাই রে! যে দিন বিপ্রদ্বয় নির্ব্বাসিত হয়েছিল—কুমারকে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছিলাম—আর যে দিন দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচ-কুণ্ডল বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম, সেই দিন থেকে জয়াশা পরিত্যাগ করেছি। সুমালি! আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। ঐ দেখ ভাই! বিশ্বপতি চক্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যক্ষ-রক্ষ—দেব-দৈত্য সকলে ঐ চক্রে পরাস্ত হ'য়ে আস্‌ছে। সুমালি! অকস্মাৎ যেন আমার চক্ষু ফুটে উঠ্‌লো,—আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, পরাজয় আমাদের স্থিরসিদ্ধ।

নারায়ণ। নারকীগণ! আজ তোদের দর্প চূর্ণ করবো। তোদের নিধন-সাধন ক'রে দেবগণকে উদ্ধার করবো। অনেক সহ্য করেছি, আর না। পুনর্ব্বার প্রলয় ঘটাবো, আবার না হয় একার্ণবে ভাস্‌বো। মধুকৈটভের মেদ থেকে মেদিনী সৃষ্টি করেছি, এবার মাল্যবান ও সুমালীর মেদ থেকে আর একটা মেদিনী সৃষ্টি করবো।

সুমালী। কে—নারায়ণ?

শুনিয়াছি মোরা,

সবার অজেয় তুমি,—
ভাল—ভাল, বোঝা যাবে আজি।

নারায়ণ। আরে আরে রক্ষকুলাঙ্গারগণ!
বোঝ' নাই এতদিন মোরে?

মাল্যবান। বুঝিতাম,—
দুর্ব্বল কপোত যথা,
রাজ-ভয়ে থাকে গুপ্তভাবে,
তদ্রূপ মোদের ভয়ে,
এ যাবৎ ছিলে লুক্কায়িত!

সুমালী। জানিতাম—
স্ত্রৈণ-চূড়ামণি তুমি,
অনুগত পত্নীর কিঙ্কর!
পত্নীকক্ষে থাকি নিশিদিন,
হইয়াছ নারীর অধম।

মাল্যবান। শুনিয়াছি দুই ভার্য্যা তব।

সুমালী। একটি মুখরা অতি—

মাল্যবান। অন্যটি চঞ্চলা।

উভয়ে। তটিনীর সম তারা স্ব-ইচ্ছাচারিণী!

মাল্যবান। বিলাসিনী—গরবিনী—অপ্রিয়-বাদিনী,
দ্বন্দ্ব ল'য়ে আছে রাত্তি-দিন।

সুমালী। মিমাংসিতে যাও তুমি,

মাল্যবান। কেহ নাহি শোনে তব কথা,—

সুমালী। পেয়ে মনোব্যাথা,
দীর্ঘশ্বাস ছাড় ঘন ঘন।

মাল্যবান। করতলে কপোল-বিন্যাসি,
উভয়ে। হা ধিক্ বলিয়া কর গুপ্ত-অশ্রুপাত।
সুমালী। শুনি তব কথা,
হাস্য নাহি পারি সম্বরিতে।
ভীরু দেবগণে
জিনিয়া সম্মুখ রণে
খেদাইনু স্বর্গ হ'তে যবে,
কোথা ছিলে সে সময় ?
স্বীয় বাহুবলে,
বসেছে রাক্ষস এবে স্বর্গ-সিংহাসনে।
যাও—যাও নারায়ণ !
ফিরে যাও আপন আলয়ে,
বসি পত্নী পাশে
কর গিয়ে বিবিধ কৌতুক !
নারায়ণ। অসহ্য—অসহ্য বাণী !
আয় দুষ্টগণ !
পাঠাইব তো সবারে শমন-ভবন।
উভয়ে। এস—এস দেখা যাক্ !
দুই সহোদর মোরা এবে,
এক মন্ত্রে হয়েছি দীক্ষিত,
পুরুষত্ব মহাব্রত ছিল দোঁহাকার !
পাপ পুণ্যে ভেদাভেদ না করি বিচার,
ঐশী শক্তি প্রমাণিতে বাসনা প্রবল,
ভাসিয়াছি দোঁহে তাই সমর-সাগরে।

এই বলে—এই ঢালে—এই করবালে,
দেখা যাক্ হয় কি না পূর্ণ সেই ব্রত! [যুদ্ধারম্ভ।]

নারায়ণ। উঃ! কি ভীষণ রণ!
না পারি তিষ্ঠিতে আর,
কেবা রক্ষা করে এ সময়ে? [যুদ্ধ বিরাম]

উভয়ে। [সমস্বরে] কি হে নারায়ণ!
গিরি-অঙ্গে ঝরণার মত
শোণিতের ধারা পড়ে তপ্ত রণস্থলে!

নারায়ণ। [স্বগত] একমূর্ত্তি না পারি আঁটিতে,
সপ্ত মূর্ত্তি হ'য়ে এক কালে,
আক্রমিব দুষ্ট রিপুদ্বয়ে।
রক্ষঃ-অস্ত্রাঘাতে হ'লো যে রুধিরপাত,
তাহা হ'তে হোক্ ছয় বিষ্ণুর সৃজন।

সহসা সুদর্শনধারী ছয় জন নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। সপ্ত মূর্ত্তি মিলি এককালে,
সংহারিব দুষ্ট নিশাচরে। [পুনঃ যুদ্ধ।]

তুম্বুরু। দাঁড়াও—আমিও জন কতক যোদ্ধা ডেকে আনিগে।
[বেগে প্রস্থান।

মধ্যস্থলে মাল্যবান ও সুমালী, চতুর্দ্দিকে নারায়ণ মূর্ত্তি, দুই মূর্ত্তি ভিন্ন সকল মূর্ত্তির অন্তর্ধান, এবং সেই দুই মূর্ত্তি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া, বিশাল উরুস্থলে রক্ষঃদ্বয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যোগ, ইত্যবসরে শিব, দুর্গা ও তম্বুরুর প্রবেশ।

শঙ্কর। তুম্বুরু—তুম্বুরু!
কোথা মোর প্রিয় ভক্তদ্বয়?
বল্ বল্—বল্ রে তুম্বুরু!
পাগল ভোলার হৃদে,
কে রে আজ হানিল ত্রিশূল?
ওহো, ভক্ত মোর প্রিয়তম ধন,
সে ধন হরিতে,
কে রে—কে রে দুর্ম্মতি দুর্জ্জন,
হস্ত আজ করিলি প্রসার?
সতি! সতি!
উপজিল বিষম সংশয়,
শত্রু-করে গেল বুঝি,
অকালে ভক্তের প্রাণ।

ভগবতী। দেখ—দেখ,
কাঁপে অসি রোষে থর থর,
দীর্ঘ জটাজাল পরশিল সুদূর অম্বর।
উছলিছে শিরে সুরধুনী,
ভালে জ্বলে প্রলয়-অনল।
নিশ্বাসে বহিছে প্রভঞ্জন,
আতঙ্কে ভুজঙ্গগণ
অঙ্গ ত্যজি করে পলায়ন।
একি ভীম ভৈরব মূরতি!
সম্বর—সম্বর রোষ রুদ্র-অবতার!
সৃষ্টি বুঝি হয় ছারখার।

শিব। সতি! সতি!
ক্ষুধানলে উগ্রমূর্ত্তি মৃগেন্দ্র সদৃশ
ভীমকায় দুই মহাবীর,
সুবিশাল উরুস্থলে স্থাপি ভক্তযুগে
বক্ষঃ ভেদি রক্তপানে করে আস্ফালন।
ধর—ধর সতী মহিষমর্দ্দিনি!
অলিকরে আচম্বিতে চামুণ্ডার বেশ।
আয়—আয় ভূত-প্রেতগণ,
যোগিনী ডাকিনিগণ শঙ্করের কাছে।
দে রে—দে রে সতি! প্রলয়-বিষাণ,
সৃষ্টি আজ করি ছারখার!
কে রে—কে রে দুষ্ট,
শিবভক্ত বিনাশে উদ্যত?
অগ্রে জয় কর শিবে,
পরে কর ভকত বিনাশ।

তুম্বুরু। হাঁ,—এইবার?

শিব-দুর্গাসহ উভয় নারায়ণের যুদ্ধ, বেগে ব্রহ্মা, নারদ, ধাতা ও বিধাতার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। শান্তি! শান্তি! শান্তি! সৃষ্টি যায় যে! [যুদ্ধ-বিরাম।]

ধাতা ও বিধাতা।—[করযোড়ে]

গীত।

আমরা দুজন ধাতা বিধাতা।
আমরা লিখি জীবের ভাগ্যে জীবন-মরণ-কথা॥

এদের বাকি বহুদিন, মারবে কেন থাকতে এত দিন,
মোরা তব চির-আজ্ঞাধীন ;—
মারলে পিতা, মোদের কথা হয় যে গো অন্যথা ॥

নারদ। ওমা শঙ্করি ! কার সঙ্গে রণে মত্ত হয়েছ ? সৃষ্টি যায় যে ! হাঁ মা অম্বিকে ! অসুর-সমরে যে ষষ্ঠী সহস্র বৎসর নিযুক্ত ছিলে, তাতে কি মা তোমার রণ-তৃষ্ণা মেটে নাই ?

দুর্গা। নারদ ! ভক্তের জন্য যুদ্ধে মত্ত হয়েছিলাম।

নারায়ণ। শিবে ! তোমার ভক্তগণের আর প্রাণহিংসা কর্‌বো না। তবে ওদিগকে লঙ্কা ছেড়ে পাতালপুরে যেতে হবে।

দুর্গা। লঙ্কার রাজা কে হবে ?

নারায়ণ। যক্ষরাজ কুবের। পরে নিকষার গর্ভজাত ত্রিসন্তান দ্বারা আবার লঙ্কা রাক্ষসদের অধিকারে আস্‌বে। পুত্রত্রয় যথাক্রমে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে অভিহিত হবে।

মাল্যবান। মা ! এই সিদ্ধান্ত কি চূড়ান্ত ?

দুর্গা। কি কর্‌বো বাছা ?

মাল্যবান। এ কি কথা ? এই কি মায়ের মত কথা হ'লো ? মা ! মা ! বল্ মা ! তুই কোন দেশী মা ? কেমনধারা মা ?

দুর্গা। মাল্য ! আক্ষেপ কেন বাপ ? আমি চিরদিন রাক্ষস-সংসারে বাঁধা থাক্‌লাম। তোদের সঙ্গে সঙ্গে পাতালে যাবো।

মাল্যবান। মা ! আর পাতালে যেতে হবে না। সেখানে গেলে না জানি আবার কোন্ খেলা খেল্‌বি ! কৈলাসেশ্বরি ! কৈলাসে গিয়ে বিরাজ করগে। যারা পাতালে যাবার যোগ্য, তারাই চল্‌লো। মা ! আমি নিতান্তই অবোধ ; দুরাশায় মুগ্ধ হয়েছিলাম, নইলে তোর দুর্লভ কোলে কি স্থান পেতে যেতাম ? মা ! তুই যে রাজরাজেশ্বরী—বিশ্বপ্রসবিনী—

তুই যে মা ভুবনেশ্বরী—এ দীন অভাজনের কথায় ভুল্‌বি কেন মা ? যথেষ্ট হয়েছে মা ! আর তোর অনুগ্রহ চাই না ; সন্তানকে পাতালে পাঠিয়ে যখন তোর হৃদয়ে একটুও বেদনা লাগ্‌লো না, তখন বুঝেছি, তুই আমার সর্ব্বনাশী মা ! অথবা তোর দোষ কি ? তুই তো আমার গর্ভধারিণী মা ন'স্‌ । তা যদি হ'তিস্‌, তা' হ'লে এতক্ষণে জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পড়্‌তিস্‌ । কি বল্‌বো, পরের মাকে মা বলেছি,—পর কি কখন আপন হয় ?

দুর্গা । বাছা ! আমাদের প্রসাদে তোর যথেষ্ট হয়েছে ।

মাল্যবান । আর মিষ্টি কথায় ভুলাস্‌নে মা ! পাষাণ-কন্যা পাষাণী বৈ আর কি হয় ? স্বভাব-দোষ কখন ঢাকা থাকে না ! সর্ব্বনাশি ! আমায় পূর্ণ ভরা ঘাটে এনে ডুবিয়ে দিলি ?

অনলা, নিকষা, সুন্দরী ও উন্মত্তের প্রবেশ ।

মাল্যবান । উন্মত্ত ! এসেছ বাপ আমার ? তোমাকে বিনা দোষে নির্ব্বাসিত করেছিলাম । এই দেখ বাপ ! সেই মহাপাপে আজ আমিও নির্ব্বাসিত হচ্ছি । মা নিকষা ! জ্ঞানময়ি মা আমার ! তুমি পদে পদে সাবধান কর্‌তে চেষ্টা করেছিলে । দেবী সুন্দরি ! ভাব্‌ছ কি ? তুমি চন্দন-তরু বোধে বিষবৃক্ষ আশ্রয় করেছিলে ! চল, এখন সকলে পাতালে যাই ।

উন্মত্ত । পিতা ! ভাগ্যে যা ছিল, তাই হ'লো । চলুন, সকলে মিলে পাতালে যাই । যেখানে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সেইখানে লঙ্কা—সেইখানে স্বর্গ ।

মাল্যবান । রাণি ! তোমার কাছে বল্‌বার আমার কিছুই নাই । [স্বগত]—তবে মা লঙ্কে ! জন্মের মত বিদায় হই । পুণ্যময়ী মা ! এ সন্তানের কথা মনে রাখিস্‌ । সময় এলে এই রাক্ষসকুল, আবার মা তোর পদসেবা করবে ! ঐ দেখ সুন্দরি ! ধরিত্রী দ্বিধা হ'য়ে আমাদের পথ দিচ্ছে । চল আর কেন ?

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

কর্ম্মানন্দ।—

গীত।

কোথা যাও রাজ্য ফেলে।
কেন এলে কেন যাবে তাড়াতাড়ি চ'লে।
সাধ ক'রে বাঘ-ভালুকে গৃহে পুষেছিলে।
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল কি হবে ভাবিলে॥

মাল্যবান। বাঘ, ভালুক? কৈ—আমি তো পুষি নাই!

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ঐ যে দুটো বাঘ ভালুক দেখ না আঁখি মেলে।
আকৃতি বিভিন্ন হ'লেও প্রকৃতিতে মেলে॥

মাল্যবান। ওরা যে আমার আপন—হৃদয় হ'তে অভিন্ন?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ঐ ভ্রান্তি-জালে এতদিন অন্ধ হয়েছিলে।
আপন পর পরিচয় পেলে যথাকালে॥

মাল্যবান। হৃদয়ে থেকে কি হৃদয় খেয়েছে? যে ডালে বসেছিল, সে ডাল ভগ্ন করেছে?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আপন জানি কীটে তরু হৃদয় মধ্যে পালে।
হৃদয় খেয়ে পাড়ে শেষে তারে যে ভূতলে॥

মাল্যবান। এঁ্যা! ওরা কি তবে আপন নয়?

কর্ম্মানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আপন যদি হ'তো ওরা সাধের রাজ্য ফেলে।
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যেতে তোমায় হ'তো কি পাতালে॥

[প্রস্থান।

সুমালী। দুঃখ কিসের আর্য্য? আমাদের উদ্দেশ্য তো পূর্ণ হয়েছে। ঐশী শক্তি পরীক্ষার জন্য আমরা পাপ-সমুদ্র মন্থন করেছিলাম, এখন সেই শক্তি তো উত্থিত হ'লো। এতে আমাদের পরাজয় কিসে? অন্ধ বিশ্বাস ঘুচে গেল,—পুরুষকারের শক্তি কতদূর, তাও বুঝ্‌তে পার্‌লাম। আর্য্য! যার জন্য সমর-অবতারণা, তাই যদি লাভ হ'লো, তবে বিলাপ কি-জন্য? দাদা! আমাদের এই শোচনীয় দৃষ্টান্তে জগতের যে মহা উপকার সাধিত হ'লো। নাস্তিক জগৎ আজ হ'তে যে ভগবৎ-প্রেমে মেতে উঠ্‌লো! বিভুর মহিমা প্রচারের জন্য আজ মাল্যবান ও সুমালী দারুণ দুঃখের পশরা মস্তকে ধারণ ক'রে পাতালে চল্‌লো! চলুন আর্য্য! হাস্‌তে হাস্‌তে পাতালে অগ্রসর হই।

[তুম্বুরু ব্যতীত রাক্ষসদের প্রস্থান।

নারায়ণ। তুম্বুরু! তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে?

তুম্বুরু। এঁ্যা! আমাকেও যেতে হবে না কি? এঁ্যা! আমি—

নারায়ণ। আমি—আমি কি? তুমি তো রাক্ষাচার্য্য—কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, তুমি যাবে না, সে কি?

তুম্বুরু। [মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে] এঁ্যা! আমি—তা—হঁ্যা—

সে—তা—হঁা। ওগো—ওরা আমার কেউ নয়। পেটের চিন্তায় রাজ-বাড়ীতে এসে জুটেছিলাম। এ যে দেখ্‌ছি, ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জ্জন!

নারায়ণ। ঠাকুর! রাজা ফেলে গেল, পথ চিনে যেতে পার্‌বে তো?

তুম্বুরু। [স্বগত] বেশী পেড়াপীড়ি ক'রো না। পাতালে যেতে হ'চ্ছে, তা সেখানে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয় খাদ্য মিল্‌তে পারে! [উচ্চৈঃস্বরে] ও মহারাজ! দাঁড়াও না, আমিও তোমার সঙ্গে যাব যে! তোমাদের ছাড়া কি আমি এক দণ্ড জীবন ধারণ কর্‌তে পারি? তবে এখন আসি।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র, কুবের, ও ধরাদেবীর প্রবেশ।

কুবের। আমাকে ডেকেছেন কেন পিতাম্বর?

নারায়ণ। অদ্য হ'তে তুমি লঙ্কার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'লে। যাও, সত্বর গিয়ে সেই শূন্য সিংহাসন অধিকার করগে।

কুবের। যে আজ্ঞা প্রভু।

[প্রস্থান।

নারায়ণ। ধরিত্রী! তোমার ভার লাঘব হয়েছে তো?

ধরাদেবী। হাঁ প্রভু!

নারায়ণ। তবে যাও, এখন কিছুদিন শান্তি-মূর্ত্তিতে প্রজাপালন করগে।

[ধরাদেবীর প্রস্থান।

নারায়ণ। দেবরাজ! তুমি নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গ শাসন করগে। আর ণ রেখো, অভিমান হ'লে এইরূপ বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

ইন্দ্র। যে আজ্ঞা প্রভু।

[প্রস্থান।

নারায়ণ। কেমন ত্রিলোচন! আমাদের সংকল্প তো পূর্ণ হ'লো?

শিব। তোমার অসাধ্য কি আছে প্রভু? সংকল্প তো পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এই মহাসুযোগে তোমার সেই মনোহর যুগলরূপ দেখ্‌তে পেলে এই পাগল মহেশের মহাসংকল্প পূর্ণ হয়।

নারদ। ঐ যে মা লক্ষ্মী এইদিকে আসছে। মা আমার বড়ই স্নেহময়ী।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

নারদ। আয় মা! যুগল মূর্ত্তি দেখিয়ে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর।

[লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলরূপে দণ্ডায়মান হওন]

রাখালবেশে দেববালকগণের প্রবেশ।

দেববালকগণ।—

গীত।

আজ ভূলোক মাঝে গোলোক রাজে আমরি কেমন।
যুগল রূপে সেজেছে গো রাধিকা-রমণ॥
শ্যাম সঙ্গে সোনার প্রতিমা,
পুরুষ পাশে প্রকৃতি পরমা,
শোভা মনোরমা অনুপমা, মোহিত ভুবন॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন

সমাপ্ত।

সাবিত্রী সত্যবান।*

(অতিরিক্ত গীতাবলী।)

১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্কে—বিষ্ণুর উক্তি "তা হ'লে নিশ্চয়ই আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে।" পরে নিম্নোক্ত গানটী হইবে। [৭ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি বা লাইন দেখুন।]

১ নং গীত।

অভীষ্ট হবে পূরণ, ভাব কেন অকারণ।
প্রচারিতে নব লীলা মর্ত্ত্যে কর্‌বো বিচরণ।
নাস্তিকতা নিবারিতে, ঐশী শক্তি প্রতিষ্ঠিতে,
প্রবল বাসনা চিতে হয়েছে হে ত্রিলোচন।
ধরা কাঁদে পাপভারে, জাগরণে অনাহারে,
বাজে শেল মম অন্তরে, করিগে তার বিমোচন॥

---

* শ্রীযুক্ত শশীভূষণ হাজরা ও ভূষণচন্দ্র দাসের যাত্রা সম্প্রদায়ে অভিনয়ের জন্য জুড়ি ও বালকদিগের অতিরিক্ত যে সকল সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, সেই সঙ্গীতগুলি এই স্থানে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইল। বালকদিগের সঙ্গীতের শেষে * চিহ্ন দেওয়া হইল।

১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্কে— দেববতীর উক্তি "আমায় ধর রাজা!" পরে এই গানটী হইবে। [২৩ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি।]

২ নং গীত।

হতাশে নিখিল অঙ্গ ধর হে রাজন।
কি পাপে নিঠুর বিধি ঘটালি এ বিড়ম্বন॥
পূর্ণিমার সুধাংশু সে যে, গেল কি উদাসী সেজে,
ভাঙ্গিল হৃদয় বাজে, কি আর কহিব বেদন।
পুত্র হ'য়ে একি কর্ম্ম, নাই বুঝি আর দয়া ধর্ম্ম,
তা হ'লে কি মায়ের মর্ম্ম বিরহে করিত দহন॥ *

২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্কে—মাতলির উক্তি "ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করতে উদ্যত হয়েছ।" পরে এই গানটী হইবে। [৫৩ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি।]

৩ নং গীত।

এই কি দেবরাজ, দেবোচিত কাজ, ধর্ম্মে হান বাজ একি অবিচার।
সাধিলে এ কাজ, পাবে তুমি লাজ, বীরের সমাজ পুজিবে কে আর॥
শতক্রতু নাম সাধি শত যজ্ঞ, কর্ম্মে কেন অজ্ঞ হ'য়ে ধর্ম্মে বিজ্ঞ,
ভাব মোরে প্রাজ্ঞ, কিম্বা অনভিজ্ঞ, অস্থিরপ্রতিজ্ঞ হবে হে এবার।
ধর্ম্মে রেখে মতি কর্ম্মপথে চল, ভাগ্যচক্র তোমার হবে না বিকল,
ধর্ম্ম মহাবল যে করে সম্বল, বিপদে চঞ্চল হয় কি মতি তার;—
অনল অনিলে অকুল সলিলে, করাল কৃপাণে কৃতান্তকবলে,
কভু নাহি ভোলে, কভু নাহি টলে, ও তার মুখে হাসি খেলে
তবু অনিবার॥*

৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে—মাল্যবানের উক্তি "এইবার বুঝি বনমধ্যে প্রাণ যায়।" পরে এই গানটী হইবে। [৭৯ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি।]

৪ নং গীত।

মনের আশা রইল মনে, বনে বুঝি যায় গো জীবন।
বনফুল বনে ফুটি বনমাঝে শুকায় যেমন॥
বনে আছি যে অবধি, কত বিঘ্ন দিচ্ছ বিধি,
ভয়ে ডাকি নিরবধি, তবু কেন বিড়ম্বন।
কর্ম্মময় এ জগতে, গাঁথা প্রাণ কর্ম্মসূতে,
চলেছি করমপথে করেছি যে প্রাণপণ ;—
মাটীর দেহ মাটী হবে, অমর কেহ নাহি রবে,
খেদ মাত্র রইল ভবে জন্মেছিনু অকারণ॥

৩য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্কে—সুন্দরীর উক্তি "ক্ষান্ত হও, আমার উন্মত্তকে মেরো না।" পরে এই গানটী হইবে। [১১১ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি।]

৫ নং গীত।

প্রাণে মোরে না মোরো না পুত্রধনে।
আমার পুত্র গেলে ঝাঁপ দিব জ্বলন্ত আগুনে॥
হায় রে নিঠুর বিধি, এ তোমার কেমন বিধি,
তা তো জানি না,—
কেন দিয়ে নেবে গুণনিধি বধি আমায় জীবনে।
তাই কি তোমার দয়া মায়া, পাষাণে গঠিত হিয়া,
ওহে মহারাজ,—
কেন পিতা হ'য়ে পুত্রে নাশি ডুবাবে নাম ভুবনে।*

৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্কে—শচীর উক্তি "কৈ–কৈ—কে কোথায়! পরে এই গানটী হইবে। [১৩৩ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি।]

৬ নং গীত।

কোথায় তুমি আছ দয়াময়।
এ বিপদে ওহে বিপদবারী, অবলায় আসি দাও পদাশ্রয়॥
কি পাপ করেছি হরি, কিছু যে বুঝিতে নারি,
হতভাগী আমি যে নারী,—
আমি হ'য়ে স্বর্গের রাণী, (হরি হে আমার কপালে কি এই ছিল)
(আমার হৃদয়ে জ্বলে চিতার আগুন)
আমি হ'য়ে স্বর্গের রাণী, কাঁদি দিন যামিনী,
আমার সতীত্ব-রতন রাখ এ সময়॥

৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে—ইন্দ্রের উক্তি "শোক, তাপ, হৃদয়ের জ্বালা নিবে যাক।" পরে এই গানটী হইবে। [১৪৪ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি।]

৭ নং গীত।

বিষম শোকের জ্বালায় আমার হৃদয় যে জ্বলিয়া গেল।
জ্বালা বাড়্ছে কেবল ধিকি ধিকি, যেন বনে দাবানল॥
হ'য়ে স্বর্গের রাজা ফেলি অশ্রুজল,
(আমার কপালে কি এই ছিল) (বিধি কেন বা বাদ সাধিল)
আমি সহি বার বার হেন অত্যাচার, আর কত সহিব বল।
অসুর-সমরে, দনুজ করে, কত যে দুর্গতি সহেছি,
কারে বা জানাবো, কেমনে জানিবে, মরমে মরিয়া আছি,

(কেন এত সাজা) (দুরন্ত রাক্ষস করে কেন এত সাজা)
(বিধি দিল মোরে আজি)
(আমার নামের গৌরব এখন ডুবে গেল)
(নামে অপবাদ রটিল) (ছার জীবনের সাধ মিটিল)
তবে প্রলয়-বিষাণে বাসবে নাশ এ জীবনে আর কি ফল।

৬ষ্ঠ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্কে—মাল্যবানের উক্তি "সর্ব্বনাশ! আমায় পূর্ণ ভরা বাটে এনে ডুবিয়ে দিলি।" পরে এই গানটী হইবে। [২৩২ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি।]

৮ নং গীত।

পূর্ণভরা ঘাটে এনে কেমনে মা ডুবাইলি।
সন্তানে যে সর্ব্বনাশী দংশিলি হৃদয়ে তুলি॥
পাষাণে গঠিত হিয়া, মহাকাল রুদ্রজায়া,
তাই বুঝি মা মহামায়া অনায়াসে পাশরিলি।
এই কি মা তোর বিবেচনা, ছেলের সঙ্গে প্রতারণা,
সাজে কি মা এ ছলনা, ধিক্ গো জননী,—
ভালবেসে মাল্যে শেষে, পাঠালি মা পাতালবাসে,
লীলাময়ী লীলা প্রকাশে স্নেহে দিলি জলাঞ্জলি॥

সম্পূর্ণ।

...AL LIBRARY